বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। প্রহস্ত সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া মহা মুষল ধারণ পূর্ব্বক বলবান্ নীল বানরের প্রতি ধাবিত হইল। তাহাকে ক্রোধভরে বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া মহাবেগ মহাকপি নীল, এক মহাশিলা গ্রহণ এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মুষলযোধী প্রহস্ত মুষলাঘাত না করিতে করিতে ঐ শিলা তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। নীলবানরমুক্তা ভাস্বরীমহতী শিলা পতন মাত্র প্রহস্তের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিল। প্রহস্ত গতপ্রাণ, গতশ্রীক, গতচেতন ও গতসংজ্ঞ হইয়া, মূলচ্ছিন্ন পাদপের ন্যায়, সহসা ভূমিতে পতিত হইল। তাহার ভগ্নশির হইতে প্রভূত শোণিত স্রাব হইতে লাগিল; গিরিপ্রস্রবণের ন্যায় শরীর হইতেও রুধিরধারা সকল প্রবাহিত হইতে থাকিল।

প্রহস্ত নিহত হইলে পর সেই অপ্রকম্প্য রাক্ষসসৈন্যের অবশিষ্ট ভাগ লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল, সেনাপতির বিনাশে সেতুভঙ্গে সলিলের ন্যায় আর অবস্থিতি করিতে পারিল না।

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজের ভবনে গমন করিল; এবং তথায় চিন্তান্বিত ও বাকশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, অসহ্য শোকার্ণবে পতিত হইয়া তাহারা যেন চেতনশূন্য হইয়াছিল।

এদিকে মহাবল যুথপতি নীল বিজয়ী হইয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন; রাম লক্ষ্মণ তাঁহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার আকৃতি আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ঊনষষ্টি সর্গ।

বানরসেনাপতি রাক্ষসসেনাপতিকে বিনাশ করিলে পর, ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য সাগরপ্রবাহের ন্যায় বেগে

রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, অগ্নির পুত্র সেনাপতিকে সংহার করিয়াছে। তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন।

প্রহস্ত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ ও মনোমধ্যে শোকে পরিপূর্ণ হইয়া, ইন্দ্র যেমন দেবাদিপতিদিগকে, তেমনি রাক্ষসযূথপতিদিগকে কহিলেন, শত্রুরা যখন অমাত্যাদি অনুজীবী ও হস্তীর সহিত আমার ইন্দ্রসৈন্যবিনাশন সেনাপতিকে বিনাশ করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। অতএব আর কোন বিবেচনা না করিয়া আমি নিজেই শত্রুবিনাশ ও বিজয়লাভ জন্য সেই অদ্ভুত রণক্ষেত্রে গমন করিব। দীপ্তাগ্নি দ্বারা বনের ন্যায় এখনই আমি বাণবাহি দ্বারা সেই বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে দগ্ধ করিব।

ইন্দ্রশত্রু রাবণ এই কথা বলিয়া উৎকৃষ্ট ঘোটকরাজযোজিত প্রভাশালী প্রজ্বলিত পাবককান্তি রথে আরোহণ, এবং যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাজিয়া উঠিল, আস্ফোটন ও ক্ষেড়নের শব্দ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল; বন্দিগণ মঙ্গল স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ পর্ব্বত ও মেঘসঙ্কাশ, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্তলোচন মাংসাশী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণবেষ্টিত দেবদেব রুদ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। অনন্তর নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাতেজা রাক্ষসেশ্বর দর্শন করিলেন, প্রচণ্ড বানর সৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়া, বৃক্ষ ও শিলা ধারণ করিয়া, মহাসাগর ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে।

সৈন্যগণবেষ্টিত বিপুলবক্ষ ভুজগরাজবাহু শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, নানা ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র সম্পন্ন, প্রাস, অসি, শূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী নির্ভীক যোধগণ সহিত এই অক্ষোভ্য সৈন্য কাহার?

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমবীর্য্য বিভীষণ রামকে

সেই মহাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগের মহাসৈন্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, রাজন্! ঐ যে নবোদিত ভাস্করের ন্যায় লোহিত বদন হস্তিশিরা মহাত্মা মেদিনী কম্পিত করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আগমন করিতেছে, উহার নাম অকম্পন। ঐ যে রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনু কম্পিত করিয়া সিংহধ্বজ রথে অবস্থিতি করিতেছে; যাহার ভীষণ দন্ত বহির্গত হইয়া রহিয়াছে, উহার নাম ইন্দ্রজিৎ। ঐ যে বিন্ধ্য, অস্ত ও মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় মহাকায় অতিরথ অতিবীর রথে অবস্থিত হইয়া অতুল্যপ্রমাণ শরাসন বিস্ফারণ করিতেছে, উহার নাম অতিকায়, শরীর প্রকাণ্ড বলিয়া উহার এই নাম হইয়াছে। ঐ যে নবোদিতসূর্য্যসমরক্তলোচন মহাত্মা বীর ঘণ্টানিনাদসম্পন্ন ক্রূরস্বভাব গজে আরোহণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, উহার নাম মহোদর। ঐ যে সুবর্ণময় আভরণে ভূষিত, সন্ধ্যাভ্রমণ্ডিত-গিরিপ্রেক্ষ্য অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রভাব্যাপ্ত-প্রাসাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, উহার নাম পিশাচ; উহার বেগ বজ্রের সমান। ঐ যে বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত শূল গ্রহণ পূর্ব্বক তুষ্ণীকৃতবজ্রবেগ শশিপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা, ত্রিশিরার নাম অতি বিখ্যাত। ঐ যে স্থূলবিস্তৃতবক্ষা দৃঢ়কায় জীমূতসঙ্কাশ তেজস্বী ধনু বিস্ফারণ ও কম্পিত করিয়া গরুড়ধ্বজ রথে আগমন করিতেছে, উহার নাম কুম্ভ। ঐ যে রাক্ষস সুবর্ণ ও মণি রত্নে খচিত উজ্জ্বল সধূম পরিঘ গ্রহণ করিয়া সৈন্যের ধ্বজের ন্যায় আগমন করিতেছে, উহার নাম নিকুম্ভ, উহার বীর্য্য ও কার্য্য অদ্ভুত। ঐ যে ধনু এবং রাশি রাশি বাণে পরিপূরিত, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, পতাকামণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বোপরি লক্ষিত হইতেছে, উহার নাম নরান্তক। প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত না হইলে, নরান্তক গিরিশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ যাহাঁর নেত্র সকল বিবৃত; যিনি নানাবিধ ঘোররূপী ব্যাঘ্রবদন, উষ্ট্রবদন, সর্পবদন, গজবদন ও অশ্ববদন ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন,

উনি দেবগণেরও দর্পহারক। ঐ যে স্থানে শশিপ্রভ সূক্ষ্মশলাক শ্বেতছত্র প্রকাশ পাইতেছে, মহাত্মা রাক্ষসরাজ ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ কিরীটধারী, চলকুণ্ডলশোভিতবদন পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের ন্যায় মহাকায় ইন্দ্র এবং বরুণেরও দর্পহরণকর্ত্তা রাক্ষসাধিপতি ঐ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

অনন্তর অরিন্দম রাম বিভীষণকে কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণের কি অদ্ভুত তেজ। কি অদ্ভুত দীপ্তি! রশ্মিজাল নিবন্ধন সূর্য্যের ন্যায় রাবণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য। তেজে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি উহার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। রাবণের দেহ যে প্রকার প্রকাশ পাইতেছে, আমার বোধ হয়, দেব ও দানববীরদিগের দেহ এই প্রকার হইবে। মহাত্মার সমভিব্যাহারী যোধগণের সকলেই পর্ব্বতসঙ্কাশ; সকলেই পর্ব্বতশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধকারী, এবং সকলেই প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী। রাক্ষসরাজ মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ভীষণদর্শন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া আছেন। যাহা হউক্, ভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আজ আমি সীতাহরণজনিত কোপ ইহার উপর পাতিত করিব।

এই কথা বলিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে, ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উৎকৃষ্ট বাণ যোজনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাত্মা রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাইয়া পুরদ্বার, মহাপথ, প্রাসাদ ও বহিঃপ্রাসাদ সকলে নির্ভীকচিত্তে সুখে অবস্থিতি কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছ, এই অবসর জানিতে পারিলে, বানরগণ সমবেত হইয়া দুষ্প্রবেশশূন্যপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিবে।

এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ বিশেষ বিশেষ অমাত্যদিগকে বিদায় করিলেন, এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলে পর, বানরসাগরের প্রবাহ ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন মহাসাগরের বেগ মহাঝষসঙ্কুল তরঙ্গ সকল ভঙ্গ করে।

প্রদীপ্ত-ধনুঃশরধারী রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দর্শন করিয়া বানররাজ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং বহুরক্ষসম্পন্ন ঐ শৃঙ্গ নিশাচরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাবণ সুবর্ণপুঙ্খ বাণগণ দ্বারা সত্বর উহা ছেদন করিলেন। বহুপ্রকাণ্ডরক্ষসম্পন্ন শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে পর রাক্ষসরাজ মহাসর্পসদৃশ যমোপম এক বাণ সন্ধান করিলেন, এবং রুষ্ট হইয়া, সুগ্রীবের বিনাশার্থ বায়ুবেগ সঙ্কুলিঙ্গ পাবকপ্রতিম ইন্দ্রাশনিসমবেগ ঐ বাণ সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিকেয়নিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিল, রাবণের বাহুত্যক্ত ঐ বাণ তেমনি বজ্রের ন্যায় কঠিনদেহ সুগ্রীবকে বিদ্ধ করিল। বীর সুগ্রীব বাণাঘাতে কাতর ও অচেতন হইয়া চিচিকূচী শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ, ও নল এই সকল মহাকায় বানর শৈল উত্তোলন করিয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসাধিপতি শাণিতাগ্র শতবাণ দ্বারা তাহাদিগের প্রহার ব্যর্থ এবং সুবর্ণবিচিত্রিতপুঙ্খ বাণজাল দ্বারা সেই বানরাধিপতিদিগকেও বিদ্ধ করিলেন। তাহারা রাবণের বাণে নিপীড়িত, আহত ও পতিত হইল; এবং ভয়রূপ শল্যে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রামের শরণাগত হইল। অমনি ধানুষ্ক রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাগ্রহসহকারে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনি

ও এই দুরাত্মাকে বধ করিতেই পারিবেন, কিন্তু আমায় অনুমতি করুন; আমি এই নীচকে সংহার করিব।

সত্যপরাক্রম মহাতেজা রাম তাঁহাকে উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, কিন্তু যুদ্ধে অতি সাবধান হইবে, তাহার ছিদ্র অন্বেষণ এবং নিজ ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সাবধান হইয়া চক্ষু ও ধনু এই উভয় দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবে। রাবণ মহাবীর্য্যশালী, রণে উহার পরাক্রম অদ্ভুত। ক্রুদ্ধ হইলে সে ত্রিলোকেরও অসহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৌমিত্রি তাঁহাকে আলিঙ্গন, পূজা ও অভিবাদন করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাহু হস্তিশুণ্ডাকার, তিনি ভীষণ শরাসন উদ্যত করিয়া, শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক, বানরদিগকে আচ্ছাদন করিতেছেন, বানরদেহ সকল বিদ্ধ হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রাবণকে দর্শন করিয়া মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং রাবণের রথে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ভীত করিয়া কহিলেন, তুই বর লাভ করিয়াছিস্ বটে যে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি রাক্ষসের হস্তে মরিবি না। কিন্তু বানরের নিকট তোর পরিত্রাণ নাই। এই আমি পঞ্চপল্লব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়াছি, বহুকাল তোর দেহে যে অন্তরাত্মা বাস করিয়াছেন, আজ এই বাহু তোর দেহ হইতে তাঁহাকে দূর করিবে।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীষণবিক্রম রাবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, শীঘ্র নির্ভয়ে আমায় প্রহার কর্, চিরকালের জন্য যশোপার্জ্জন কর্, বানর! অগ্রে তোর বিক্রমের পরিচয় লইয়া, পরে আমি তোকে বিনাশ করিব।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন উত্তর করিলেন,

স্মরণ কর্, ইতিপূর্ব্বে আমি তোর পুত্র অক্ষকে সংহার করিয়াছি।

এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বীর্য্যবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানকে চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বারম্বার ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, এই ভাবে মুহূর্ত্ত-মাত্র অবস্থিতি করিয়াই প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামতি ক্রোধভরে অমরশত্রু রাবণকে চপেটাঘাত করিলেন। মহাত্মা বানরের চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া, দশগ্রীব ভূকম্পে অচলের ন্যায়, কম্পিত হইতে থাকিলেন। রণস্থলে করতলাহত রাবণকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ঋষি, বানর ও সিদ্ধ, এবং সুরাসুর সহিত দেবগণ আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাবণ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, বীর্য্যে তুই আমার প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতি উত্তর করিলেন, রাবণ! তুই যখন এখনও জীবিত রহিয়াছিস্, তখন আমার বীর্য্যে ধিক্; রে দুর্ব্বুদ্ধে! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ কেন; এক-বার প্রহার কর, পরেই আমার মুষ্টি তোকে যমালয়ে লইয়া যাইবে।

মারুতির বাক্যে রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত এবং নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; বীর্য্যবান্ সযত্নে দক্ষিণ মুষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া বান-রের বক্ষস্থলে বেগে পাতিত করিলেন। বিশাল বক্ষস্থলে আহত হইয়া হনুমান্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মহাবল হনুমানকে বিহ্বল দর্শন করিয়া, অতিরথ রাক্ষসাধিপতি প্রতাপবান্ দশগ্রীব রাবণ রথারোহণে শীঘ্র নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন; এবং অরাতিমর্ম্মবেধন পন্নগোপম বাণগণ দ্বারা বানরসেনাপতি নীলকে প্রদীপিত করিলেন। বানরসেনাপতি নীল শর-জালে বিদ্ধ হইয়া এক হস্তে এক শৈলশিখর রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে হনুমানও আশ্বস্ত হইয়া, যুদ্ধার্থ সরোষে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত কহিলেন, রাক্ষসরাজ নীলের

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; অন্যের সহিত যুদ্ধকারীকে আক্রমণ করিতে নাই।

এদিকে মহাতেজা রাবণ পূর্ব্বোক্ত গিরিশৃঙ্গে সমস্ত তীক্ষ্ণাগ্র বাণ আঘাত করিলেন, শৃঙ্গ চূর্ণীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইল। গিরিশৃঙ্গ বিভ্রষ্ট হইল দর্শন করিয়া শত্রুনিহন্তা বানরসেনাপতি কোপে কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধস্থলে পুষ্পিত অশ্বকর্ণ, ধব, সাল, চূত ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রাবণ সমুদায় ছেদন এবং অগ্নিনন্দনকে বাণবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। মেঘ হইতে বর্ষণের ন্যায়, ধারাবর্ষণ দ্বারা আভিবৃষ্ট হইয়া, মহাবল নীল, দেহ ক্ষুদ্র করিয়া রাবণের ধ্বজাগ্রে পতিত হইলেন। অনলতনয়কে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দর্শন করিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; নীলও সিংহনাদ ক'রলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম নীলকে এই ধ্বজাগ্রে, এই ধনুকের অগ্রে, এবং এই কিরীটাগ্রে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাতেজা রাবণও কপির লাঘবদর্শনে বিস্মিত হইয়া অদ্ভুত প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বানরগণ যুদ্ধে রাবণকে নীলের লাঘবজন্য ব্যতি ব্যস্ত দর্শন করিয়া আনন্দের হেতু পাইয়া আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল। বানরগণের শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া, রাবণ মনের আবেগনিবন্ধন ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। অনন্তর আগ্নেয়াস্ত্রযুক্ত শর গ্রহণ করিয়া মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ ঊর্দ্ধদৃষ্টে নীলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ; এবং কহিলেন, কপে! উৎকৃষ্ট মায়াসহকারে বিলক্ষণ লাঘব প্রকাশ করিতেছিস্ ; এক্ষণে বানর! যদি শক্তি থাকে, জীবন রক্ষা কর্। ইচ্ছামত অনেক রূপ ধারণ করিতেছিস্ ; তথাপি অস্ত্র সহযোগে আমি নিক্ষেপ করিলে পর, এই বাণ, তুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও, তোর প্রাণ বিয়োগ করিবে।

এই কথা বলিয়া, মহাবাহু রাক্ষসরাজ অস্ত্রে বাণ যোজনা

করিয়া সেনাপতিকে আঘাত করিলেন। অস্ত্রপ্রযুক্ত বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত ও জ্বালায় অস্থির হইয়া নীল সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন, কিন্তু পিতার মাহাত্ম্য ও নিজের তেজ হেতু প্রাণে মরিলেন না; জানুদ্বয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। বানরকে অচেতন দেখিয়া রণোৎসুক দশগ্রীব মেঘরাবী রথারোহণে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং বানরসেনা নিবারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ধনু বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অপ্রমেয় ধনু বিস্ফারণ করিতে দর্শন করিয়া সৌমিত্রি ভীত না হইয়া কহিলেন; রাক্ষসরাজ! যুদ্ধার্থ আমারই অন্বেষণ কর; বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত হয় না। রাজা রাবণ তাঁহার প্রতিধ্বনিত বাক্য ও প্রচণ্ড জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান সৌমিত্রির নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রুষ্ট বাক্যে কহিলেন, রাঘব! ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্; এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবি, তোর বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে; অবিলম্বেই আমার বাণজাল স্পর্শ করিবামাত্র তুই যমালয়ে গমন করিবি। সৌমিত্রি প্রকাশিত শুভ্রবদন গর্জ্জনকারী রাবণকে গ্রাহ্য না করিয়া উত্তর করিলেন, রাজন্! যাঁহারা মহাপ্রভাবশালী তাঁহারা গর্জ্জন করেন না, রে পাপকারিশ্রেষ্ঠ! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? রাক্ষসরাজ! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্ত জানি, আমি ধনুঃশর হস্তে এই দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এস; বৃথা আত্মশ্লাঘা কেন?

রাক্ষসাধিপতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া সুপুঙ্খ সপ্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ বিচিত্রপুঙ্খ শাণিতাগ্রধার সাত বাণে ঐ সপ্ত বাণ ছেদন করিলেন। ছিন্নদেহ পন্নগগণের ন্যায় বাণ সকল ছিন্ন দর্শন করিয়া, লঙ্কেশ্বর সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আরও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণও বাণবৃষ্টি, এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণি, ও ভল্ল সক-

লের দ্বারা রাবণের বাণ সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। দ্বিতীয় বাণজালও ব্যর্থ হইল দর্শন করিয়া, দেবশত্রু দশানন লক্ষ্মণের হস্তলাঘবে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং আরও শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও ইন্দ্রবজ্রসদৃশ বেগসম্পন্ন অগ্নিকল্প শাণিতাগ্র বাণ সকল শরাসনে সন্ধান করিয়া রাক্ষসরাজের বিনাশের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষসরাজ সেই সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া স্বয়ম্ভুদত্ত এক কালাগ্নিসমপ্রভ বাণ দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। রাবণের বাণে কাতর হইয়া লক্ষ্মণ শিথিলহস্তে ধনুর্ব্বাণ পূর্ব্বক ম্লান হইলেন, পরে অতি-কষ্টে চেতনা লাভ করিয়া, দেবশত্রুর ধনুশ্ছেদন করিলেন। ধনু-শ্ছেদন করিয়া দশরথনন্দন রাবণকে শাণিতাগ্র তিন বাণ আঘাত করিলেন; বাণাহত হইয়া রাক্ষসরাজ মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং অতি-কষ্টে চেতনা লাভ করিলেন।

শরাসন ছিন্ন হইল, এবং দেহ মেদে আর্দ্র ও রুধিরলিপ্ত হইয়া উঠিল, এই অবসরে প্রচণ্ডশক্তি দেবশত্রু যুদ্ধার্থ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুদত্ত শক্তি গ্রহণ এবং সদ্য পাবকসদৃশী, বানরগণের ভয়ং-করী, জাজ্বল্যমানা শক্তি সুমিত্রানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করি-লেন। ঐ শক্তি আগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি উহার উপর হুতাগ্নিকল্প বহু অস্ত্র শস্ত্র ও বাণ আঘাত করিলেন; তথাপি শক্তি তাঁহার বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইল। শক্তিমান্ রঘুবীর শক্তি দ্বারা আহত হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ভূমিতে পতিত হই-লেন। তিনি সচেতন হইলে পর রাবণ সত্বর যাইয়া বলপূর্ব্বক দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বরং হিমালয়, কি মন্দর, কি সুমেরু বা দেবগণের সহিত ত্রৈলোক্যও উত্তোলন করা যায়, তথাপি যুদ্ধপণ্ডিত লক্ষ্মণকে উত্তোলন করা অসাধ্য। কেননা, ব্রহ্মদত্ত শক্তি দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়াও লক্ষ্মণের স্থির স্মরণ হইল যে তিনি বিষ্ণুর অংশ। তখন দানবদর্পহারী দেব-কণ্টক রাবণ দুই বাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াও লক্ষ্মণকে

উত্তোলন করিতে পারিলেন না। এই সময় পবননন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন; এবং তাঁহার বক্ষস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই মুষ্টি প্রহারে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দুই জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট, ঘূর্ণিত এবং পতিত হইলেন। তাঁহার মুখ, নেত্র ও কর্ণ হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল। এইরূপে নিস্পন্দভাবে ঘূর্ণিত হইতে হইতে রথের নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন, চেতনাশূন্য ও মূর্চ্ছিত হইলে, শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। বীরবিক্রম রাবণ যুদ্ধে অচেতন হইলেন দর্শন করিয়া, ঋষিগণ, বানরগণ, সিদ্ধগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তেজস্বী হনুমান রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ শত্রুদিগের অচাল্য হইয়াও, পবননন্দনের সৌহার্দ্দ এবং পরম ভক্তি নিবন্ধন তাঁহার পক্ষে মৃদু হইলেন। এদিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি পুনর্ব্বার রাবণের রথে যাইয়া স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে মহাতেজা রাবণও চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া মহাযুদ্ধার্থ মহাধনু ও শাণিত বাণ সকল গ্রহণ করিলেন। শত্রুনিসূদন লক্ষ্মণও আপনারে নিশ্চিন্ত বিষ্ণুর অংশ স্মরণ করিয়া বাথাশূন্য ও সুস্থ হইলেন।

অনন্তর যুদ্ধস্থলে বানরবাহিনীর অনেক বীরকে নিহত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র রাবণের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন। এই সময় হনুমান কহিলেন, বিষ্ণু যেমন গরুড়ে আরোহণ করিয়া, দেবশত্রু নাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনার রাক্ষস শাসন করা কর্ত্তব্য।

মনুজাধিপতি রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই মহাকপির পৃষ্ঠেই আরোহণ করিলেন। এবং দেখিলেন, রাবণ যুদ্ধস্থলে রথোপরি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন; যেমন বিষ্ণু

ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বিরোচননন্দনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাম বজ্র নিক্ষেপের ন্যায় কর্কশ তীক্ষ্ণ জ্যা-শব্দ করিলেন; এবং গম্ভীর স্বরে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, রাক্ষসরাজ আমার অপকার করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন করিবে। তুমি যদি আজ ইন্দ্র, যম বা ভাস্কর, কি ব্রহ্মা, অগ্নি বা শঙ্করেরই নিকট পলায়ন কর, কিংবা দশ দিগ্-দিগন্তে ধাবিত হও, তথাপি আজ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। আজ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণ শক্তিপ্রহারে বিষণ্ণ হইয়াছেন; সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করিলাম, আজ যুদ্ধে পুত্রপৌত্রের সহিত তোমায় বিনাশ করিব। এই দেখ এ সকল বাণ দ্বারা আমি জনস্থানবাসী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছি।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাবল রাক্ষসরাজ মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ পূর্ব্বক, রণে রামচন্দ্রকে বহনকারী মহাবেগ বায়ুপুত্রকে কালানলশিখাসদৃশ প্রদীপ্ত শর সকল আঘাত করিলেন। যুদ্ধে বাণগণ দ্বারা আহত হইয়া, স্বভাবতেজস্বী হনুমানের তেজ বরং বৃদ্ধি পাইল। অনন্তর রাম রাবণকর্ত্তৃক বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিদ্ধ দর্শন করিয়া, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন। এবং রাবণের সম্মুখীন হইয়া, শাণিত শরসমূহ দ্বারা অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র, মহাপতাকা, অশনি, শূল, খড়্গ, সারথি ও চক্রের সহিত তাঁহার রথ ছেদন করিলেন। পরে ভগবান্ পুরন্দর যেমন সুমেরুতে বজ্রাঘাত করেন, তেমনি ইন্দ্রশত্রু রাবণের প্রশস্ত সুগঠিত বক্ষস্থলে অশনিকল্প বাণাঘাত করিলেন। যে বীর রাক্ষসরাজ বজ্রাশনিপাতেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই, তিনি রামের বাণ দ্বারা আহত হইয়া, অতীব কাতর ও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ধনু ত্যাগ করিলেন। রাক্ষসাধিপতিকে বিহ্বল হইতে দর্শন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ

এবং তদ্দ্বারা সহসা তাঁহার অর্কবর্ণ কিরীট ছেদন করিলেন। ছিন্ন-কিরীট ও গতশ্রীক হইয়া তিনি নির্ব্বিষ বিষধর ও শান্তপ্রভ দিবাকরের ন্যায় সম্যক্ প্রকাশ পাইলেন না। তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অতি ভয়ানক মহাকার্য্য সমাধান এবং আমার অনেক প্রধান প্রধান বীরকে বিনাশ করিয়াছ, অতএব তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ বোধ করিয়া আমি তোমায় বাণাঘাতে বিনাশ করিলাম না। যাও, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়াছ। রাক্ষসরাজ! লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর, পরে ধন্বী ও রথীদিগের সহিত আগমন করিও, তখন রথস্থ হইয়া আমার বল দর্শন করিবে। হতদর্প, হতভয়, ছিন্নচাপ, নিহতাশ্ব, নিহত-সারথি, বাণকাতর, ভগ্নকিরীট রাক্ষসরাজ এ কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই দেব ও ইন্দ্রের শত্রু পলায়ন করিলে পর, সুর, অসুর, ভূতগণ, দিগ্গজ, সাগর, মহর্ষি, মহোরগ, এবং ভূচর ও খচরগণ সকলেই হৃষ্ট হইলেন।

—

ষষ্টিসর্গ।

রামের বাণভয়ে কাতর ভগ্নদর্প রাজা রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া মনোমধ্যে ব্যথিত হইলেন। সিংহ কর্ত্তৃক মাতঙ্গ এবং গরুড় কর্ত্তৃক সর্পের ন্যায় রাজা মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক অভিভূত হইলেন। রামের বিদ্যুচ্চলিতদীপ্তি ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ বাণ সকল স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজ ব্যথিত হইলেন। তিনি কাঞ্চনময় দিব্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া রাক্ষসদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলাম, সমস্তই বিফল হইল। আমি মহেন্দ্রের সমান হইয়া মানুষের নিকট পরাজিত হইলাম। আমার সমক্ষে ব্রহ্মা যে সেই নিদারুণ বাক্য বলিয়াছিলেন, যে, তুমি জানিবে মানুষের হাতেই

তোমার ভয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগের হস্তে আমার মরণ হইবে না, আমি ইহাই যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, মানুষের হস্তে মরণ না হয়, তাহা যাচ্ঞা করি নাই। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশজাত অনরণ্য আমাকে যে মানুষের কথা কহিয়াছিল, আমার বোধ হইতেছে দশরথনন্দন এই রামই সেই মানুষ। অনরণ্য কহিয়াছিল, রাক্ষসাধম! আমার বংশে এক পুরুষ উৎপন্ন হইবে। রে রাক্ষসকুলাধম দুর্ব্বুদ্ধে! সেই তোকে পুত্র, অমাত্য, সৈন্য সামন্ত, অশ্ব ও সারথির সহিত যুদ্ধে সংহার করিবে। আমি পূর্ব্বে কেশগ্রহণ করিয়া বেদবতীর অবমাননা করিয়াছিলাম, বলিয়া সে আমায় অভিশাপ করিয়াছিল। সেই বেদবতীই এই মহাভাগা জনকনন্দিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উমা, নন্দী এবং বরুণের কন্যা পুঞ্জিকস্থলী আমাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই উপস্থিত হইল, যাহাদিগের তপোবল আছে, তাহাদিগের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। আমার এই সমস্ত মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া, তোমরা, যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর। রাক্ষসগণ প্রধান প্রধান পথ ও গোপুর শিখর সকলে প্রহরী নিযুক্ত হউক্। এবং সেই দেব দানবের দর্পহারী অনুপম গম্ভীর, ব্রহ্মশাপাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করা হউক্। স্বয়ং পরাজিত হইয়াছেন এবং প্রহস্ত নিহত হইয়াছে, এই উভয় ঘটনা বিবেচনা করিয়া মহাবল রাবণ মহাসৈন্যকে আদেশ করিলেন। কহিলেন, তোমরা দ্বার রক্ষায় যত্ন এবং প্রাকার সকলে আরোহণ কর। নিদ্রাবশবর্ত্তী কুম্ভকর্ণকেও জাগরিত কর। কুম্ভকর্ণ ভোগসুখে অভিভূত হইয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে। এই রাক্ষস নয়, সাত, দশ বা আট মাস নিদ্রা যায়; মন্ত্রণার পর নয় মাস হইল নিদ্রা যাইতেছে। সমরাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু নিশ্চয়ই সমস্ত বানরদিগকে এবং দুই রাজপুত্রকেও সত্বর বিনাশ করিবে। যুদ্ধে যাহার বীর্য্য সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়

এবং যে সর্ব্বরাক্ষসের প্রধান, সেই মূঢ়বুদ্ধি কুম্ভকর্ণ ইতর সুখে অভিরত হইয়া নিয়তই নিদ্রা যায়। এই সুদারুণ সংগ্রামে রাম আমাকে পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আর আমার শোক থাকিবে না। এতাদৃশ ঘোর বিপদে যদি তাহার সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে, সে ইন্দ্রতুল্য বলবান্ হইলেও তাহাকে লইয়া আমার কি ফল হইল?

রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অস্তে ব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে গমন করিল। রাবণের আজ্ঞা পাইয়া মাংসশোণিতাহারী নিশাচর সকল গন্ধ, মাল্য ও প্রচুর ভক্ষ্য সামগ্রী লইয়া বেগে যাত্রা করিল। এবং চতুর্দ্দিকে এক যোজন বিস্তৃত মহাদ্বারসম্পন্ন, পুষ্পগন্ধোদ্গারি মনোরম কুম্ভকর্ণভবনে উপস্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে আকৃষ্ট ও অপসারিত হইতে লাগিল; পরে যত্ন পূর্ব্বক অতি কষ্টে স্থির হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই রত্ন ও কাঞ্চনময় কুট্টিমসম্পন্ন মনোরম গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসব্যাঘ্রগণ দর্শন করিল, ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়া আছে। তখন সকলে একত্রিত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান মহানিদ্রাবিকৃতাকার কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধরোমব্যাপ্তকলেবর ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ান হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ এবং নিশ্বাসদ্বার ভ্রামিত করিতেছিল; তাহার নাসাপুট ভীষণ এবং মুখবিবর পাতালসদৃশ, সর্ব্বাঙ্গ শয্যায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এবং গাত্র হইতে মেদ ও রুধিরের গন্ধ বহির্গত হইতেছে। তাহার অঙ্গে অঙ্গদ নিবদ্ধ। কিরীটের প্রভায় তাহার যেন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি হইয়াছে। রাক্ষসগণ এতাদৃশ কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিল।

পরে ঐ সকল মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণের তুষ্টিসাধন জন্য তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ জীবের পর্ব্বতাকার রাশি, মৃগ মহিষ ও বরাহের রাশি ও অশ্বের অদ্ভুত রাশি করিল। তদনন্তর শত শত শোণিতের কুম্ভ ও বিবিধ মাংস স্থাপন করিল;

পরন্তপ কুম্ভকর্ণের গাত্রে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন ও বিবিধ সুগন্ধি সুমালা দ্বারা তাহার তৃপ্তিসাধন ও ধূপের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। এদিক্ ওদিক্ করিয়া রাক্ষসেরা জলদের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; শশাঙ্কসদৃশ শঙ্খসকল বাদন করিতে থাকিল; অসহিষ্ণু হইয়া এক সঙ্গে এক কালে তুমুল চীৎকার করিতে লাগিল; বাহ্বাস্ফোটন উচ্চৈধ্বনি এবং হস্ত দ্বারা তাহায় কেহ চালনা করিতে থাকিল। কুম্ভকর্ণের জাগরণার্থ নিশাচরগণ বিপুল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ভেরীর শব্দ, শঙ্খের শব্দ, পণবের শব্দ, আস্ফোটন শব্দ, ক্ষেলিত শব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, পক্ষী সকল সহসা উড্ডীন হইয়া, নভোমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবিত হইল।

যখন দেখিল যে সেই বিপুল শব্দেও নিদ্রিত মহাবল কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন রাক্ষসগণ সকলে ভুষণ্ডী, মুষল ও গদা গ্রহণ করিল; এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা সুখপ্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষস্থলে শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা ও মুষ্টির আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসমারুতে বলবান্ রাক্ষসেরাও তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশসহস্র রাক্ষস দৃঢ়তর কটিবন্ধন পূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুম্ভযন্ত্র সকল বাদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, নীলাঞ্জনচয়প্রতিম কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে আরম্ভ করিল। আঘাত এবং উচ্চৈশব্দ করিতে থাকিল, কিন্তু কিছুতেই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে পারিল না। তখন আর দারুণ গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ও হস্তীসকলকে যষ্টি, কশা ও অঙ্কুশাঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং যত বল ছিল, তদনুসারে ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল বাদন করিতে থাকিল। উহার গাত্রে প্রাণপণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ এবং মুদ্গর ও মুষল প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে সশৈলকাননা লঙ্কা পরিপূরিত

হইল; তথাপি কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না। তদনন্তর তপ্ত-কাঞ্চনময় দণ্ড দ্বারা সহস্র ঢক্কা এককালে ও পৃথক্ পৃথক্ বাদিত হইতে থাকিল।

এই প্রকার বিবিধ চেষ্টা করিলেও যখন শাপাভিভূত অতি-নিদ্র কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সকলে একত্রিত হইয়া, পরাক্রম পূর্ব্বক অন্যপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। কতক ঢক্কা বাদন ও কতক চীৎকার, কতক কুম্ভকর্ণের কেশ উৎপাটন, কতক বা তাহার কর্ণদ্বয় দংশন করিতে থাকিল। আর কতক কুম্ভকর্ণের দুই কর্ণে শত শত কুম্ভ জল ঢালিয়া দিল। মহানিদ্রার বশবর্ত্তী কুম্ভকর্ণ তথাপি জাগরিত হইল না। কতক বলবান্ রাক্ষস কূটমুদ্গর হস্তে লইয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে বক্ষস্থলে ও সর্ব্বাঙ্গে তাহার কূটমুদ্গর প্রহার করিতে লাগিল। রজ্জুবন্ধনবদ্ধ শতন্ত্রী সকলের দ্বারাও সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে থাকিল; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই জাগরিত হইল না। পরে উহার শরীরের উপর সহস্র হস্তী চালাইয়া দিল। তখন স্পর্শবোধ করিয়া, কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল। নিরন্তর গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সকলের দ্বারা গুরুতর প্রহার করা হইতেছিল; রাক্ষস যে সকল প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া, নিদ্রাভঙ্গজন্য কাতর হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ পূর্ব্বক সহসা জাগরিত হইল। রাক্ষসেন্দ্র বজ্র অপেক্ষাও অধিক সারবান্ গিরিশৃঙ্গা-কার বাহুদ্বয় বিক্ষেপ এবং বড়বামুখসদৃশ মুখ ব্যাদন করিয়া বিকটরূপে জৃম্ভা ত্যাগ করিল। জৃম্ভা সময়ে তাহার পাতালবিবর সদৃশ মুখবিবর সুমেরুশৃঙ্গে উদিত ভাস্করের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিশাচর জাগরিত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিলে পর, পর্ব্বত হইতে বায়ু প্রবাহের ন্যায়, তাহার মুখ হইতে নিশ্বাস প্রবাহিত হইল। গাত্রোত্থান করিলে তাহার মূর্ত্তি সর্ব্বভূতদিদৃক্ষু সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার দীপ্তাগ্নি সদৃশ, বিদ্যুৎ-সমপ্রভ প্রকাণ্ড নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত দুই গ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে

লাগিল। অনন্তর রাক্ষসেরা বিবিধপ্রকার বহুতর খাদ্যসামগ্রী সমস্ত দেখাইয়া দিল, মহাবল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রশত্রু ক্ষুধাপ্রযুক্ত মাংস ভোজন এবং পিপাসাপ্রযুক্ত কলস কলস মেদ ও মদ্য পান করিল।

অনন্তর সে তৃপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসগণ সম্মুখে গমন পূর্ব্বক ভূমিতে প্রণাম করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নিদ্রায় কুম্ভকর্ণের চক্ষু শুভ্র হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে মদ্যপানে উহা কলুষিত হইয়া উঠিল, নিশাচর চতুর্দ্দিকে সেই রক্ত চক্ষু চালন করিয়া, উপস্থিত রাক্ষসদিগকে কহিল। তাহার জাগরণে রাক্ষসগণ সকলেই ভীত হইয়াছিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রথমতঃ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, তোমরা কিজন্য এত আদর করিয়া আমায় জাগরিত করিলে? রাজার কুশল ত? কোন ভয় ত উপস্থিত হয় নাই? অথবা শত্রু হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্য তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া আমায় জাগরিত করিলে। এখনই আমি রাক্ষসরাজের ভয় উন্মূলন করিব; মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদারণ, না অনলের দাহিকাশক্তি রোধ করিতে হইবে? অল্পকারণে রাক্ষসরাজ কখনও আমাকে জাগরিত করিবেন না। অতএব, সে জন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছ, যথার্থ বল।

শত্রুতাপন কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা কহিলে পর, রাজার অমাত্য যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, দেবতাদিগের হইতে আমাদিগের কখনও কোনরূপ ভয় নাই। রাজন্! সংপ্রতি মানুষ হইতে আমাদিগের ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজন্! মানুষ হইতে আমাদিগের যেরূপ ভয় জন্মিয়াছে, দৈত্য বা দানব হইতে আমাদিগের কখনও সেরূপ ভয় হয় নাই। পর্ব্বতাকার বানরসকল লঙ্কা বেষ্টন করিয়াছে, সীতাহরণজন্য সম্প্রতি রাম হইতে আমাদিগের মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র বানর মহাপুরী লঙ্কা দগ্ধ এবং অমাত্য ও হস্তিসৈন্যের

সহিত কুমার অক্ষকে সংহার করিয়াছিল। আদিত্যবর্চা রাম দেবকণ্টক পুলস্ত্যনন্দন সাক্ষাৎ লঙ্কাধিপতিকেও যাও বলিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে অব্যাহতি দান করিয়াছে। দেবতা কি দৈত্য বা দানবগণ যাহা করিতে পারে নাই, আজ রাম তাঁহাকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দান করিয়া তাহাই করিয়াছে।

যূপাক্ষের বাক্য এবং ভ্রাতার পরাজয়ের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ লোচন বিস্ফারণ করিয়া যূপাক্ষকে কহিল, যূপাক্ষ! এখনই সমস্ত বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে জয় করিয়া, পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানরগণের মাংস ও রুধিরে রাক্ষসদিগকে তুষ্ট, এবং নিজে রাম লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

কুম্ভকর্ণের সেই গর্ব্ব এবং রোষনিবন্ধন অযুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে মহাবাহো! অগ্রে রাবণের বাক্য শ্রবণ এবং দোষগুণ বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ যুদ্ধে শত্রু জয় করিবেন। মহোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাতেজা মহাবল কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল। রাক্ষসগণ ভীমাক্ষ, ভীমপরাক্রম, ভীমরূপ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সত্বর রাবণের ভবনে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে উৎকৃষ্ট আসনোপবিষ্ট দশাননকে নিবেদন করিল, হে রাক্ষসরাজ! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন; তিনি কি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধে গমন করিবেন, না, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে এই স্থানে আগমন করিতে আদেশ করেন?

রাবণ আনন্দিত হইয়া উপস্থিত রাক্ষসদিগকে উত্তর করিলেন, আমি এইস্থানে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তোমরা যথাবিধানে তাহার অভ্যর্থনা কর।

রাবণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে বলিল, সর্ব্বরাক্ষসাধিপতি রাজা আপনাকে

দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি গমনে অনুমতি, এবং ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন।

তখন মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। আজ্ঞাদিত হইয়া মুখ প্রক্ষালন করিল; তদপেক্ষাও অধিকতর হৃষ্ট হইয়া স্নান করিল, পরে বলোদ্দীপন সুরা আনয়ন জন্য রাক্ষসদিগকে সত্বর হইতে বলিল। তখন রাবণের আজ্ঞানুবর্ত্তী রাক্ষসগণ সত্বর হইয়া অবিলম্বে মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য আনয়ন করিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া গমনার্থ উদ্‌যুক্ত হইল। ঈষৎ মত্ত হইয়া, তাহার বল ও তেজ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; ঐ সময় রুষ্ট হইয়া সে কালান্তক যমের সমান হইল। এবং দলবলসমভিব্যাহারে ভ্রাতার ভবনে যাত্রা করিয়া পাদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিল।

সূর্য্য যেমন কিরণজালে, সে তেমনি দেহপ্রভায় রাজপথ আলোকিত করিয়া, ইন্দ্র প্রজাপতিভবনের ন্যায়, ভ্রাতৃভবনে যাত্রা করিল; প্রজাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। সে যখন রাজপথে বহির্গত হইল, তখন বহিস্থিত বানরগণ তাহাকে দেখিতে পাইল, অপ্রমেয়স্বরূপ গিরিশৃঙ্গ প্রমাণ তাহাকে দর্শন করিয়া, বানরযূথপতিগণ ভীত হইল। কেহ কেহ শরণ্য রামের শরণ লইল; কেহ কেহ ব্যথিত হইয়া পতিত হইল; কেহ কেহ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইল; কেহ কেহ বা ভয়ে কাতর হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। তাহার শরীর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রকাণ্ড, মস্তকে কিরীট, নিজ তেজে সে যেন আদিত্যকে স্পর্শ করিতেছিল। অদ্ভুত অতিপ্রকাণ্ডমূর্ত্তি তাহাকে দর্শন করিয়া বানরেরা যে যে দিক পাইল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

—০:০—

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর পরমতেজস্বী বীর্য্যশালী রাম ধনু গ্রহণ করিয়া, কিরীটভূষিত প্রকাণ্ডাকৃতি কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে আকাশে পাদবিক্ষেপসমুদ্যত নারায়ণের ন্যায়, সেই পর্ব্বতাকার-দর্শন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, তিনি সবিশেষ সাবধান হইলেন। সুবিপুল বানরবাহিনী কাঞ্চনময় অঙ্গদমণ্ডিত সজলজলদসঙ্কাশ কুম্ভকর্ণকে নয়নগোচর করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। এবং কুম্ভকর্ণও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই উভয় ঘটনা দর্শনে সবিস্ময়ে রাম বিভীষণকে কহিলেন, লঙ্কামধ্যে পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি, কিরীটভূষিত, কপিললোচন কোন্ বীর ঐ সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে। পৃথিবীর কেতুস্বরূপ প্রতীয়মান একমাত্র এই মহাবীরকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। অতীবমহাকায় এই ব্যক্তি রাক্ষস কি অসুর নির্দ্দেশ কর। আমি পূর্ব্বে কখনো এবংবিধ প্রাণী দর্শন করি নাই।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজপুত্র রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, স্বয়ং যম ও ইন্দ্র যৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশ্বশ্রবার পুত্র সেই এই প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। হে রঘুনন্দন! এই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র দেবতা, দানব, যক্ষ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগদিগকে পরাভব করিয়াছে। দেবগণ এই শূলপাণি বিরূপাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণকে মূর্ত্তিমান্ কাল বোধে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অন্যান্য রাক্ষসেন্দ্রগণ পিতামহের বর পাইয়া বলশালী হইয়াছে; কিন্তু এই নিশাচর আপনা আপনিই তেজস্বী ও মহাবল। এই মহাত্মা জাতমাত্রে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অনেক সহস্র প্রজা ভক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ প্রজাভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, হতাবশিষ্ট প্রজাগণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া,

ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক এই ব্যাপার নিবেদন করিল। মহেন্দ্র কুপিত হইয়া, সুশাণিত বজ্র দ্বারা ইহাকে আঘাত করিলেন। এই মহাত্মা রাক্ষস বজ্রাঘাতনিবন্ধন বিচলিত ও জাতক্রোধ হইয়া ঘোরগভীর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শ্রবণে প্রজা সকল পুনরায় নিরতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল। তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়া, ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা মহেন্দ্রের হৃদয় আহত করিল। দেবরাজ সেই প্রহারে অভিভূত ও নিরতিশয় জ্বালাপ্রাপ্ত হইলে, দেব, দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দেবরাজ সমস্ত প্রজালোকের সহিত পিতামহের সমীপে গমন করিলেন। এবং সকলে সমবেত হইয়া, কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্য তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, কুম্ভকর্ণ প্রজাদিগকে ভক্ষণ, দেবতাদিগকে তিরস্করণ, আশ্রম সকল সংহরণ ও পরস্ত্রী হরণ করিতেছে। এইরূপে এই রাক্ষস নিত্যই প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিলে, সমুদায় লোক অল্পকাল মধ্যেই শূন্য হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া, কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন করিয়াই তাঁহার ত্রাস উপস্থিত হইল। তখন তিনি নিরতিশয় সম্ভ্রমসহকারে তাহাকে কহিলেন, পৌলস্ত্য নিশ্চয়ই লোকবিনাশের জন্য তোমাকে সমুদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব আজি হইতে তুমি মৃতের ন্যায়, শয়ন করিয়া থাকিবে। কুম্ভকর্ণ পিতামহের এই শাপে অভিভূত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে দশানন নিরতিসম্ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! বহুযত্নে বর্দ্ধিত কাঞ্চনতরু ফল কালে ছেদন করিলেন; স্বীয় নপ্তাকে এরূপ শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। দেখুন, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হয় না। সুতরাং কুম্ভকর্ণ নিশ্চয়ই শয়ন করিয়া থাকিবে। এক্ষণে ইহার শয়ন ও জাগরণের কোনরূপ সময় নির্দ্ধারিত করুন। পিতামহ রাবণের কথা শুনিয়া কহি-

লেন, এই ব্যক্তি ছয় মাস নিদ্রা যাইবে এবং এক দিন জাগিবে। ঐ এক দিনেই এই বীর বুভুক্ষিত হইয়া, ব্যাদিত-বদনে পৃথিবীতে বিচরণ করত প্রবল প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, লোক সকল ভক্ষণ করিবে। রাজা রাবণ সংপ্রতি আপনার পরাক্রমে ভীত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, অকালে ইহাকে জাগরিত করিয়াছেন। ঐ সেই ভীমবিক্রম বীর কুম্ভকর্ণ শিবির হইতে বিনির্গত ও অতিমাত্র জাতক্রোধ হইয়া, বানরদিগকে ভক্ষণ করত সবেগে ধাবমান হইতেছে। ইহাকে দেখিয়াই বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে; কিরূপে নিবারণ করিবে? অধুনা, বানরদিগকে এই কথা বলা হউক, যে, রাবণ বিভীষিকাপ্রদর্শন জন্য যন্ত্রবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতএব, এ কোন প্রাণী নহে। এইরূপ অবগত হইলে, বানরেরা নির্ভয় হইতে পারিবে।

বিভীষণ বানরগণের সুখসম্পাদনকামনায় এই প্রকার যুক্তিযুক্ত উপদেশ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি নীলকে কহিলেন, অগ্নিকুমার! তুমি সত্বর গমন পূর্ব্বক সৈন্য সকল ব্যূহিত এবং লঙ্কার দ্বার ও সংক্রম সকল রোধ করিয়া, অবস্থিতি কর। ফলতঃ, তোমরা সকল বানর সমবেত হইয়া, শৈলশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলাসমূহ সংগ্রহ করত আয়ুধ উদ্যত করিয়া, সন্নিবিষ্ট হও।

কপিকুঞ্জর সেনাপতি নীল রামের আদেশ পাইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। তখন গবাক্ষ, শরভ, হনুমান, অঙ্গদ, ইহারা শৈলশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করিয়া, লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল। অন্যান্য বিজয়গর্ব্বিত বানরগণ রামের আজ্ঞা পাইয়া, পাদপপ্রহারপুরঃসর বিপক্ষবাহিনী সংহার করিতে লাগিল। তৎকালে অভ্যুগ্র বানরসৈন্য বৃক্ষ ও পর্ব্বতহস্তে যুদ্ধোদ্যত হইয়া, ভূধরের সমীপস্থ প্রচণ্ড মহামেঘমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

—•:•—

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

পরমদুর্জ্জয় বিপুলবিক্রম রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ নিদ্রামদে সমাকুল ও সহস্র সহস্র নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, পরমশোভা-সম্পন্ন রাজপথে গমন করিতে লাগিলে, পার্শ্ববর্ত্তী ভবনসমূহ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সে রাক্ষসরাজ রাবণের ভানুভাস্বরদর্শন, হেমজালমণ্ডিত, পরম-মনোহর, সুবিশাল নিবেশন সন্দর্শন করিল। এবং সূর্য্য যেমন মেঘমালা মধ্যে প্রবেশ করেন, সেইরূপ ঐ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্র যেমন আসনস্থ স্বয়ংভূকে, তেমনি দূর হইতে অগ্রজ রাবণকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। রাক্ষসদিগের সহিত ভ্রাতৃভবনগমনসময়ে কুম্ভকর্ণের পাদবিন্যাসে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিলেন। সে ভ্রাতৃগৃহে গমন ও কক্ষামধ্যে প্রবেশ করিয়া অবলোকন করিল, অগ্রজ রাবণ উদ্বিগ্নচিত্তে পুষ্পকবিমানে আসীন রহিয়াছেন।

দশগ্রীব তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, সহর্ষে সন্নিকর্ষে আনয়ন করিলেন। তখন মহারথ কুম্ভকর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ভ্রাতা রাবণের চরণবন্দনান্তে, কি করিতে হইবে, বলিলে, দশানন পুনরায় সহর্ষে সমুত্থিত হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও যথাবিধানে অভিনন্দন করিলেন। তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ উৎকৃষ্ট দিব্য আসনে উপবেশন করিয়া রোষকলুষিত নয়নে রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি যত্ন পূর্ব্বক কিজন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? বলুন, কোন্ ব্যক্তি হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে; এবং কোন্ ব্যক্তি পরলোকে গমন করিবে?

দশানন এই কথায় ক্রোধভরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, জাতরোষ কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, মহাবল! তুমি অনেককাল নিদ্রায় যাপন করিয়াছ। এবং দীর্ঘকাল সুখে ঘুমাইয়াছিলে, এই জন্য

জানিতে পার নাই, রাম হইতে আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। দশরথনন্দন শ্রীমান্ বলশালী রাম সুগ্রীবের সহিত সাগর লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের বংশনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায়, চাহিয়া দেখ, লঙ্কার বন, উপবন সকলই নষ্টপ্রায় হইয়াছে। এবং বানরগণ সেতুপথে অনায়াসে আগমন করিয়া, সমুদায় একার্ণব করিয়াছে। প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই যুদ্ধে বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি কোনরূপেই বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাই না। হে মহাবল! এই উপস্থিত ভয়ে আমাদের পরিত্রাণ কর। এই জন্যই অদ্য তোমাকে জাগাইয়াছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় পাইয়াছে। এবং লঙ্কারও বালবৃদ্ধমাত্র অবশেষ হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ও সমুদায় লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর। আর্য্য মহাবাহো! ভ্রাতার জন্য তোমাকে এই সুদুষ্কর কার্য্য করিতে হইবে। পরন্তপ! আমি পূর্ব্বে কখনো কোন ভ্রাতাকেই এইরূপ কহি নাই। তোমাতে আমার স্নেহ ও সবিশেষ কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা আছে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি অনেক বার দেবাসুরযুদ্ধে প্রতিব্যূহবিধানপূর্ব্বক দেবতা ও দানবদিগকে জয় করিয়াছ হে ভীমপরাক্রম! অধুনা, তুমি বিক্রমপ্রদর্শন পুরঃসর এই সকল অনুষ্ঠান কর। তোমার সমান বলবান্ প্রাণিগণমধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রণপ্রিয়! হে বান্ধববৎসল! প্রবল পবন প্রবাহিত হইয়া যেরূপ শরতের মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি বিপক্ষবাহিনী স্বতেজে ব্যথিত করিয়া, নিজনীতি অনুসারে আমার এই উৎকৃষ্ট প্রিয় হিত বিধান কর।

— —

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণের এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া, কুম্ভকর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্বে মন্ত্রনিশ্চয়

সময়ে যে দোষ দর্শন করিয়াছিলাম, আপনি হিতভাষী ব্যক্তিগণের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া, সেই দোষে পতিত হইয়াছেন। দুষ্কৃতকারীর নরকপতন যেমন আশু সংঘটিত হয়, আপনিও তেমনি শীঘ্র পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! প্রথমে আপনি এই উপস্থিত সর্ব্বনাশের বিষয় চিন্তা করেন নাই। এবং কেবল বীর্য্যদর্পবশতই পৌর্ব্বাপৌর্য্য বিচারও পরিহার করিয়াছেন। যে ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ পূর্ব্বকার কার্য্য পশ্চাৎ এবং পশ্চাতের কার্য্য পূর্ব্বে করে, তাহার নয়ানয়জ্ঞান নাই। অসংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি দান করিলে, যেমন অনিষ্টাপত্তি হয়, সমুচিতদেশকালরহিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলে তেমনি বিপরীতবৎ দুঃখ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্ত্রিগণের সহিত বিপৎপ্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি ইত্যাদি পাঁচ প্রকারে প্রয়োগসাধন বিচার করিয়া, ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সম্যক্‌রূপ নীতিমার্গের অনুসারী। যে রাজা নীতিশাস্ত্র অতিক্রম না করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত ক্ষয়াদি-কালসমুচিত সামাদি-কর্ম্মবিচারে অভিলাষী হয়েন এবং বুদ্ধি পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের পরীক্ষা করেন, তাঁহারই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! পুরুষ যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্, কিংবা এক বারে এই সমুদায় অথবা দুইটী দুইটী করিয়া, ভজনা করিবে। এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যে রাজা বা রাজপুত্র ইহা শুনিয়াও বুঝিতে না পারেন, তাঁহার ভূয়োজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া থাকে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, মন্ত্রিগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক যথাকালে সাম, দান, ভেদ, বিক্রম, উল্লিখিত পঞ্চবিধ প্রয়োগসাধন, সুপ্রসিদ্ধ নয়ানয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই সকলের সেবা করে, তাহার কখনো ব্যসন উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী মন্ত্রিগণের সহিত শুভ ভাবিফল আলোচনা করিয়া, আত্মকার্য্যের অনুষ্ঠান

করিলে, প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রার্থ অবগত না হইয়া, প্রকৃত মন্ত্রণা পরিহার পূর্ব্বক কেবল প্রাগল্‌ভপ্রযুক্ত বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত এবং হঠাৎ বিপুল শ্রীলাভে সমুৎসুক হয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের অনভিজ্ঞ ও অশাস্ত্রবিৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণের অভিহিত বাক্যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ধৃষ্টতাবশতঃ অহিতকে হিতরূপে প্রখ্যাপন করে, তাহারা কার্য্যদূষক। তাহাদিগকে অবশ্যই মন্ত্রণাসময়ে দূরীকৃত করিবে। কোন কোন মন্ত্রী বিশেষরূপবুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট শত্রুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, স্বীয় প্রভুর সর্ব্বনাশ এবং কেহ বা বিপরীত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে। প্রভু মন্ত্রনিশ্চয়সময়ে ব্যবহার দ্বারা সেই সকল শত্রুবশীভূত মিত্ররূপী অমিত্র মন্ত্রিদিগকে জানিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি চঞ্চল অর্থাৎ আপাতসুখজনক বাক্যেই সন্তুষ্ট, সুতরাং কোনরূপ বিচার না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পক্ষিগণ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের, শত্রুগণ তেমনি সত্বর তাহার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া, আপনাকে রক্ষা না করে, সে অনর্থপরম্পরায় আক্রান্ত ও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। মন্দোদরী ও বিভীষণ উভয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদেরও হিত বাক্য। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

দশানন কুম্ভকর্ণের এইবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, সভ্রূভঙ্গে কহিলেন, আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যের ন্যায়, মান্য। তুমি কি আমায় অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্‌শ্রম করিয়া, ফল কি? যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর। নিতান্ত ভ্রম, চিত্তমোহ অথবা বলবীর্য্যের আশ্রয়প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বে তোমাদের যে হিত বাক্য গ্রাহ্য করি নাই, এক্ষণে পুনরায় সে বিষয়ের উল্লেখ করায় কোন ফলই হইবে না। উপস্থিত সময়ের যাহা কর্ত্তব্য, অধুনা তাহারই চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা ত গিয়াছেই। কোন ব্যক্তি গত বিষয়ের অনুশোচনা করে না। যদি আমার প্রতি স্নেহ ও

তোমার নিজের বিক্রম থাকে এবং যদি আমার এই কার্য্য বিশিষ্টরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য বলিয়া, তোমার হৃৎপ্রতীতি হয়,তাহা হইলে, বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার দুর্নীতিজনিত দুঃখ দূর কর। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যপরিভ্রষ্ট দীনের প্রতি অনুগ্রহ করে, সেই সুহৃৎ এবং যে ব্যক্তি নীতিমার্গবহির্ভূত লোকদিগের সাহায্যার্থ কৃতচিত্ত হয়, সেই বন্ধু। রাবণ এই প্রকার ঘোর দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, কুম্ভকর্ণ, তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া কহিল, অয়ি রাক্ষসরাজেন্দ্র! আপনার আর সন্তপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। রোষ ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হউন। হে পার্থিব! আমি জীবিত থাকিতে, আপনার এরূপ দৈন্য মনে করা উচিত হয় না। যাহার জন্য আপনার পরিতাপ, সেই রামকে আমি নিধন করিব। তবে সকল অবস্থাতেই আপনাকে আমার হিত কথা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজন্! আমি বন্ধুতা ও ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্তই ঐরূপ কথা বলিয়াছি। ঈদৃশ সময়ে স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুষ্ঠান করা শোভা পায়, দেখুন, আমি যুদ্ধে শত্রুদিগের তদনুরূপ নিপীড়নকরিতেছি। মহাবাহু! অদ্য আপনি দেখুন, আমি রণশিরে রামকে ভ্রাতার সহিত নিধন করিলে, বানরসৈন্য দশদিকে পলায়ন করিতেছে। অদ্য আমি যুদ্ধে রামের মস্তক আনয়ন করিয়াছি, দেখিয়া, আপনি সুখী ও সীতা দুঃখিত হইবে। যাহাদের বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছে, সেই এই লঙ্কাবাসী সমস্ত রাক্ষস অদ্য রামের পরম অভীষ্ট বিনাশ অবলোকন করুক। আত্মীয়গণের বিনাশ বশতঃ যাহারা শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, অদ্য যুদ্ধে শত্রুবিনাশ দ্বারা সেই সকল রাক্ষসের নয়নজল মুছাইয়া দিব। অদ্য, পর্ব্বতসঙ্কাশ সুগ্রীব শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া, সূর্য্যসন্নিভ মেঘের ন্যায়, বিকীর্ণ হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। হে অনঘ! আমি এবং এই সকল রাক্ষস, আমরা সকলেই রামকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া, আপনাকে বারংবার সান্ত্বনা করিতেছি, তথাপি

আপনি কি জন্য ব্যথিত হইতেছেন? আরও দেখুন, রাম অগ্রে আমাকে বধ করিয়া, পরে আপনাকে সংহার করিবেন। হে রাক্ষসনাথ! আমি নিজের জন্য সন্তাপ করি না। অতএব হে পরন্তপ! আপনি ইচ্ছামত আমাকে আদেশ করুন। হে অতুলবিক্রম! যুদ্ধের জন্য আপনাকে আর কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আমিই আপনার মহাবল শত্রুদিগকে উৎসাদিত করিব। শক্র, যম, অগ্নি, মরুৎ, কুবের, বা বরুণও যদি আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার দেহ পর্ব্বত তুল্য ও দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ। এই অবস্থায় আমি সুশাণিত শূল হস্তে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরন্দরেরও নিরতি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা, আমি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিক্রমবলে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার প্রাণের আশা আছে, তাদৃশ ব্যক্তি কখনো আমার প্রতিমুখে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, শক্তি দ্বারা নহে, খড়্গ দ্বারা নহে, অথবা সুশাণিত সায়ক সকলের দ্বারাও নহে, একমাত্র হস্তদ্বয়ের সাহায্যেই ইন্দ্রসহিত রামকে বধ করিব। তদা রাম যদি আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার শরসমূহ মদীয় রুধির পান করিবে। রাজন্! আমি থাকিতে, আপনি কিজন্য চিন্তাবশে পরিতপ্ত হইতেছেন? আমি আপনার শত্রুবিনাশার্থ যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আপনি রামের ভয় পরিহার করুন। তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিব। অধিক কি, মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, লঙ্কাদাহকারী রাক্ষসবিনাশী হনুমান্ এবং যুদ্ধে সমুপস্থিত অন্যান্য বানরগণ সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব। আপনার অসামান্য বিপুল যশ বিধান করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। রাজন্! যদি ইন্দ্র বা পিতামহ হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দিবাকর যেমন নৈশ অন্ধকার নিরাস করেন, আমিও তেমনি সেই ভয় নিরাকৃত করিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণও মহীতলে শয়ন করিবেন। আমি যমকেও

বিনাশ, অগ্নিকেও ভক্ষণ, নক্ষত্র সহিত সূর্য্যকেও নিপাতন, ইন্দ্রকেও সংহার, সাগরকেও পান, পর্ব্বত সকলকেও চূর্ণ, এবং পৃথিবীকেও বিদারণ করিব। কুম্ভকর্ণ দীর্ঘকাল ঘুমাইয়াছিল। অদ্য সে সকলকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহার বিক্রম অবলোকন করুক। সমস্ত স্বর্গলোকও আমার পর্য্যাপ্ত আহার হয় না। যাহা হউক, আমি দাশরথিকে সংহার করিয়া, উত্তর কালে আপনার অধিকসুখজনক সুখ সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিতেছি। লক্ষ্মণসহিত রামকে বধ করিয়া, সমুদায় প্রধান প্রধান যূথপতি বানরকেই ভক্ষণ করিব। রাজন্! আপনি অদ্য বারুণী পান, যথাসুখে বিহার, কার্য্য সকল সম্পাদন ও সকল দুঃখ পরিবর্জ্জন করুন। রাম আমার হস্তে যমভবন দর্শন করিলে, সীতাও চিরকালের জন্য আপনার বশীভূতা হইবে।

—:০:—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী প্রকাণ্ডাকৃতি মহাবল কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া, মহোদর উত্তর করিল, কুম্ভকর্ণ! তুমি মহদ্বংশে জন্মিয়াছ, বটে, কিন্তু তুমি অতিশয় অহঙ্কৃত, দুষ্ট ও প্রাকৃতদর্শী এবং সর্ব্বত্র কার্য্য পরিজ্ঞানে অসমর্থ। রাজা রাবণ বিশিষ্টরূপেই নয়ানয় বিদিত আছেন। তুমি কেবল বালকতাপ্রযুক্ত ধৃষ্টতা করিয়া, এই প্রকার বলিতে উদ্যত হইয়াছ। কি রূপে অবস্থান ও আত্মপক্ষের বৃদ্ধি এবং পরপক্ষের ক্ষয় করিতে হয়, দেশকালবিভাগবিৎ রাজা রাবণ তাহা বুঝিয়া থাকেন। যাহার বুদ্ধি অতি সামান্য এবং যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের সেবা করে নাই, সে শুদ্ধ বলপূর্ব্বক যাহা করিতে না পারে, কোন্ রাজা তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন? তুমি যে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় উল্লেখ করিলে, প্রকৃতরূপে তাহাদের পরিজ্ঞান করিতে তোমার সামর্থ্য নাই। কর্ম্মই সমস্ত কারণের উৎপা-

হক। কি শুভ, কি অশুভ; কার্য্যমাত্রেরই ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অর্থে যেমন নিঃশ্রেয়স ফল লাভ হয়, সেইরূপ স্বর্গ ও অভ্যুদয় ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিত্যধর্ম্মের লোপ হইলে, অধর্ম্ম ও অনর্থ সংঘটিত হয়। এবং অধর্ম্ম ও অনর্থের সংঘটনায় প্রত্যবায় জন্য ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহলোকে দরিদ্র ও পরলোকে নরকযাতনাদি ভোগ করিতে হয়। পুরুষার্থসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, সাক্ষাৎ শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। রাজা রাবণ আমাদের মত লইয়াই এ বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছেন। আর, বলবান্ ব্যক্তি যদি শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপনীত হইবার সম্ভাবনা? তুমি, একাকীই অভিযান করিবে বলিয়া যে হেতু প্রদর্শন করিলে, তদ্বিষয়ে তোমার যে অযৌক্তিকতা ও অসাধুতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিব। যে রাম পূর্ব্বে জনস্থানে নিরতি বলবান্ বহুসংখ্য রাক্ষস সংহার করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি কিরূপে একাকী জয় করিবে? যে সকল রাক্ষস তৎকর্ত্তৃক জনস্থানে পরাজিত হইয়া, লঙ্কাপুরে পলাইয়া আসিয়াছে, আজিও তাহাদের ভয় দূর হয় নাই, দেখিতে পাইতেছ না? দশরথনন্দন রামকে সংক্রুদ্ধ সিংহ ও সুপ্ত সর্পের ন্যায়, জানিয়াও, জাগাইতে সমুৎসুক হইয়াছ? রাম মৃত্যুর ন্যায় নিত্য তেজে প্রজ্বলিত ও ক্রোধে দুরাক্রম্য এবং অসহ্য। কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে? এই রূপে যখন শত্রুর সম্মুখাবস্থানে সমস্ত বল সংশয়িত হইয়া থাকে, তখন একাকী গমন করা আমার একান্ত অনভিমত। কোন্ ব্যক্তি অসহায় হইয়া, স্বীয় প্রাণ তৃণীকৃত করিয়া, সহায়শালী শত্রুকে প্রাকৃতবৎ বশ করিতে অভিলাষী হয়? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকে যাহার সমকক্ষ নাই, ইন্দ্র ও বিবস্বানের তুল্যকক্ষ সেই রামের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপে উৎসুক হইতেছ?

মহোদর রাক্ষসসভামধ্যে ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে এই প্রকার কহিয়া, পরে লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, আপনি জানকীকে লাভ করিয়াও, কিজন্য তাহাকে ভোগ করিতে বিলম্ব করিতেছেন? আপনি ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে, সীতা এতদিন আপনার বশীভূতা হইত। সীতা যাহাতে আপনার অনুকূলবর্ত্তিনী হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় আমার বিদিত আছে। রাক্ষসরাজ! ঐ উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধি সহায়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক রুচি অনুসারে উহার অনুসারী হউন। আমি, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ ও বিতর্দ্দন, আমরা এই পাঁচজন রামের বধনিমিত্ত নির্গমন করিতেছি, এই প্রকার ঘোষণা করিয়া দিন। অনন্তর আমরা গমন করিয়া, রামের সহিত যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব। এবং তাহাকে জয়ও করিব। রাম পরাজিত হইলে, সীতা আপনা হইতেই বশীভূতা হইবে। তখন আর অন্য উপায়ের আবশ্যক হইবে না। পক্ষান্তরে, যদি রাম যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ না করেন, এবং আমরাও বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে, মনে মনে যাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি, অবশেষে তাহাই অবলম্বন করিব। অর্থাৎ তাহা হইলে, রামনামাঙ্কিত শরপরম্পরায় ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবরে যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এই বলিয়া আপনার চরণ বন্দনা করিব, যে, আমরা রাম লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি, আপনি আমাদিগের সংবর্দ্ধনা করুন। হে পার্থিব! তখন আপনি, রাম লক্ষ্মণ সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছে, এই কথা পুরমধ্যে সর্ব্বত্র গজস্কন্ধে ঘোষণা করিয়া, প্রীতচিত্তে ভৃত্যদিগকে বিবিধ কাম, ভোগ ও দাসদাসী প্রভৃতি প্রদান করিবেন। এবং যোধদিগকে নানাবিধ মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অনুলেপন ও পেয় প্রভৃতি বহু পরিমাণে বিতরণ করিয়া, নিজেও সন্তুষ্টচিত্তে পান করিবেন। অনন্তর, রাক্ষসেরা রামকে সবান্ধবে ভক্ষণ করিয়াছে, এই সংবাদ বহুলীভূত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, সীতার

কর্ণগোচর হইলে, আপনি অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক জানকীকে নির্জ্জনে আশ্বাসিত ও সান্ত্বনা করিয়া, অভিমত ধন, ধান্য ও রত্নরাশি প্রদান দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। রাজন্! এই প্রকার বঞ্চনায় সীতার নিরতিশয় শোকানুবন্ধ সংঘটিত হইবে। তাহা হইলে, সে ইচ্ছা না থাকিলেও, অনাথা হইয়া, অগত্যা আপনাকে ভজনা করিবে। ফলতঃ, মনোমত স্বামী বিনষ্ট হইয়াছে, জানিতে পারিলে, সীতা নিরাশ হইয়া, স্ত্রীস্বভাবসুলভ লঘুতা ক্রমে আপনার বশীভূতা হইবে। সে যেমন সুখভোগের যোগ্য পাত্রী, তেমনি পূর্ব্বেও অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে দুঃখকর্ষিতা হইয়া, আপনার অধীনে থাকিলে, সুখসম্ভাবনা, জানিয়া, নিঃসন্দেহই আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবে। আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি। রামের সহিত দেখা হইলেই, অনর্থ ঘটিবে। অতএব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইবেন না। আপনি যুদ্ধ না করিয়া, পুরমধ্যে অবস্থিতি করিলে, নিরতিসুখ লাভ করিবেন। যে রাজা বিনাযুদ্ধে শত্রুজয় করেন, তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট ও সংশয়দশা উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, তাঁহার সুখ, যশ, মহত্ত্ব, শ্রী ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

—০✱০—

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণ এই প্রকার অভিহিত হইয়া, মহোদরকে অনুযোগ করিয়া, রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণকে কহিল, আমি অদ্য দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া, আপনার ঘোর ভয় নিবারণ করিব। আপনি বৈরশূন্য ও সুখী হউন। শূরগণ, নির্জ্জল মেঘের ন্যায় রথ গর্জ্জন করেন না। অতএব, আমি যে গর্জ্জন করিয়াছি, যুদ্ধে কার্য্য দ্বারা তাহা সার্থক করিব। দেখুন, বীর্য্যশালী পুরুষগণ আপনা আপনি শ্লাঘা করা সহ্য করিতে পারেন না এবং

বিনা আড়ম্বরেই দুষ্কর কার্য্য সাধন করেন। মহোদর! বুদ্ধি-হীন, সামর্থ্যহীন, পণ্ডিতাভিমানী রাজারাই তোমার ন্যায় লোকের কথা সর্ব্বদা শুনিয়া থাকেন। অধিক কি, তোমার ন্যায়, প্রিয়বাদী কাপুরুষগণ যুদ্ধে রাজার অনুগমন করিলে, সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। দেখ, লঙ্কার রাজা মাত্র শেষ হইয়াছেন, কোশ ক্ষয় পাইয়াছে এবং সমুদায় বল বিনষ্ট হইয়াছে। এই রূপে এই রাজাকে পাইয়া তোমরা মিত্রতা ছলে অমিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এই আমি যুদ্ধে উদ্যত হইয়া, শত্রুর জয় এবং তোমাদের দুর্নীতির সমীকরণ জন্য অভিনির্যাণ করিতেছি।

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাক্ষস-রাজ রাবণ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, মহোদর রামের ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। হে যুদ্ধবিশারদ! সেই জন্য যুদ্ধে ইহার মত হইতেছে না। তাত কুম্ভকর্ণ! কি সৌহার্দ্দ, কি বল, কোন বিষয়ে কেহই আমার তোমার সমান নহে। অধুনা, তুমি শত্রুর সংহার ও বিজয় জন্য গমন কর। তুমি ঘুমাইয়াছিলে, আমি কেবল বৈরিবিনাশজন্য তোমাকে জাগাইয়াছি। হে অরিন্দম! রাক্ষসগণের এই যুদ্ধ করিবার সুপ্রশস্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি শূল গ্রহণ করিয়া, পাশহস্ত অন্তকের ন্যায়, গমন পূর্ব্বক আদিত্যের ন্যায়, তেজস্বী দুই ভাইকে বানরগণের সহিত ভক্ষণ কর। বানরগণ তোমার আকৃতি দেখিয়াই পলায়ন করিবে এবং রাম লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মহাতেজা রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে এইপ্রকার কহিয়া, আপনাকে যেন পুনর্জ্জাত বোধ করিলেন। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও পরাক্রম বিশেষ বিদিত ছিলেন। এই জন্য চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও মুদিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

রাজা রাবণ ঐ প্রকার কহিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ সংহৃষ্ট হইয়া, নির্গত হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ

করিতে লাগিল। সেই শত্রুনিহর্রণ নিশাচর বেগভরে নিশিত শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল, সর্ব্বাবয়বে কালায়সনির্ম্মিত, সাতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন, তপ্তকাঞ্চনে ভূষিত, ইন্দ্রের অশনির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, বজ্রতুল্য গৌরবসমন্বিত, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও পন্নগগণের বিনাশন, বহুমূল্য রত্নে সমলঙ্কৃত এবং স্বয়ং উহাতে অগ্নি, সমুদ্গত হইতেছে। পরমতেজস্বী রাবণানুজ শত্রুর শোণিতে রঞ্জিত সেই সুবিশাল শূল গ্রহণ করিয়া, দশাননকে কহিতে লাগিল, আমি একাকী গমন করিব, সৈন্য সকল এখানে থাক্, আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, অদ্য ক্রোধ ভরে বানরদিগকে ভক্ষণ করিব।

দশগ্রীব তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন, শূল ও মুদ্গরপাণি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন কর। কেননা, বানরেরা মহাত্মা, শূর ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। তুমি একাকী প্রমত্ত হইয়া গমন করিলে, তাহাদের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে পরম দুর্দ্ধর্ষ! সৈন্য সহিত গমন কর। এবং রাক্ষসগণের অহিতকারী সমুদায় শত্রুপক্ষ ক্ষয় কর। অনন্তর পরমতেজস্বী রাবণ আসন হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যভাগে মণিখচিত কাঞ্চনময়ী মালা, অঙ্গদ, অঙ্গুলিবেষ্ট, শশিসন্নিভ হার, দিব্য সুগন্ধি মাল্য দাম, উৎকৃষ্ট আভরণ সমস্ত এবং কুণ্ডলযুগল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, কুম্ভকর্ণের যথাস্থানে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর, নিষ্ক ও অন্যান্য আভরণে ভূষিত হওয়াতে, বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ, সুহুত অগ্নির ন্যায়, বিরাজমান হইল, পরমশোভমান সুবিশাল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্র ধারণ করাতে, অমৃতমন্থনসময়ে বাসুকিবদ্ধ মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল; এবং আত্মপ্রভায় সমুজ্জ্বলিত, সৌদামিনীসমপ্রভ, কাঞ্চননির্ম্মিত, ভারসহ, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, সন্ধ্যাভ্রসংবীত অদ্রিরাজের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। এই রূপে মহাবল কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রকার আভরণ ও হস্তে শূল ধারণ করিয়া, পাদত্রয়বিন্যাসে

কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, ভ্রাতাকে অবনত মস্তকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাবণ সুপ্রশস্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষ, সৈন্য, উৎকৃষ্ট আয়ুধ, গজ, অম্বুদনিস্বন রথ ইত্যাদি সমভিব্যাহারে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা রাক্ষসবীরগণ রথ, সর্প, উষ্ট্র, খর, সিংহ, দ্বিপ, মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে আরোহণ করিয়া, রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল ভয়ংকরপ্রকৃতি কুম্ভকর্ণের অনুগমন করিল। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল এবং তাহার মস্তকে আতপত্র ধ্রিয়মাণ হইল। দানবদেবশত্রু প্রচণ্ডপ্রকৃতি ঐ নিশাচর শিত শূল হস্তে করিয়া, শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়া, এই রূপে বিনির্গত হইল। ভীমাক্ষ, ভীমদর্শন শস্ত্রপাণি, মহাবল, মহানাদ, লোহিতলোচন, বহুব্যামদীর্ঘ, নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ বহুসংখ্য পদাতি নিশাচর সুশাণিত শূল, খড়্গ, পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, সুবিপুল তালস্কন্ধ এবং দুরাসদ ক্ষেপণীয় সকল গ্রহণ করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল মহাতেজা কুম্ভকর্ণ অন্যতর ঘোরদর্শন দারুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, নিষ্পতিত হইল। ঐ মূর্ত্তির বিশালতা শত ধনু, উচ্চতা ছয় শত ধনু, পরিমাণ মহাপর্ব্বতের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় শকট চক্র সদৃশ। এই রূপে মহাবক্ত্র মহাকায় কুম্ভকর্ণ,দগ্ধ শৈলের ন্যায়, সন্নিপতিত হইয়া, সহাস্য আস্যে রাক্ষসদিগকে কহিল, পাবক যেরূপ পতঙ্গদিগকে, আমি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রধান প্রধান বানরদিগের যূথ সমস্ত বিভাগক্রমে অদ্য দগ্ধ করিব। বনচারী বানরগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদের নিকট অপরাধী হয় না। বিশেষতঃ তাহারা অস্মদ্বিধ ব্যক্তিগণের পুরোদ্যানের অলঙ্কার স্বরূপ। রামই লক্ষ্মণের সহিত নগররোধের মূল। তাহাকেই যুদ্ধে বধ করিব। সে ব্যক্তি হত হইলে, আর সকলেই বিনষ্ট হইবে।

সে এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, মহাযোধ রাক্ষসগণ সাগর-কেও কম্পিত করিয়া যেন শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎক্ষণাৎ ধীমান্ কুম্ভকর্ণ পুরীর বাহির হইলে, ঘোররূপ নিমিত্ত সকল চতুর্দিকেই প্রাদুর্ভূত হইল। গর্দ্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ মেঘ সকল উল্কা ও অশনির সহিত আকাশ আবরণ করিল। সাগর ও অরণ্য সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোররূপ শিবা সকল অঙ্গারপিণ্ডসমন্বিত বদন বিস্তার করিয়া, শব্দ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ বাম দিক্ দিয়া মণ্ডলগতিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। গমনসময়ে পথিমধ্যে কুম্ভকর্ণের শূলে গৃধ্র নিপতিত হইল। উহার বাম বাহু ও বাম নেত্র স্ফুরিত হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত উল্কা ভীমনিস্বনে উহার অগ্রে পতিত হইল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। এবং সুখসেব্য সমীরণ রুক্ষভাবাপন্ন হইল। এই সকল মহোৎপাত দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কালবলে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই জন্য সে সকল মনেও না করিয়া, নির্গত হইল।

অনন্তর পর্ব্বতাকৃতি ঐ নিশাচর প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া, মেঘসন্নিভ অদ্ভুত বানরসৈন্য সন্দর্শন করিল। বানরগণ সেই পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই, পবনপরিচালিত পয়োদপ্রচয়ের ন্যায়, দশ দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অরীব প্রচণ্ড বানরসৈন্যের তদবস্থা দর্শন করিয়া, জলদসন্নিভ ঐ নিশাচর সহর্ষে মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল। আকাশে মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, তাহার ঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া, বানরগণ অনেকেই, ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। তাহার শরীর প্রকাণ্ড এবং হস্তে বিপুল পরিঘ। সুতরাং যুগান্তে সংহারসাধন কালদণ্ড ধারণ করিয়া কালাগ্নি রুদ্রের ন্যায়, সে শত্রুগণের বিনাশার্থ বহির্গত হইলে, কপিগণ দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইল।

—

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

গিরিকূট সদৃশ মহাকায় মহাবল রাবণানুজ এইরূপে প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া,নগর হইতে সত্বর বিনির্গত হইল এবং সমুদ্র প্রতিধ্বনিত করিয়া, মহানাদে শব্দ করিতে লাগিল; সেই শব্দে যেন নির্ঘাতসমূহ সমুদ্ভাবিত ও পর্ব্বত সকল যেন বিধমিত হইয়া উঠিল। যম, বরুণ বা ইন্দ্রও তাহাকে বধ করিতে পারেন না। এবং তাহার নয়নযুগল অতীব ভীষণ। তাহাকে আসিতে দেখিয়া, বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল। তদ্দর্শনে বালিপুত্র অঙ্গদ মহাবল নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন,তোমরা অতি ইতর বানরের ন্যায়, আপনার বীর্য্য ও আভিজাত্য বিস্মৃত হইয়া, ভয়ে অভিভূত হইয়া, কোথা যাইতেছ? অতএব সর্ব্বথা বিনিবৃত্ত হও। বৃথা প্রাণ রক্ষা করিয়া, কি হইবে? এই নিশাচর মহতী বিভীষিকামাত্র, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। আমরা বিক্রমবলে এই বিভীষিকা নিরাকৃত করিব। অতএব সকলে নিবৃত্ত হও। এই বলিয়া তিনি অতিকষ্টে বানরদিগকে আশ্বাসদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে আনয়ন করিয়া, একত্রিত করিলেন। তাহারা সকলে বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া, রণাঙ্গনে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পরমক্রোধে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু রাশি রাশি শিলা, পুষ্পিতশেখর পাদপ ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিয়াও, তাহাকে কম্পিত করিতে পারিল না। তাহার গাত্রে লাগিবামাত্র সুবিশাল শিলা সকল ভগ্ন ও পাদপ সকল চূর্ণ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। তখন সেই নিশাচরও পরম ক্রুদ্ধ ও প্রযত্নবান্ হইয়া, সমুত্থিত অগ্নি অরণ্যের ন্যায়, মহাবল বানরবল মন্থন করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ অনেকেই নিরস্ত ও রুধিরাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইয়া শয়ন করিল। বোধ হইল, যেন তাম্রপুষ্প পাদপ

সকল ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। বানরগণ অগ্র পশ্চাৎ না চাহিয়াই, দ্রুতবেগে ধাবন ও অতিক্রম করিতে লাগিল। কেহ সাগরে পতিত ও কেহ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে বীর রাবণানুজ অবলীলাক্রমে বধ করিতে আরম্ভ করিলে, বানরবীরগণ যেপথে সাগর পার হইয়াছিল, সেই পথে স্থলভাগে পলায়নপর হইল। কেহ ভয়ে বিবর্ণবদন হইয়া, নিম্ন প্রদেশ আশ্রয় করিল। ঋক্ষগণ কেহ বৃক্ষে ও কেহ বা পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইল। বানরগণ কেহ যুদ্ধার্থ সমাগত ও কেহবা অস্থিরভাবাপন্ন হইল। এবং কেহ ভূমিতে নিপতিত ও কেহবা সুপ্ত ও মৃতপ্রায় হইল।

অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত হও, সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিব। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াও এমন স্থান দেখিতে পাই না, যেখানে তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। অতএব সকলে নিবৃত্ত হও। কি জন্য প্রাণ রক্ষা করিতেছ? হে অসঙ্গগতিপৌরুষ বানরগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিলে, স্ব স্ব স্ত্রীর নিকট উপহসিত হইবে। জীবতদেহে স্ত্রীর উপহাস, মৃত্যু অপেক্ষাও তোমাদের অধিক দুঃখ সমুৎপাদন করিবে। বিশেষতঃ, সকলেই সুবিখ্যাত মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব ভয়ে ভীত হইয়া, সামান্য বানরের ন্যায়, কোথায় পলায়ন করিতেছ? যাহারা বীর্য্যত্যাগ পূর্ব্বক ভীত হইয়া পলায়ন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অনার্য্য। তোমরা পূর্ব্বে লোকসমাজে স্ব স্ব উদগ্রতাপ্রতিপাদক ও স্বামীর হিতজনক যে আত্মশ্লাঘা করিতে, আজি তোমাদের তাহা কোথায় গেল? ভীরুদিগের উদ্দেশে এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধিক্কৃত হইয়া, জীবন ধারণ করে, তাহার সেই জীবনে ধিক্। অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া, সৎপুরুষসেবিত পথের পথিক হও। সক-

রই জীবন কিছুকালের জন্য। যদি নিহত হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করি, তাহা হইলে, কৃষোদিগণের দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিব। অথবা, যুদ্ধে শত্রুসংহার করিতে পারিলে, কীর্ত্তিলাভ করিব; কিম্বা নিহত হইলে, বীরলোকের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করিব। রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুম্ভকর্ণও জীবিত শরীরে গমন করিতে পারিবে না। প্রজ্বলিত পাবকে পতিত হইলে, পতঙ্গ কখনো পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আমরা সকলেই মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত। এবং অনেকে একত্র সমবেত হইয়াছি। অতএব একাকী রাক্ষস কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া, পলায়ন পূর্ব্বক যদি প্রাণ রক্ষা করি, তাহা হইলে, আমাদের কলঙ্ক রাখিতে স্থান হইবে না।

কনকাঙ্গদ শূর অঙ্গদ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, পলায়নপরায়ণ বানরগণ শূরগণের বিগর্হিত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আমাদের নিরতিশয় নির্যন্ত্রণ করিয়াছে। এস্থানে থাকার আর কাল নাই। বিশেষতঃ, জীবন আমাদের প্রিয়তর। সেই জন্য গমন করিতেছি। এই বলিয়া তাহারা ভীমাক্ষ ভীমপ্রকৃতি রাবণানুজকে আসিতে দেখিয়া, সকলেই দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ধীমান্ অঙ্গদ সান্ত্বনা সহকারে নাগপাশমুক্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ঐ সকল পলায়মান বানরবীরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারাও প্রহৃষ্টচিত্তে যুদ্ধানুজ্ঞা প্রতীক্ষা করত অবস্থিতি করিল। অনন্তর ঋষভ, সরভ, গৈন্দ, ধ্রুম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস ও বায়ুপুত্রপ্রমুখ বানরবীরগণ রণাভিমুখে ত্বরিততর প্রস্থান করিল।

—:•:—

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

তৎকালে অঙ্গদের কথা শুনিয়া, মহাকায় বানরগণ সকলেই স্থির বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, সংগ্রাম বাসনায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর বলীয়ান্ অঙ্গদ কর্ত্তৃক পর্য্যবস্থাপিত হইয়া, বীর্য্য ও বিক্রম প্রদর্শন সহকারে মরণে সংকল্প করত সহর্ষে সংগ্রামে গমন ও জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবং প্রকাণ্ড পাদপ ও সানুসকল গ্রহণ করিয়া, সত্বর কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ঐ বীর্য্যশালী নিশাচর নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা সমুদ্যত করিয়া, শত্রুদিগকে ধর্ষিত ও সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তাহাতে এককালে শত, [illegible], অষ্ট ও সহস্র বানর ভূমিতে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে কখনো বা এককালে ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশৎ ও ত্রিংশৎ বানরকে বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন গরুড় নিরতিক্রোধভরে পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতেছেন। অতিকষ্টে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে একত্র সংশ্লিষ্ট করিলে, বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বত হস্তে সংগ্রামশিরে অবস্থান করিল।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জলভারে বিলম্বিত জলধরের ন্যায়, গিরিশৃঙ্গধরসদৃশ কুম্ভকর্ণের সমীপে বেগে গমন এবং তাহার উদ্দেশে পর্ব্বত প্রয়োগ করিল। কিন্তু উহা ঐ নিশাচরকে না পাইয়া, তাহার সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। তাহাতে, অশ্ব, গজ ও রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দ্বিবিদ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া, আর এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, তাহার বেগে অভিহত হইয়া, নিশাচরগণের মহৎ আয়োধন হতাশ্ব, হতসারথি ও রুধিরে পরিপূর্ণ হইল। বানরেন্দ্রগণ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, ভীমনিস্বন রথী রাক্ষসগণ কালান্তকসদৃশ শরসমূহের আঘাতে তাহাদিগকে মস্তকহীন

করিল। মহাকায় বানরেরাও মহাদ্রুম উৎপাটিত করিয়া, রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

হনুমান আকাশ আশ্রয় করিয়া, কুম্ভকর্ণের মস্তকে বিবিধ শৈলশৃঙ্গ, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল নিশাচর শূলাগ্রসহায়ে ঐ সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ বিদারিত করিয়া, বৃক্ষরাশি ভগ্ন করিয়া দিল। অনন্তর সে নিশিত শূল গ্রহণ করিয়া, প্রচণ্ড বানরবাহিনীর উদ্দেশে ধাবমান হইলে, হনুমান প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ হস্তে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কোপ-ভরে মহাবেগে তাহাকে সেই ভীমকায় শৃঙ্গের আঘাত করি-লেন। তাহাতে অভিভূত হইয়া, নিশাচরের মেদার্দ্র গাত্র রক্তে অভিষিক্ত ও নিরতিক্ষোভ উপস্থিত হইল। তখন ঐ রাক্ষস, পর্ব্বত যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিশৃঙ্গ, সেইরূপ তড়িৎসবর্ণ শূল আবিষ্কার করিয়া, কার্ত্তিকেয় যেমন উগ্রশক্তি দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, তদ্রূপ হনুমানের বাহ্বন্তরে আঘাত করিল। সুবিশাল ভুজমধ্য শূলা-ঘাতে বিদীর্ণ হইলে, হনুমান নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে, রোষভরে সেই মহাযুদ্ধে যুগান্তকালীন মেঘ-স্তনিতশব্দবৎ ভয়ংকর শব্দ করিয়া উঠিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে ব্যথিত দেখিয়া, প্রহৃষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে লাগিল। বানরগণ ব্যথিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া, কুম্ভকর্ণ হইতে দূরে পলায়ন করিল।

অনন্তর বলবান্ নীল সৈন্যদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, রাবণা-নুজের উদ্দেশে শৈলশৃঙ্গ প্রক্ষেপ করিলেন। শৈলশৃঙ্গ বেগে আসিতেছে দেখিয়া, নিশাচর তৎক্ষণাৎ মুষ্টির আঘাত করিল। মুষ্টির আঘাতে অভিহত হইয়া, উহা ভগ্ন হইয়া গেল। এবং শিখা ও স্ফুলিঙ্গ সকল বিস্তার পূর্ব্বক মহীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, এই পাচ প্রধান বানর মহাকায় নিশাচরের সমীপস্থ হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতেই তাহাকে পর্ব্বত, পাদপ, পাদ, মুষ্টি ও তলপ্রহার করিতে লাগিল।

কিন্তু সে, ঐ সকলের প্রহার, মালাদিস্পর্শপ্রায় জ্ঞান করিয়া, ব্যথিত না হইয়া, মহাবেগ ঋষভকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিল। বানরর্ষভ ঋষভ রাক্ষসের ভুজনিপীড়িত হইয়া, মুখে রক্ত উঠিয়া, ভূমে পড়িয়া গেল। অনন্তর ইন্দ্রশত্রু রাবণানুজ মুষ্টি দ্বারা শরভকে, জানু দ্বারা নীলকে, এবং তল দ্বারা গবাক্ষকে আঘাত করিল। তাহারা সকলেই প্রহারব্যথায় আক্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে ছিন্নমূল কিংশুকসমূহের ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল।

এই রূপে ঐ সকল মহাত্মা বানরমুখ্য নিপাতিত হইলে, সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের সমীপে সবেগে সমাগত হইল। তখন শৈলসন্নিভ উল্লিখিত বানরশ্রেষ্ঠগণ শৈলসন্নিভ ঐ নিশাচরের উপরে সমারূঢ় ও সমুৎপতিত হইয়া, দংশন এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহুর আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণানুজ স্বভাবতই পর্ব্বতপ্রতিম। সহস্র সহস্র বানরে পরিব্যাপ্ত হইয়া, পাদপপ্রকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অনন্তর ঐ মহাবল নিশাচর বাহুযুগলের সহায়তায় সমুদায় বানরকে গ্রহণ করিয়া, গরুড় পন্নগের ন্যায়, মহাক্রোধে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া, আপনার পাতালসম গভীর বক্ত্রে নিক্ষেপ করিলে, বানরেরা তাহার দুই নাসারন্ধ্র ও কর্ণপথযোগে বহির্গত হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতপ্রতিম নিশাচর মহাক্রোধে অনেক বানরকে ভক্ষণ ও অনেকের অস্থিপঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এবং মাংসশোণিতে রণভূমি বিশেষরূপে ক্লিন্ন করিয়া, প্রবল প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায়, বানরসৈন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শূলহস্ত মহাবল নিশাচর, বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণমধ্যে শোভমান হইল। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দহন করে, রাবণানুজও তেমনি বানরসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান ও হতযুথ হইয়া, ভয়সংবিগ্ন হৃদয়ে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনেকে ব্যথিত ও ভিন্নচিত্ত হইয়া, রামের শরণাপন্ন হইল। অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া, বেগভরে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুবিশাল শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ ও বারংবার গর্জ্জন করিয়া, কুম্ভকর্ণের পদানুগ সমুদায় রাক্ষসকে ত্রাসিত করত, রাবণানুজের মস্তকে সেই শৈল-শেখর নিক্ষেপ করিলেন। সে শৃঙ্গাহত হইয়া, মহাক্রোধে প্রজ্বলিত ও সবেগে অমর্ষী বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং গভীর গর্জ্জনে সমুদায় বানরকে বিত্রাসিত করিয়া,রোষভরে অঙ্গদের উদ্দেশে শূল বিসর্জ্জন করিল। যুদ্ধমার্গবিশারদ বলবান্ বানরর্ষভ অঙ্গদ লাঘববশতঃ পতনসময়েই ঐ শূল পরিহার করিলেন। অনন্তর সবেগে উৎপতিত হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে তলপ্রহার করিলে, পর্ব্বতোপম সেই নিশাচর সেই আঘাতে অভিহত হইয়া, মোহাচ্ছন্ন হইল। পরে চেতনালাভ হইলে, মহাবলে মুষ্টিসংগ্রহ করিয়া, অপহাস সহকারে শূল নিক্ষেপ করিল। অঙ্গদ তাহার আঘাতে হতচেতন ও পতিত হইলেন।

প্লবগশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পতিত হইলে, রাবণানুজ সেই শূল গ্রহণ করিয়া, সবেগে সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বানররাজ সুগ্রীব উৎপতিত হইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎক্ষেপণ ও মহাবলে উদ্যত করিয়া, বেগভরে তাহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। নিশাচর তাহাকে আসিতে দেখিয়া, সর্ব্বাঙ্গ বিবৃত করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার কলেবর বানরগণের রক্তে পরিপূর্ণ। সে সেই অবস্থায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বানরদিগকে ধরিয়া, ভক্ষণ করিতেছে। সুগ্রীব তাহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি অনেক বীরকে সংহার ও সৈন্যসকল ভক্ষণ করিয়া, সুদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরম যশ লাভ করিয়াছ। আর ইতর জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি করিবে? অতএব এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বানরসৈন্য

ছাড়িয়া দিয়া, আমার এই পর্ব্বতের এক আঘাত সহ্য কর।

বানররাজের এই সত্ত্বধৈর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষস-শার্দ্দূল উত্তর করিল, তুমি প্রজাপতির পৌত্র ও ঋক্ষরজের পুত্র। এবং ধৈর্য্য ও পুরুষকার সম্পন্ন। সেই জন্যই গর্জ্জন করিতেছ।

সুগ্রীব রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মোচন এবং বজ্রাশনির ন্যায় তদ্দ্বারা তাহার হৃদয় আহত করিলেন। কিন্তু রাক্ষসের সুবিশাল ভুজান্তরে পতিত-মাত্র ঐ শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরেরা সহসা বিষণ্ণ হইলে, রাক্ষসগণ আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিল। রাবণানুজ শৈলশৃঙ্গের আঘাত প্রযুক্ত কুপিত হইয়া, সরোষে গর্জ্জন পুরঃসর, বিবৃত্ত বদনে বিদ্যুৎসন্নিভ শূল ব্যাবিদ্ধ করিয়া, বানররাজের বধার্থ বিক্ষেপ করিল। অনিলাত্মজ হনুমান্ সত্বর সমুৎপতনপূর্ব্বক বিসারিত বাহুযুগলে কুম্ভকর্ণের করপ্রণুন্ন কাঞ্চন-দামমণ্ডিত ঐ সুশাণিত শূল ধারণ করিয়া, বেগভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি সহস্র ভার-কালায়স-নির্ম্মিত মহৎ শূল জানুতে আরোপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। হনুমান কর্ত্তৃক শূল ভগ্ন হইল, দেখিয়া, বানরবাহিনী আহ্লাদে বারংবার গর্জ্জন করিয়া, ইতস্ততঃ দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা অতিমাত্র আহ্লাদভরে সিংহনাদ করিয়া, পবননন্দনের পূজা করিল।

মহাত্মা রাক্ষসপতি, শূল ভগ্ন হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে লঙ্কাস্থ মলয়পর্ব্বত হইতে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া; সবেগে সুগ্রী-বের সমীপে যাইয়া, তাঁহাকে উহার আঘাত করিল। বানর-রাজ শৃঙ্গপ্রহারে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা সুগ্রীবকে সংজ্ঞাহীন ও ধরাশায়ী দেখিয়া, অতিহর্ষে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর ও অদ্ভুতবীর্য্যবিশিষ্ট সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেল। বোধ হইল,

প্রচণ্ড বায়ু যেন মহামেঘকে অপসারিত করিল। তৎকালে মেরুপ্রতিমকলেবর সেই নিশাচর মহামেঘমূর্ত্তি বানরপতিকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া, গমন করত, সমুচ্ছ্রিত ঘোর শৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, শোভমান হইল। অনন্তর ঐ রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলে, রাক্ষসেরা তাহার স্তব এবং দেবগণ এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া, তাহার সমক্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রশত্রু ও ইন্দ্রবীর্য্য ঐ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রোপম বানরেন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, মনে করিল, এই ব্যক্তি নিহত হইলে, রামের সহিত এই বানরসৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর, বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়মান এবং স্বয়ং রাজা রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, মতিমান হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুগ্রীব ধৃত হইয়াছেন; আমার কি করা কর্ত্তব্য? আমার যাহা করা ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমি নিঃসন্দেহই করিব। পর্ব্বতকলেবর হইয়া আমি এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব। এই মহাবল রাক্ষস আমার মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণদেহ ও বিনষ্ট হইলে, সমগ্র বানরবল হর্ষাবিষ্ট হউক। অথবা, রাজা স্বয়ংই আপনাকে মুক্ত করিবেন। রাক্ষসগণের কথা কি, দেব, দানব ও উরগগণও সমবেত যত্নে ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া, বদ্ধ করিতে পারেন না। পর্ব্বতপ্রহারে ইহাঁর চৈতন্য লোপ হইয়াছে। বোধ হয়, সেই জন্যই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া এখনো বুঝিতে পারেন নাই। মুহূর্ত্তমধ্যেই চৈতন্য লাভ করিয়া, আপনার ও বানরগণের সর্ব্বথা হিতকর অনুষ্ঠান করিবেন। আমি মোচন করিলে, এই মহাত্মা সুগ্রীবের অপ্রীতি ও শাশ্বতী অকীর্ত্তি হইবে। অতএব ইনি মুক্তিলাভ করিয়া, কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন, তাহা প্রতীক্ষা করিব। এক্ষণে ছিন্নভিন্ন বানরবাহিনীকে আশ্বস্ত করি। পবননন্দন হনুমান এইপ্রকার চিন্তানন্তর সেই সুবিশাল বানরীসৈন্য সংস্তম্ভিত করিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্ফূর্ত্তিমান সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া,লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য লোকসকল বিমান, চর্য্যাগৃহ ও গোপুর হইতে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট কুসুম বর্ষণ করিয়া, তাহার পূজা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাবল সুগ্রীব লাজমিশ্রিত গন্ধ-জলবৃষ্টিতে শনৈঃ শনৈঃ সিচ্যমান হইয়া, রাজপথের শৈত্য-সম্পর্কে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অতিমাত্রবলশালী রাবণানুজ তাঁহাকে আপনার ভুজমধ্যে নিহিত করিয়াছিল। সেই অবস্থায় মহাত্মা সুগ্রীব অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, রাজপথ নিরীক্ষণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, আমি রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিরূপে সম্যক্ প্রতিবিধানে সমর্থ হইব। যাহাতে বানরগণের ইষ্টাপত্তি ও উপকারের সম্ভাবনা, আমাকে এখন তাহাই করিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি সহসা খর নখরপ্রহারে ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের দুই কর্ণ, দশনাঘাতে নাসিকা এবং পাদনখপ্রয়োগে তাহার দুই পার্শ্ব ছিন্ন ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নাসাকর্ণ ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হওয়াতে,রাক্ষস রোষাভিভূত হইয়া, সুগ্রীবকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতে পেষণ করিল। বানররাজ ভীমবল রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক ভূতলে নিষ্পিষ্ট ও অন্যান্য সুরশত্রু নিশাচরের বাণে হন্যমান হইয়া, সবেগে কন্দুকবৎ আকাশে উত্থান এবং পুনরায় রামের সহিত সমাগম বিধান করিলেন। মহাবল রাবণানুজ কর্ণনাসাবিহীন হইয়া, শোণিতরাশি উদ্গিরণ করত, প্রস্রবণপরিবৃত পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান হইল। তাহার শরীর অতি প্রকাণ্ড ও ভীমদর্শন এবং নীলাঞ্জনরাশির ন্যায়, প্রভাবিশিষ্ট। সে, শোণিতার্দ্র তাদৃশ কলেবরে অমর্ষভরে শোণিতভার উদ্গিরণ করত, সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল। এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য কৃতচিত্ত হইল। সুতরাং, সুগ্রীব প্রস্থান করিলেই, সে ক্রোধভরে যুদ্ধ-মানসে দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। এবং আপনাকে

নিরায়ুধ বিবেচনা করিয়া, ঘোর মুদ্গর গ্রহণ করিল। অনন্তর তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া, সুবিশাল বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন যুগান্তাগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রজাকুল সংহার করিতেছে। সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। শোণিত-মাংসলোভে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মোহবশতঃ রাক্ষস, বানর, পিশাচ ও ঋক্ষদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং ক্রোধভরে সত্বরতাসহকারে এক, দুই, তিন বা একবারে অনেক বানরকে রাক্ষসদিগের সহিত এক হস্তেই গহণ করিয়া, মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

বানরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতপ্রয়োগে প্রহার করাতে, তাহার শরীর হইতে অনবরত মেদ ও রক্ত বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। সে তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া, ভূরি ভূরি বানর ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। বানরেরা ভক্ষ্যমাণ হইয়া, রামের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করত ধাবমান হইল। এবং একবারে শত, সপ্ত, অষ্ট, বিংশৎ বা ত্রিংশৎ বানরকে সুবিস্তারিত বাহুযুগলে ধারণ করিয়া, মুখে দিতে আরম্ভ করিল। তাহার দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ, সর্ব্বশরীর মেদ বসা ও শোণিতে পরিলিপ্ত এবং কর্ণে অন্ত্রনির্ম্মিত মালা দোদুল্যমান। সেই অবস্থায় সে, যুগান্তকালপ্রাদুর্ভূত বলবান্ কালের ন্যায়, বারংবার শূলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময়ে সুমিত্রার পুত্র পরবলার্দ্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, গোপাঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি কুম্ভকর্ণের শরীরে সপ্ত শর নিখাত করিয়া, পুনরায় অন্যান্য শর সকল গ্রহণ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পীড়্যমান হইয়া, অস্ত্রান্তর দ্বারা তৎসমস্ত নিরাকৃত করিল। তদ্দর্শনে বলবান লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া, শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক, বায়ু যেমন সান্ধ্য মেঘকে, সেইরূপ তাহার জাম্বুনদময় শুভ্র সুন্দর কবচ প্রচ্ছাদিত করিলেন। নীলাঞ্জনরাশিসন্নিভ ঐ নিশাচর লক্ষ্মণের কাঞ্চনভূষিত

শরপরম্পরায় আপীড্যমান হইয়া, জলদপটলপরিবৃত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইল।

অনন্তর সেই নিশাচর সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া, জলদগম্ভীর নিনাদে কহিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে বিনা-কষ্টে অন্তককেও জয় করিতে পারি। সুতরাং, আমার সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, তুমি বীরত্ব খ্যাপন করিয়াছ। আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুর ন্যায়, মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাক, আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেও, আমি তাহাকে পূজার যোগ্য বিবেচনা করি। ঐরাবতে অধিরূঢ় ও সমস্ত দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, পরম শক্তিমান্ স্বয়ং ইন্দ্রও পূর্ব্বে কখনো যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। হে সৌমিত্রে! অদ্য আমি তোমার বল ও পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অনুমতি লইয়া, রামের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। যেহেতু, তুমি বল, বীর্য্য ও উৎসাহ দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ; সেইহেতু, একমাত্র রামকেই বিনাশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। রাম বিনষ্ট হইলে, সকলেই বিনাশ পাইবে। ফলতঃ, রাম আমার হস্তে নিহত হইলে, আর যাহারা থাকিবে, আমি সকললোকপ্রমাথী স্বকীয় বলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।

কুম্ভকর্ণ স্তুতিসহকারে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণ সহাস্য আস্যে ঘোরতর বাক্যে উত্তর করিলেন, বীর! তুমি যে পুরুষকারপ্রভাবে শক্রাদি দেবগণেরও অসহ্য হইয়াছ, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। যেহেতু অদ্য তোমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই দাশরথি রাম, অদ্রির ন্যায়, অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

মহাবল নিশাচর এই কথা শুনিয়া, লক্ষ্মণকে অনাদর ও অতিক্রম করিয়া, মেদিনী কম্পিত করত রামের অভিমুখে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দাশরথি রাম রৌদ্রাস্ত্র যোজনা

করিয়া, তাহার হৃদয়ে নিশিত শর সকল প্রয়োগ করিলেন। অভিমুখে ধাবনসময়ে রামের শরে বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধ প্রযুক্ত তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র শিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। সে, রোষভরে গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিয়া, বানরদিগকে বিদ্রাবিত করত, অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সকল বহিপক্ক শর হৃদয়ে মগ্ন হইবামাত্র, তাহার হস্ত হইতে গদা ভ্রষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পতিত এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই মহাবল নিশাচর যখন আপনাকে নিরায়ুধ বোধ করিল, তখন মুষ্টি ও কর প্রহার পূর্ব্বক তুমুল হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইল। সে বাণে বাণে আততবিদ্ধাঙ্গ ও রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া, পর্ব্বতপ্রস্রবণের ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। এবং তীব্রকোপ ও রক্তস্রাব, এই উভয় কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া, ঋক্ষ, বানর ও নিশাচরদিগকে ভক্ষণ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর সেই ভীমপরাক্রম, মহাবল, অন্তকোপম নিশাচর ভয়ংকর অদ্রিশৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। রাম পুনরায় কার্ম্মুকসন্ধান পূর্ব্বক সপ্ত বাণ যোজনা করিয়া, ঐ শৃঙ্গ আসিতে না আসিতেই, মধ্যপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভরতাগ্রজ কাঞ্চন চিত্রাঙ্গ শরজালে তাহার বিশাল বর্ম্ম ছেদন করিলেন। মেরুশিখরাকার ঐ বর্ম্ম স্বীয় শ্রীতে যেন বিদ্যোতিত হইয়া, পতনসময়ে দুই শত প্রধান বানরকে নিপাতিত করিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সবিশেষ মনোযোগ সহকারে কুম্ভকর্ণবধের নানাপ্রকার উপায় পরিকলন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রাক্ষস শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়াছে, রাক্ষস বা বানর কিছুই ইহার জ্ঞানগম্য নাই। এই জন্য আত্মপর সকলকেই ভক্ষণ করিতেছে। প্রধান প্রধান বানর ও যথামুখ্য যূথপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে ইহার উপর আরোহণ করুক। তাহা হইলে, এই দুর্ম্মতি ক্রমে ক্রমে বানরগণের ভারে

প্রপীড়িত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক অন্য অন্য বানরদিগকে আর সংহার করিতে পারিবে না।

ধীমান্ রাজপুত্র সৌমিত্রির এই কথা শুনিয়া, মহাবল বানরেরা তৎক্ষণাৎ কুম্ভকর্ণের উপরে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে সে সাতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্ত্যারোহীদিগকে, তেমনি তাহাদিগকে সবেগে বিঘূর্ণিত করিলে, রাম, তাহার ক্রোধ হইয়াছে, অনুমান করিয়া, বেগভরে উৎপতিত হইয়া, উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিলেন। ক্রোধবশতঃ তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি চক্ষু দ্বারা ঐ রাক্ষসকে যেন দগ্ধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বেগভরে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কুম্ভকর্ণের বলার্দ্দিত বানরযূথপতিগণ সকলেই হর্ষাবিষ্ট হইল। অনন্তর দাশরথি দৃঢ়তর গুণবিশিষ্ট, তপনীয়বিচিত্রিত, প্রচণ্ড, ভুজগকল্প ধনু ধারণ করিয়া, সমুদায় বানরকে আশ্বাসিত করত সমুৎপতিত হইলেন। এইরূপে তিনি উৎকৃষ্ট তূণ ও বাণ সকল বন্ধন পূর্ব্বক পরম দুর্জ্জয় বানরবলে পরিবৃত হইয়া, প্রস্থান করিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর দাশরথি অবলোকন করিলেন, অরিন্দম মহাবল কুম্ভকর্ণ কিরীট মস্তকে, শোণিতপরিপ্লুত লোহিতলোচনে ক্রোধভরে প্রবলপ্রতাপ, রোষাবিষ্ট দিগ্‌গজের ন্যায়, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বানরগণের অন্বেষণ করত তাহাদের সকলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। সে দেখিতে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় এবং কাঞ্চনময় অঙ্গদে ভূষিত। তাহার মুখ হইতে রুধিরপ্রবাহ বিনির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন বর্ষাসেচ সমুত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্ব শোণিতে অভিষিক্ত। সে, জিহ্বা দ্বারা তাহা বারংবার লেহন করিয়া, কালান্তক যমের ন্যায়, বানরবল মর্দ্দিত করিতেছে।

পুরুষোত্তম রাম প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম তদবস্থ রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ শরাসন বিস্ফারণ করিলেন।

রাক্ষসরাজ সেই বিস্ফারশব্দে কুপিত হইয়া, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সবেগে রামের অভিমুখীন হইল। এই রূপে সেই ধরণীধরাভ রাক্ষসরাজ, বাতোদ্ধত মেঘের ন্যায়, আপতিত হইলে; ভুজগরাজের উৎকৃষ্ট ভোগসদৃশ বাহুবিশিষ্ট রাম তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বিষণ্ণ হইও না, আগমন কর, আমি শরাসন গ্রহণ করিয়া, তোমার অপেক্ষা করিতেছি। তুমি জানিও, আমি রাক্ষসবংশের বিনাশকর্ত্তা। অতএব তোমাকেও মুহূর্ত্ত পরে যমালয় দর্শন করিতে হইবে।

কুম্ভকর্ণ এই কথায়, তাঁহাকে রাম, জানিতে পারিয়া, বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া, সাতিশয় ক্রোধভরে বানরবল বিত্রাবিত করিতে করিতে, অভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর ঐ পরম তেজস্বী নিশাচর ভয়ংকর মেঘগর্জ্জনবৎ বিকৃত স্বরে উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া, সমুদায় বানরগণের হৃদয় বিদারিত করত রামকে কহিল, তুমি জানিবে, আমি বিরাধ নহি, কবন্ধ নহি, খর নহি, বালী নহি অথবা মারীচও নহি। আমি কুম্ভকর্ণ, তোমার নিকট আসিলাম। আমার এই সর্ব্বকালায়স ভয়ংকর প্রকাণ্ড মুদ্গর অবলোকন কর। পূর্ব্বে আমি ইহারই প্রভাবে দেব ও দানবদিগকে জয় করিয়াছিলাম। কর্ণ ও নাসা ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না। কেননা, কর্ণ নাসার ছেদনপ্রযুক্ত আমার স্বল্পমাত্রও পীড়া উপস্থিত হয় নাই। অয়ি ইক্ষ্বাকুশার্দ্দূল! অগ্রে তুমি আমার গাত্রে স্বকীয় বীর্য্য প্রদর্শন কর। তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দর্শন করিয়া, পরে তোমাকে ভক্ষণ করিব।

রাম রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, বজ্রসমনিরতিবেগশালী সুপুঙ্খ শর সকল মোচন করিলেন। তাহা দ্বারা আহত হইয়াও, তাহার ক্ষোভ বা বেদনা বোধ হইল না। রাম যে সকল শরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ছেদন ও বালীকে সংহার করিয়াছেন, সেই সকল বজ্রোপম বাণও তাহার শরীর ব্যথিত করিতে পারিল

না। মহেন্দ্রশত্রু ঐ নিশাচর বারিধারার ন্যায়, তৎসমস্ত সায়ক শরীরসহায়ে পান করিয়া, উল্লিখিত প্রচণ্ড মুদ্গর ব্যাবিদ্ধ করিয়া, রামের শরবেগ পরাহত করিল। অনন্তর দেবসৈন্য-বিত্রাসন ক্ষতজোক্ষিত রক্ষরাজ সেই মুদ্গর দ্বারা বানর-বাহিনী বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম বায়ব্যনামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, তদ্দ্বারা কুম্ভকর্ণের মুদ্গরসহিত বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। বাহু ছিন্ন হইলে, সে তুমুল চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর গিরিশৃঙ্গকল্প উল্লিখিত বাহু মুদ্গর সহিত রামবাণে ছিন্ন ও বানরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া, অনেকের প্রাণ সংহার করিল। হতাবশিষ্ট বানরেরা রণে ভঙ্গ দিয়া, বিষাদভরে নিপীড়িত কলেবরে একপার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক, নরবাজ ও ঋক্ষরাজ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। বাহু ছিন্ন হওয়াতে, ছিন্নশৃঙ্গ অদ্রিরাজের ন্যায়, ঐ রাক্ষস অপর হস্তে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। দাশরথি জাম্বূনদবিচিত্রিত এন্দ্রাস্ত্রযুক্ত বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সেই পন্নগভোগকল্প সমুদ্যত বাহু বৃক্ষের সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উহা পর্ব্বতের ন্যায়, ভূপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া, অনেক বৃক্ষ, শৈল, শিলা, বানর ও রাক্ষস সংহার করিল। অনন্তর রাম কুম্ভকর্ণকে গর্জ্জনপূর্ব্বক ছিন্ন হস্তে সহসা সম্মুখে আসিতে দেখিয়া, দুই নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিয়া, তাহার দুই পা কাটিয়া দিলেন। দিক্, বিদিক্, মহার্ণব, লঙ্কা, এবং কপি ও বানরসৈন্য, সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া, ঐ পদদ্বয় ধরাতল আশ্রয় করিল। হস্তপাদ ছিন্ন হইলে, সে বড়বামুখসন্নিভ সুবিশাল বদন ব্যাদিত করিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে, অন্তরীক্ষে রাহু চন্দ্রের ন্যায়, রামের নিকট সহসা দ্রুততর গমন করিল। তিনি হেমমণ্ডিতপুঙ্খ শিতাগ্র শরজালে তাহার মুখ পরিপূর্ণ করিলে, সে আর কথা কহিতে না পারিয়া, যেমন কূজন করিল, তেমনি মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর

রাম সূর্য্যমরীচি, ব্রহ্মদণ্ড, অন্তক ও কাল এই সকলের তুল্য, শত্রুগণের অশুভকর, সুন্দরপুঙ্খ ও মারুতসম বেগবিশিষ্ট, নিশিত ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। প্রদীপ্ত সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশশীল, মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় বেগবান্ এবং স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত সুন্দরপুঙ্খ বিশিষ্ট উল্লিখিত অস্ত্র রাক্ষসের উদ্দেশে তিনি নিক্ষেপ করিলে, উহা তদীয় বাহু হইতে প্রণোদিত হইয়া, বিধূম হুতাশনের ন্যায়, ভয়ংকর দৃশ্য ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় তেজে দশ দিক্ আলোকিত করিয়া,ইন্দ্রের অশনির ন্যায়,প্রবল বিক্রমে গমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে পুরন্দর যেমন বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তেমনি রাঘবধি উল্লিখিত শরে কুম্ভকর্ণের সুচারু কুণ্ডল ও বিবৃতদংষ্ট্রাবিশিষ্ট, প্রকাণ্ড পর্ব্বতকূট তুল্য শির কর্ত্তন করিলেন। রজনীতে আদিত্য উদিত হইলে, মধ্যস্থ চন্দ্রের যেমন শোভা হয় রাক্ষসের কুণ্ডলমণ্ডিত প্রকাণ্ড মস্তকের তদ্বৎ শোভা হইল। উহা রামবাণে অভিহত ও পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইয়া, অনেক চর্য্যাগৃহ, গোপুর ও উচ্চতম প্রাকার নিপাতিত করিল।

তৎকালে ছেদনবেগে বিলুণ্ঠিত হইয়া, হিমালয়সদৃশ প্রকাণ্ডকলেবর ঐ নিশাচর সাগরে পতিত হওয়াতে, ভূরি ভূরি বৃহৎ মকর, কুম্ভীর, মৎস্য ও ভুজগ সমস্ত মর্দ্দিত এবং ভূমি সমাবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ ও দেবগণের শত্রু মহাবল রাবণানুজ এই রূপে যুদ্ধে নিপতিত হইলে, অলে সকলও বিচলিত ও পৃথিবী কম্পিত এবং দেবগণ সহর্ষে তুমুল শব্দ করিয়া উঠিলেন। আকাশবিহারী দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, পন্নগগণ সুরগণ, ভূতগণ, সুপর্ণগণ, গুহ্যকগণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই রামের পরাক্রমে নিতরাং হর্ষিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের বান্ধবপক্ষীয় মনস্বী নিশাচরগণ কুম্ভকর্ণের নিধন ও রামকে সন্দর্শন করিয়া, সিংহদর্শনে মাতঙ্গগণের ন্যায়, ব্যথিত হইয়া, উচ্চে স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া, অন্ধকার নিরা-

করণ পূর্ব্বক আকাশমধ্যে বিরাজমান হয়েন; রামও তেমনি রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভীমবল শত্রু নিপাতিত হইলে,বহুসংখ্য বানর অতীব হর্ষিত হইয়া, প্রফুল্লপদ্মপ্রতিম বিকসিত বদনে নৃপাত্মজ সিদ্ধকাম রামের সবিশেষ পূজা করিল। পূর্ব্বে অনেক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কখনো সুরসৈন্যমর্দ্দন কুম্ভকর্ণকে জয় করিতে পারে নাই। ভরতাগ্রজ তাহাকে নিহত করিয়া, মহাসুর বৃত্রবধে অমরাধিপের ন্যায়, হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

—০:০—

অষ্টষষ্টি সর্গ।

মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণকে হত হইতে দেখিয়া, রাক্ষসেরা রাবণকে গিয়া বলিল, রাজন! কালসঙ্কাশ কুম্ভকর্ণ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, বানরীসেনা বিদ্রাবিত, বানরদিগকে ভক্ষণ ও মুহূর্ত্তকাল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরিশেষে রামের শরে এককালেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ ভীমদর্শন সাগরের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, সর্ব্ব শরীরে রুধিরক্ষরণ হইতেছে এবং তদীয় মস্তকে লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই রূপে আপনার ভ্রাতা রামের শরে পীড়িত এবং হস্ত পাদ ও মস্তকাদিবিহীন হইয়া, ভগ্ন দেহে দাবদগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, পতিত হইয়াছেন।

মহাবল কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, রাবণ শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, পতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় ইহারা পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকপীড়িত হইয়া, রোদন করিতে লাগিল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ভ্রাতাকে সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, মহোদর ও মহাপার্শ্ব উভয়ে শোকাক্রান্ত হইল।

অনন্তর অতিকষ্টে জ্ঞান লাভ হইলে, রাবণ ভ্রাতৃবধপ্রযুক্ত

নিতান্ত কাতর হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বীর! হা রিপুদর্পঘ্ন! হা মহাবল কুম্ভকর্ণ! দৈববশতঃ তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া, যমভবনে গমন করিলে! অয়ি মহাবল! আমার ও বান্ধবগণের শল্য উদ্ধার না করিয়া, শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করত আমাকে ত্যাগ করিয়া, একাকী কোথায় গমন করিতেছ? অধুনা আমি মৃতপ্রায় হইলাম। যেহেতু, আমার দক্ষিণ বাহু পতিত হইল। এই বাহুর আশ্রয়ে সুরাসুর কাহাকেও আমি ভয় করিতাম না। দেব ও দানবগণের দর্প-হারী, কালাগ্নি-কল্প এবংবিধ বীরকেও রাম কি রূপে অদ্য নিহত করিলেন। ভাই! তুমি যে বজ্রনিষ্পেষেও কিছুমাত্র বিপন্ন হইতে না। আজি কেন রামবাণে আর্ত্ত হইয়া, ধরাতলে প্রসুপ্ত হইলে! ঐ দেবগণ ঋষিগণের সহিত গোপনে অবস্থান পূর্ব্বক, তোমাকে নিহত দেখিয়া, সহর্ষে নিনাদ করি-তেছে। বানরগণ অদ্য নিশ্চয়ই অবসর পাইয়া, আহ্লাদ-ভরে লঙ্কার দ্বার ও দুর্গ সকলে আরোহণ করিবে। কুম্ভকর্ণ বিনা রাজ্যে আমার কার্য্য নাই; সীতাকে লইয়া আর আমি কি করিব এবং আমার বাঁচিতেও আর মন নাই। যদি আমি ভ্রাতৃ-হন্তা রামকে যুদ্ধে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার এই বৃথা জীবনে প্রয়োজন কি? মরণই একমাত্র শ্রেয়। যেখানে আমার অনুজ কুম্ভকর্ণ, অদ্যই আমি সেখানে যাইব। ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া, ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি পূর্ব্বে অনেক অপকার করিয়াছি, সুতরাং দেবগণ এক্ষণে আমাকে দেখিয়া হাস্য করিবে। ভাই কুম্ভকর্ণ! তুমি প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ। আর আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করিব। মহাত্মা বিভীষণ যে হিতকথা বলিয়াছিল, তাহা আমার ঘটিল। আমি কিন্তু অজ্ঞানপ্রযুক্ত সে কথা গ্রাহ্য করি নাই। যে অবধি কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের দারুণ বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে, সেই অবধি বিভীষণের কথা মনে পড়িয়া, আমার লজ্জা জন্মিয়া থাকে।

আমি যে শ্রীমান্ ধার্ম্মিক বিভীষণকে নিরস্ত করিয়াছি, সেই কর্ম্মের এই শোককর পরিণাম উপস্থিত।

ইন্দ্রশত্রু অনুজ কুম্ভকর্ণ হত হইয়াছে, জানিয়া, দশানন অতিশয় আর্ত্ত ও আকুলচিত্ত হইয়া, এইরূপে অতীব করুণস্বরে তাহার উদ্দেশে বহুবিধ বিলাপ করিয়া, পরে নিপতিত হইলেন।

— —

ঊনষষ্টি সর্গ।

দুরাত্মা রাবণ শোকে অভিভূত হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, ত্রিশিরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বলিল, আমাদের তাতমধ্যম এবংবিধ মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার ন্যায়, সৎপুরুষগণ বিলাপ করেন না। অয়ি প্রভো! আপনি ত্রিভুবনপরাজয়েও সমর্থ। কিজন্য, সামান্য লোকের ন্যায়, শোক করিতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি, কবচ, সায়ক, ধনু এবং মহস্র খর সংযুক্ত মেঘনিস্বন রথ আছে। আপনি অনেকবার বিনা শস্ত্রে দেবদানবদিগকে বিশস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন হইয়া, রাঘবকে শাসন করুন। মহারাজ! আপনি যথেচ্ছ অবস্থিতি করুন। আমিই একাকী যুদ্ধে নির্গমন ও গরুড় পন্নগের ন্যায়, আপনার সমস্ত শত্রু সমুদ্ধরণ করিব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে ও বিষ্ণু যেমন নরককে, আমি তেমনি অদ্য যুদ্ধে রামকে নিপাতিত ও ধরাশায়িত করিব।

রাক্ষসাধিপ রাবণ ত্রিশিরার কথা শুনিয়া, কালপ্রেরিত হইয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বোধ করিলেন। এবং দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় ইহারা যুদ্ধনিমিত্ত সন্নদ্ধ হইল। অনন্তর রাবণের পুত্র তুল্যপরাক্রম বীর রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই, আমি অগ্রে, আমি অগ্রে, এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে গর্জ্জন পুরঃসর অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল। তাহারা সকলেই মায়াবিশারদ, সক-

সেই ত্রিদশদর্পঘ্ন, সকলেই সমরদুর্ম্মদ, সকলেই সাতিশয় বলশালী, সকলেই বিস্তীর্ণকীর্ত্তিসম্পন্ন, সকলেই সমরে অবতীর্ণ হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা মহোরগ কাহারই নিকট পরাজিত হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় না, সকলেই অস্ত্রবিৎ বীর, সকলেই যুদ্ধবিশারদ, সকলেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট, এবং সকলেই বর লাভ করিয়াছে। রাজা রাবণ শত্রুগণের বলবিনাশন ভাস্করতুল্যদর্শন তাদৃশ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, মহাদানবদর্পসংহরণ অমরগণে বেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। এবং পুত্রদিগকে আলিঙ্গন ও অলঙ্কৃত করিয়া, প্রশস্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের রক্ষণার্থ মহাপার্শ্ব ও মহোদর এই দুই ভাইকেও পাঠাইলেন।

তখন দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায়, মহাপার্শ্ব ও মহোদর এই ছয় মহাকায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লোকরাবণ মহাত্মা রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র ও ওষধিতে সমালব্ধ ও কালপ্রেরিত হইয়া, যুদ্ধাভিলাষে বিনির্গত হইল। তন্মধ্যে মহোদর ঐরাবতকুলোৎপন্ন, নীলজীমূতসন্নিভ, সুদর্শন নামক হস্তীতে আরোহণ করিল। সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ও তূণীরসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া, হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক, অস্তশিখরসন্নিহিত ভাস্করের ন্যায়, তাহার শোভা হইল। অনন্তর রাবণনন্দন ত্রিশিরা হয়রত্নসমাযুক্ত ও সর্ব্বায়ুধপরিব্যাপ্ত রথশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিল। ধনুষ্পাণি রথে অধিরূঢ় হইয়া, উল্কা, বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু ও শিখাপরম্পরাসমন্বিত অম্বুদের ন্যায়, তাহার সুষমা প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার তিন মস্তকে তিন কিরীট। তদবস্থায় উৎকৃষ্ট রথে অধিষ্ঠান করিয়া, কাঞ্চনশিখাত্রয়সম্পন্ন শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায়, ত্রিশিরা শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, অতীবতেজস্বী, রাক্ষসরাজপুত্র অতিকায় উৎকৃষ্ট রথে সন্নিবিষ্ট হইল। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুন্দর এবং অশ্ব

সকল সুসংযুক্ত। অতিকায় বিচিত্র কাঞ্চনকিরীট ও ভূষণ সমস্ত ধারণ পূর্ব্বক তূণ, শরাসন, প্রাস, অসি, পরিঘ, অঙ্কুশ ও কূবর এই সকলে অলংকৃত উল্লিখিত রথে আরোহণ ও স্বীয় প্রভায় দশ দিক আলোকিত করিয়া, সুমেরুর ন্যায় শোভমান এবং প্রধান প্রধান নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া, অমরগণবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অনন্তর নবাম্বুদ, মনের ন্যায় বেগশীল, কনকভূষিত, উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ শ্বেত অশ্বে অধিরূঢ় হইল। তাহার হস্তে উল্কাসন্নিভ প্রাস; বোধ হইল, তেজস্বী কার্ত্তিকেয় যেন শক্তিগ্রহণ করিয়া, ময়ূরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর দেবান্তক হেমমণ্ডিত পরিঘ গ্রহণ করিয়া সমুদ্রমন্থনসময়ে বাহুদ্বয়ে মন্দরগিরিধর বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর্য্য মহাতেজা মহাপার্শ্ব গদা গ্রহণ করিয়া, কুবেরের ন্যায়, বিরাজমান হইল।

এইরূপে মহাকায় নিশাচরগণ, অমরাবতী হইতে দেবগণের ন্যায়, লঙ্কা হইতে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাক্ষসেরা উৎকৃষ্ট আয়ুধহস্তে অশ্ব, গজ ও মেঘনিস্বন রথারোহণে তাহাদের অনুগামী হইল। সূর্য্যসমতেজস্বী মহাত্মা শ্রীমান্ ঐ সকল কুমার কিরীট ধারণ করিয়া, অম্বরবিহারী প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল। তাহাদের হস্তস্থিত শারদাভ্রসদৃশ সুন্দর শস্ত্ররাজি, হংসরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হয় মরিব, না হয়, শত্রুজয় করিব, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, বীরগণ যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থান করিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং রণযাত্রা করিয়া, গর্জ্জন, নিনদন, শত্রুর প্রতি আক্ষেপোক্তি প্রয়োজন ও সায়ক সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাদের ক্ষ্বেড়িত ও আস্ফোট শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত এবং সিংহনাদে আকাশ যেন স্ফোটিত হইল।

অনন্তর মহাবল ঐ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহর্ষে বিনির্গত হইয়া, অবলোকন করিল, বানরসৈন্য শিলা ও বৃক্ষ সকল হস্তে করিয়া,

যুদ্ধপ্রতীক্ষা করিতেছে বানরেরাও দর্শন করিল, রাক্ষসবল হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, শত শত কিঙ্কিণীশব্দে প্রতিধ্বনিত এবং চতুর্দ্দিকেই প্রদীপ্ত অগ্নি ও ভাস্করপ্রতিম নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া, সুবিশাল আয়ুধ সমুদ্যত করিয়া,নীলমেঘমালার ন্যায়, শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে লক্ষলক্ষ বানরবল মহাশৈল সমুদ্যত করিয়া, বারংবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ এবং রাক্ষসদিগকে গণনা না করিয়াই, প্রতিনাদে প্রবৃত্ত হইল। বানরযূথপতিরা উচ্চৈঃশব্দ আরম্ভ করিলে, রাক্ষসেরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের উৎকট হর্ষাতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাবলে অতীব ভয়ংকর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরযূথপতিরা সমুদ্যত শৈল হস্তে ভয়ংকর রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সশৃঙ্গ পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দ্রুম ও শিলা তাহাদের আয়ুধ। তাহাদের মধ্যে কেহ নিবর্ত্তিক্রোধভরে আকাশে আরোহণ এবং কেহবা বিপুলস্কন্ধবিশিষ্ট বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া, পৃথিবী আশ্রয় করত শত্রুবলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ভীমবিক্রম কপিগণ রাক্ষসদিগের শরজালে প্রতিহত হইয়া, এরূপে শিলা, শৈল ও বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, যে, তাহার তুলনা হয় না। উভয় পক্ষেই সিংহনাদ আরম্ভ করিল। বানরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কবচাভরণপরিবৃত, গজবাজিরথারূঢ় বীর রাক্ষসদিগকে শিলাঘাতে চূর্ণ ও নিহত করিতে লাগিল। বানরদিগের মুষ্টিপ্রহারে লোচনযুগল বিনির্গত ও শৈলশৃঙ্গে সর্ব্ব শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, রাক্ষসেরা কম্পিত, পতিত ও আর্ত্তনাদে প্রবৃত্ত হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ ও রাক্ষসদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে ছিন্ন ভিন্ন এবং শূল, মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস ও শক্তির আঘাতে নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষেই পরস্পর বিজিগীষু হইয়া, শত্রুশোণিতদিগ্ধ দেহে পরস্পরকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর পৃথিবী বানর ও রাক্ষসগণের বিমুক্ত পর্ব্বত ও খড়্গ-পরম্পরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আবৃত ও রক্তপ্রবাহে অভিষিক্ত এবং বানর গণ কর্ত্তৃক অভিমর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যুদ্ধমদান্বিত পর্ব্বতাকার রাক্ষসগণে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। বানরদিগের হস্তস্থিত শৈলসমস্ত ভগ্ন হইয়া গেলে, তাহাদের হস্তপদাদি প্রহারে আক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ হইয়াও, রাক্ষসেরা আসন্ন হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরদিগকে ও বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। এবং রাক্ষসেরা বলপূর্ব্বক বানরগণের হস্তস্থ শিলা ও শৈল সমস্ত গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে যেমন বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বানরেরাও রাক্ষসদিগের শস্ত্র সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষই পরস্পরকে নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সিংহনাদ আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণ কর্ত্তৃক ছিন্নবক্ষ, ছিন্নতনুত্র ও নিহত হইয়া, বৃক্ষ নির্য্যাসের ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানর রথ দ্বারা রথ, গজ দ্বারা গজ, ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব বিনষ্ট করিল। এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বতের আঘাতে রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসবানরসঙ্কুল সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

নিশাচরগণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও নিশিত শরপ্রহারে বানরগণের শিলা ও বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিল। বসুমতী ছিন্ন দ্রুম, পর্ব্বত ও অস্ত্র শস্ত্র এবং নিহত কপি ও রাক্ষসগণে আকীর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠিলেন। অদীনসত্ত্ব বানরগণ বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ ও ভয় পরিহার করিয়া, গর্ব্বিত ও হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামে অবগাহন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত, বানরগণ নিরতিশয় আহ্লাদিত, এবং রাক্ষসেরা নিপাতিত হইলে, দেব ও মহর্ষিগণ সহর্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরান্তক পবনতুল্য বেগবান্ তুরঙ্গমে আরো-

হস্ত ও নিশিত শক্তি গ্রহণ করিয়া, মীন মহার্ণবের ন্যায়, প্রচণ্ড বানরসৈন্যে প্রবেশ করিল। ঐ বীর মহাত্মা ইন্দ্রশত্রু নিশাচর একাকী প্রদীপ্ত প্রাসের আঘাতে ক্ষণমধ্যেই সপ্তশত বানরকে বিনির্ভিন্ন করিয়া, কপিকুঞ্জরগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অবলোকন করিলেন, মহাত্মা নরান্তক হয়-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। তৎকালে তাঁহারা ইহাও দর্শন করিলেন, যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তদীয় গমন-পথ রণনিহত পর্ব্বতাকৃতি বানরগণে পরিবৃত ও মাংস শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ যাবৎ বিক্রমপ্রকাশে কৃতবুদ্ধি হইল। নরান্তক তাবৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন ও অগ্নি বনের ন্যায় তাহাদের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন করিতে না করিতেই, প্রাস অস্ত্রে নিহত হইয়া, বজ্রবিপাটিত অচলরাজির ন্যায়, সহসা পতিত হইল। বলবান্ নরান্তক প্রজ্বলিত প্রাস সমুদ্যত ও সর্ব্বতোভাবে প্রমর্দ্দিত করিয়া, প্রাবৃটকালীন অশনির ন্যায়, যুদ্ধে সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। বানরবীরগণ ধাবন, স্পন্দন বা অবস্থান, কিছুই করিতে পারিল না। বীর্য্যবান্ নরান্তক কি উৎপতিত, কি স্থিত, কি ধাবমান, সকলকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার হস্তস্থিত অন্তক সদৃশ, সূর্য্যসমতেজস্বী এক মাত্র প্রাসের আঘাতে বানরবাহিনী ভগ্ন ও পৃথিবীতে পাতিত হইতে লাগিল। কপিগণ তাঁহার ঐ বজ্রনিষ্পেষসদৃশ প্রাস-প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাশব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। বানরবীরগণ তাহার আঘাতে পতিত হইয়া, বজ্র-ভিন্নাগ্রকূট পতমান পর্ব্বতরাজির ন্যায়, বিরাজমান হইল। অঙ্গদ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্থচিত্তে সুগ্রীবের সকাশে সমাগত হইলেন।

সুগ্রীব ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, হরিবাহিনী

নরান্তকভয়ে ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তিনি তদবস্থ সৈন্যদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে দর্শন করিলেন, নরান্তক প্রাস গ্রহণ ও অশ্বে আরোহণ করিয়া, আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে পরমতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব শক্রতুল্যপরাক্রম বীর্য্যশালী কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, এই যে বীর নিশাচর অশ্বারোহণে বানরসৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, তুমি সত্বর গমন করিয়া, ইহাকে সংহার কর।

শৈলসংঘাতসদৃশ কপিশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদ প্রভুর কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মেঘসংকাশ সৈন্যমধ্য হইতে সূর্য্যের ন্যায় বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং দিব্য অঙ্গদ পরিধান পূর্ব্বক, ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার আয়ুধ নাই; একমাত্র নখদংষ্ট্রাসহায়েই সেই পরমতেজস্বী অঙ্গদ নরান্তকের অভিমুখীন হইয়া, কহিলেন, এই স্থানেই অবস্থিতি কর; এই সকল সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তোমার কি হইবে? আমারই এই বক্ষস্থলে বজ্রসমস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

নরান্তক অঙ্গদের কথা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সর্পবৎ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সরোষে তাঁহার অভিমুখে গমন এবং তৎক্ষণাৎ সমুজ্জ্বলিত প্রাস ব্যাবিদ্ধ করিয়া, বালিপুত্রের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করিল। অঙ্গদের বজ্রসদৃশ হৃদয়ের প্রতিঘাতে ঐ প্রাস ভগ্ন ও তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। বোধ হইল, গরুড় যেন উরগভোগ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। প্রাস ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বালিনন্দন তল সমুদ্যত করিয়া, নরান্তকের অশ্বের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে পদচতুষ্টয় একবারেই ভগ্ন, অক্ষিতারক স্ফুটিত, জিহ্বা বহির্গত, এবং মস্তক বিকীর্ণ হইয়া গেল। অশ্ব, অচলের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। মহাপ্রভাব নরান্তক অশ্বকে হত ও পাতিত নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মুষ্টি উদ্যত করিয়া, অঙ্গদের মস্তকে আঘাত করিল। মুষ্ট্যাঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হওয়াতে,

বালিনন্দন অত্যুষ্ণ তীব্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্তকাল বিচলিত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা অঙ্গদ মৃত্যুসমান বেগবান্ গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুষ্টি সংবর্ত্তিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নরান্তকের বক্ষস্থলে নিপাতিত করিলেন। তাহাতে, তাহার বক্ষস্থল নির্ভিন্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল। তখন নিশাচর রুধিরাক্ত গাত্রে জ্বালাপরম্পরা বমন করিয়া, বজ্রনিপাতভগ্ন অচলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। এই রূপে তিনি উৎকৃষ্টবীর্য্যবিশিষ্ট নরান্তককে নিহত করিলে, অন্তরীক্ষে প্রধান প্রধান দেবগণের ও মহীপৃষ্ঠে বানররন্দের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ রামের হৃদয়ানন্দসাধন সুদুষ্কর বিক্রমকৃত্য বিধানপূর্ব্বক বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া, পুনরায় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন।

সপ্তত্রিতম সর্গ।

দেবান্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ নরান্তককে নিহত দেখিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। অনন্তর বেগবান্ মহোদর মেঘতুল্য হস্তিরাজে আরোহণ করিয়া, মহাবীর্য্য বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃব্যসনসন্তপ্ত বলবান্ দেবান্তক ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া, তাহার অনুগমন করিল। এবং বীর ত্রিশিরাও পরশ্বধপরিচালিত আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া, সবেগে অঙ্গদের অভিমুখীন হইল। দেবদর্পঘ্ন তিন জন রাক্ষসেন্দ্র ঐরূপে অভিধাবন করিলে, অঙ্গদ বিশালবিটপীবিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র যেমন প্রজ্বলিত অশনি, সেইরূপ সেই প্রকাণ্ডশাখাশালী মহাবৃক্ষ দেবান্তকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা আশীবিষসদৃশ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, উহা ছেদন করিয়া ফেলিল। অঙ্গদ

বৃক্ষ ছিন্ন হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন। এবং রাশি রাশি বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, নিশিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া, সে সকল ছেদন এবং মহোদর পরিঘাগ্র সহায়ে ভগ্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ত্রিশিরা সায়কসমূহসহায়ে গর্জ্জনশীল বীর অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহোদর গজারোহণে তাহার অনুগামী হইয়া, নিরতিক্রোধভরে তাহার বক্ষস্থলে বজ্রসম তোমরের আঘাত করিল। বেগশীল দেবান্তকও অতিমাত্র ক্রোধে নিকটস্থ হইয়া, পরিঘপ্রহার করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অতিক্রম করিল।

এই রূপে তিনজন প্রধান রাক্ষস এককালে অভিমুখে ধাবমান হইলে, পরমতেজস্বী প্রতাপবান্ বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত, সেই পরমদুর্জ্জয় বেগবান্ বালিতনয় মহাবেগে সমভিদ্রুত হইয়া, তল দ্বারা মহোদরের মহাগজকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে নাগরাজের নয়নদ্বয় নিপতিত হইলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন বালিপুত্র তদীয় বিষাণ নিষ্কর্ষণ করিয়া, দেবান্তকের অভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক, তাহাকে তাড়না করিলেন। তেজস্বী দেবান্তক বাতোদ্ধূত দ্রুমের ন্যায়, বিহ্বল হইয়া, মুখ হইতে লাক্ষারসসবর্ণ রুধির স্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর পরমতেজস্বী বলশালী দেবান্তক অতিকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া, সবেগে পরিঘ সমুদ্যত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অঙ্গদকে আঘাত করিল। বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘ দ্বারা অভিহত হইয়া, জানুদ্বয়ের সাহায্যে ভূপতিত ও পুনরায় তৎক্ষণে উত্থিত হইলেন। তিনি উত্থিত হইতেছেন, এমন সময়ে ত্রিশিরা অব্যর্থগামী তিন বাণে তাঁহার ভয়ংকর ললাটদেশে গুরুতর আঘাত করিল।

এইরূপে হরিরাজপুত্র অঙ্গদ তিন জন প্রধান রাক্ষস কর্ত্তৃক পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, জানিয়া, হনুমান ও নীল উভয়ে প্রস্থান

করিলেন। তন্মধ্যে নীল ত্রিশিরার উদ্দেশে শৈলাগ্র নিক্ষেপ করিলে, সেই ধীমান্ যাবনসুত নিশিত শরসমূহে তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তদীয় বাণশতে নির্ভিন্ন এবং শিলাতল বিদীর্ণ হওয়াতে, ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ স্ফুলিঙ্গ ও শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া, নিপতিত হইল।

বলশালী দেবান্তক ত্রিশিরার এই বিজয়বিলাস সন্দর্শনে হর্ষিত হইয়া, পরিঘ গ্রহণ করিয়া, মারুতাত্মজ হনুমানের অভিধাবন করিল। কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাকে আসিতে দেখিয়া উৎপতিত হইয়া, বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন এবং বল ও বীর্য্য সহকারে মস্তকে আঘাত করিয়া, রাক্ষসদিগকে গর্জ্জনপুরঃসর কম্পিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর সেই মুষ্টির আঘাতে মস্তক নিষ্পিষ্ট ও বিভিন্ন, দন্ত ও অক্ষি বহির্নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত হওয়াতে, রাক্ষসরাজপুত্র দেবান্তক গতাসু হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইল।

রাক্ষসযোধমুখ্য দেবশত্রু দেবান্তক নিহত হইলে, ত্রিশিরা জাতক্রোধ হইয়া, নিশিত অস্ত্র ও বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক নীলের বক্ষস্থল আহত করিল। তদ্দর্শনে মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া, পুনরায়, ভাস্কর যেমন মন্দর পর্ব্বতে, সেইরূপ পর্ব্বতোপম মাতঙ্গে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করিয়া, নীলের বক্ষস্থলে রাশি রাশি বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বোধ হইল, ইন্দ্রধনুবিশিষ্ট মেঘ যেন পর্ব্বতোপরি তড়িচ্চক্র বর্ষণ করিতেছে। মহাবল মহোদরের শরবৃষ্টিতে কপিসৈন্যপতি নীলের সর্ব্ব শরীর শ্রথ ও ক্ষত বিক্ষত, এবং সমুদায় পরাক্রম রুদ্ধপ্রায় হইল। অনন্তর তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বৃক্ষষণ্ডসহিত পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক, মহোগ্রবেগে সমুৎপতিত হইয়া, তদ্দ্বারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর সেই পর্ব্বতপতনে হস্তির সহিত ভগ্নদেহ ও ব্যপোথিত এবং গতায়ু হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল।

ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া, ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক অতিমাত্র রোষভরে নিশিত শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। বলশালী ত্রিশিরা সুশাণিত শরসমূহে তাহা বহুখণ্ড করিয়া ফেলিল। পবননন্দন পর্ব্বতশিখর ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, তাহার বিরুদ্ধে দ্রুম-বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ত্রিশিরা আকাশপথে সেই দ্রুমবৃষ্টি আপতিত হইতে দেখিয়া, নিশিত শরজাল সন্ধান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হনুমান সমুৎপতিত হইয়া, ক্রোধভরে সিংহ গজেন্দ্রের ন্যায়, নখর প্রহারে ত্রিশিরার অশ্বকে বিদারিত করিলেন। অনন্তর অন্তক যেমন কালরাত্রি, সেইরূপ শক্তি গ্রহণ করিয়া, রাবণাত্মজ ত্রিশিরা তাঁহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। হরিশার্দ্দূল পবনাত্মজ স্বর্গচ্যুত উল্কার ন্যায়, সেই অবিহতগতি প্রক্ষিপ্ত শক্তি গ্রহণ করত, তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিলেন। হনুমান্ কর্ত্তৃক সেই ঘোরদর্শনাশ শক্তি ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বানরেরা নিরতিহর্ষিত হইয়া, জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ উদ্যত করিয়া, হৃদয়ে আঘাত করিলে, হনুমান্ সেই প্রহারে অতিমাত্র আহত হইয়া, বীর্য্যভরে রাক্ষসের বক্ষস্থলে তল দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই প্রহারেই ত্রিশিরার হস্ত ও বস্ত্র ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিল। পতনসময়ে মহাকপি তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাক্ষসবর্গের ত্রাস সমুৎপাদন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশাচর ত্রিশিরা সেই গর্জ্জনশব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া, উৎপতিত হইল এবং উৎপতিত হইয়া, তাহাকে মুষ্টির আঘাত করিল। মহাকপি সেই আঘাতে জাতক্রোধ হইয়া, তাহার কিরীট ধারণ করিলেন এবং ধারণ করিয়াই, নিশিত অসির আঘাতে সক্রোধে তাহার কিরীট ও কুণ্ডলমণ্ডিত তিন মস্তকই ছেদন করিয়া ফেলি-

লেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত পাবক তুল্য সমুজ্জ্বল ও সুবিশাললোচন সম্পন্ন পর্ব্বতসন্নিভ সেই মস্তকপরম্পরা, আকাশভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল।

ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম হনুমান্ দেববিপু ত্রিশিরাকে নিহত করিলে, বানরগণ শব্দ করিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, এবং রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ পলায়নপরায়ণ হইল। এইরূপে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক ও মহোদর চারি জনেই হত হইল, দেখিয়া, পবনাত্মজী রাক্ষসসত্তম মহাপার্শ্ব জাতক্রোধ হইয়া, পরমদীপ্তিশালিনী সর্ব্বায়সবিনির্ম্মিতা গদা গ্রহণ করিল। ঐ গদা হেমপট্টপরিক্ষিপ্ত, মাংসশোণিতফেনিল, নিরতিশয় বিপুল ও বিরাজমান এবং শত্রুশোণিতে পরিতৃপ্ত, রক্তমাল্যে বিভূষিত ও তেজঃপ্রভাবে উহার অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐরাবত মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম ইত্যাদি দিগ্‌গজগণও ঐ গদা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাপার্শ্ব অতিমাত্র ক্রোধভরে উল্লিখিত গদা গ্রহণ করিয়া, প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায়, বানরবলের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বানর ঋষভ সমুৎপতন ও রাবণানুজ প্রহস্তের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহার অগ্রে সবলে দণ্ডায়মান হইল। মহাপার্শ্ব পর্ব্বতোপম ঋষভকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে বজ্রতুল্য গদার আঘাত করিল। বানরর্ষভ ঋষভ তাহার আঘাতে বিদীর্ণহৃদয় ও সমাধূত হইয়া, রুধিররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর অনেক ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বানরেশ্বর ক্রোধভরে ওষ্ঠ বিস্ফুরণ করিয়া, মহাপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। তদনন্তর শৈলসদৃশকলেবর বেগশালী বানরবীরশ্রেষ্ঠ ঋষভ সবেগে সমুৎপতিত হইয়া, মুষ্টিসংবর্ত্তনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মহাপার্শ্বের ভুজান্তরে আঘাত করিল। সে সেই আঘাতে রুধিরাক্তকলেবরে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, যমদণ্ডসদৃশী ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক

তৎক্ষণেই ধরাতলে পতিত হইল। এবং চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মৃতকল্প থাকিয়া, চৈতন্য লাভ হইলে, সেই সন্ধ্যাভ্র-সমবর্ণ সুরারি নিশাচর উত্থিত হইয়া, ঋষভকে আঘাত করিল। ঋষভ মূর্চ্ছিত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ ও উত্থান করিয়া, তাহারই সেই অদ্রিবরাদ্রিকল্প গদা ব্যাবিদ্ধ করিয়া, তাহাকে আঘাত করিল। ঐ প্রচণ্ড গদা দেব, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু প্রচণ্ডাকৃতি রাক্ষসের শরীরে সমুপেত হইয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, সে, অদ্রিরাজের ধাতুধারার ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষভ সেই গদা গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ ব্যাবিদ্ধ করিয়া, সবেগে ধাবমান হইল। স্বকীয় গদার আঘাতে দশন ও লোচন বিশীর্ণ এবং শরীর ভগ্ন হইলে, মহাপার্শ্ব বজ্রাহত অচলের ন্যায়, পতিত হইল। সে গতসত্ত্ব ও গতায়ুধ হইয়া, বিশীর্ণ নেত্রে ধরাতল আশ্রয় করিলে, রাক্ষসসৈন্য পলায়নপর হইল। সেই অর্ণবসঙ্কাশ রাক্ষসবল অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণরক্ষার্থ ভিন্নার্ণবের ন্যায়, পলায়ন করিতে লাগিল।

—:•:—

একসপ্ততিতম সর্গ।

নিজসৈন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণ সকলেই বিনষ্ট হইল; দুই পিতৃব্য পরস্পর প্রণয়ী যুদ্ধোন্মত্ত এবং মত্তও রণস্থলে শয়ন করিল, এই সমস্ত দর্শন করিয়া লঙ্কেশ্বর দানবদর্পহন্তা, মহাতেজা পর্ব্বতাকার ইন্দ্রশত্রু অতিকায় রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং একত্র পিণ্ডীভূত সহস্রসূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া, বানরগণের প্রতি ধাবিত হইল। মৃষ্ট কুণ্ডল ও কিরীটধারী ঐ মহাবীর শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নিজনাম শ্রবণ করাইল। এবং ভীমস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদে, নামঘোষণশব্দে

এবং জ্যার শব্দে বানরদিগের ত্রাসোৎপাদন করিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ উত্থান করিয়াছে, মনে করিয়া, বানরগণ ভয়ে কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। বিষ্ণুর যেমন ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি, নিশাচরের তেমনি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ভয়ে বানর সকল যূথে যূথে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অতিকায়কে দর্শন করিয়া বানরদিগের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল, সকলেই যাইয়া শরণদাতা লক্ষ্মণাগ্রজের শরণাগত হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র দর্শন করিলেন, রথোপরিস্থ পর্ব্বতোপম অতিকায় ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক কালমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। মহামায়াবী সেই রাক্ষসকে দর্শন করিয়া রাঘব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বানরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিভীষণকে কহিলেন; হয়সহস্রযুক্ত বিশাল রথে ধনুষ্পাণি পিঙ্গললোচন ঐ কোন্ বীর পর্ব্বতপ্রমাণ লক্ষিত হইতেছে? উহার চতুর্দ্দিকে শত শত নিশিত শূল ও শত শত সুতীক্ষ্ণ প্রাস ও মুদ্গর রহিয়াছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ভাস্বরমূর্ত্তি ভূতগণে বেষ্টিত রহিয়াছেন। রথোপরি স্থাপিত কালজিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান শক্তি সকলে পরিবৃত হইয়া, এই বীর বিদ্যুন্মণ্ডিত পয়োধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্রধনু যেমন আকাশমণ্ডল ভূষিত করে, ইহা হেমমণ্ডিত পুষ্ট সজ্য শরাসন সকল তেমনি উহার রথের চতুর্দ্দিক শোভিত করিয়াছে। রথিশ্রেষ্ঠ এই রাক্ষসশার্দ্দূল রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, আদিত্যকান্তি রথযোগে আগমন করিতেছে। সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ শরনিকরে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ধ্বজপ্রতিষ্ঠিত রাহুমূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। উহার হস্তাস্থত ত্রিস্থান নত মেঘসমরাবী সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত ইন্দ্রশরাসনপ্রখ্য শরাসনও প্রকাশ পাইতেছে। উহার ধ্বজপতাকাশোভিত মহারথের শব্দ মেঘগর্জ্জনের সদৃশ, চারিজন সারথি ঐ রথ চালনা করিতেছে।

রথের উপরে অষ্টত্রিংশৎ তূণীর এবং কয়েক খান ভীষণ শরাসন ও সুবর্ণপিঙ্গল জ্যাসকল রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই খান ভাস্বর খড়্গও উহার পার্শ্বশোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ দুই খড়্গের মুষ্টিপ্রদেশ চতুর্হস্ত ও বিস্তার স্পষ্ট দশ হস্ত। এই ঘোরমূর্ত্তি মহাপর্ব্বতাকার রাক্ষসের গলদেশে রক্তমাল্য এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বদনবিবর কালের মুখের সদৃশ অতি প্রকাণ্ড; বোধ হইতেছে যেন ভাস্কর মেঘবক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার দুই কাঞ্চনাঙ্গদভূষিত বাহু দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বতরাজ হিমাচল উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদ্বয় উন্নত করিয়া আছে। ইহার সুলোচনসম্পন্ন মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া দুই পুনর্ব্বসুর মধ্যস্থিত পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মহাবাহো! ওই যে রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইয়াছে, তুমি আমায় ইহার পরিচয় প্রদান কর।

অমিততেজস্বী রাজপুত্র রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, মহাতেজা বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, কুবেরানুজ রাক্ষসরাজ রাবণ মহাতেজস্বী ও মহাবল, এবং তাঁহার কার্য্য অতি ভীষণ। এই রাক্ষস তাঁহার পুত্র, ধান্যমালিনীর গর্ভসম্ভূত, ইহার নাম অতিকায়। অতিকায় বীর্য্যবান; এবং যুদ্ধে রাবণের সমান; নিয়ত বৃদ্ধজনের পরামর্শ গ্রহণ করে। শাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি। নিশাচর সর্ব্বাস্ত্রবিদ্‌গণের চূড়ামণি এবং অশ্বারোহণ, রথারোহণ, গজারোহণ, খড়্গসঞ্চালন, ধনুর্দ্ধারণ ও পাশাদি ক্ষেপণে বিলক্ষণ পটু। সাম, দান, ভেদ, নীতি এবং মন্ত্রণা বিষয়েও ইহার প্রশংসা আছে। ইহার বাহুবলের আশ্রয় পাইলে লঙ্কার সমস্ত বিপদ্ দূর হয়।

এই অতিকায় তপঃশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া অস্ত্র সকল লাভ ও শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে, সুরাসুর ইহাকে বধ করিতে পারিবে

দান ; ঐ দিব্য কবচ এবং ঐ সূর্য্যসম ভাস্বর রথও ব্রহ্মাই ইহাকে প্রদান করিয়াছেন। এই অতিকায় শত শত বার দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া রাক্ষসদিগকে রক্ষা করিয়াছে, অনেক বীর যক্ষদিগকেও বিদূরিত করিয়াছে। যে রাক্ষস অস্ত্রগণ দ্বারা ইন্দ্রের বজ্র স্তম্ভিত এবং যুদ্ধে বরুণের পাশ বিফল করিয়াছিল, এই সেই রাবণপুত্র, দেবদানবদর্পহন্তা মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়। অতএব পুরুষর্ষভ! অতিকায় বাণ দ্বারা বানরসৈন্য ক্ষয় করিতে না করিতে আপনি সত্বর নিবারণের চেষ্টা করুন।

এদিকে বলবান্ অতিকায় বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরাসন বিস্ফারণ ও বার বার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ রথস্থিত মহাকায় অতিকায়কে দর্শন করিয়া বানরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহারা সকলে তাহার প্রতি ধাবিত হইল। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ লইয়া একত্রে ধাবমান হইল। অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ মহাতেজা মহাকায় যুদ্ধনিপুণ অতিকায় কনকভূষিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের বৃক্ষ ও শৈল সকল ছেদন ও তাহাদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিল। তাহারা বাণ বর্ষণ দ্বারা ভিন্নগাত্র ও পরাজিত হইয়া অতিকায়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। যৌবনদর্পিত সিংহ মৃগযূথের ন্যায়, রাক্ষস বানরবীরগণের সমস্ত সৈন্য ত্রাসিত করিয়া তুলিল। বানরগণ আর কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় আর কোন বানরকে না মারিয়া ধনুর্হস্তে রামের নিকট অগ্রসর হইয়া গর্ব্বিত বচনে কহিল, আমি ধনুঃশর হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, আমি সামান্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করি না। যাহার শক্তি থাকে, সে এখনই উদ্যোগী হইয়া আমাকে যুদ্ধ দান করুক।

রাক্ষসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুবিনাশন সুমিত্রানন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং অসহিষ্ণু হইয়া অগ্রসর ও ঈষৎ হাস্য করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। ক্রোধান্বিত সৌমিত্রি অগ্রবর্ত্তী

হইয়া ভূণ হইতে বাণ উত্তোলন পূর্ব্বক অতিকায়ের সম্মুখে স্বর্ণ-ধনু বিস্ফারণ করিলেন। তাঁহার অতিকঠোর জ্যাশব্দ সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র ও সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করিল। সৌমিত্রির ভয়ংকর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া মহাতেজা রাবণনন্দন মহাবল অতিকায় বিস্মিত হইল।

তখন অতিকায় লক্ষ্মণকে উদ্যত দর্শন করত কুপিত হইয়া নিশিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল, সৌমিত্রে! তুমি বালক; বিক্রমপ্রকাশেও তুমি অপটু, অতএব নিবৃত্ত হও; বৃথা কেন কালান্তক সদৃশ আমার সহিত যুদ্ধ করিবে। হিমালয়, কি অন্তরীক্ষ, বা পৃথিবীও আমার বাহুনিক্ষিপ্ত বাণের বেগ সহ্য করিতে সাহস করে না। কালাগ্নি নির্ব্বাণ অবস্থায় রহিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রজ্বালিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। অতএব ধনু ফেলিয়া ফিরিয়া যাও, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইও না। অথবা দেখিতেছি, তুমি অত্যভিমানী, ফিরিয়া যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই, তবে দাঁড়াও, প্রাণ হারাইয়া যমালয়ে গমন করিবে। এই দেখ, আমার তপ্তকাঞ্চনভূষিত শাণিত বাণ সকল সাক্ষাৎ রুদ্রের ত্রিশূলের ন্যায় রিপুকুলের প্রাণসংহারক। ক্রুদ্ধ মৃগরাজ যেমন গজরাজের, আমার এই আশীবিষসদৃশ বাণ তেমনি তোমার শোণিত পান করিবে। এই কথা বলিয়া অতিকায় শরাসনে শর সন্ধান করিল।

পৃথুগ্রীব মহাবল মনস্বী রাজপুত্র লক্ষ্মণ যুদ্ধে অতিকায়ের সেই সরোষ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং কহিলেন, কেবল বাক্যেতেই তুমি প্রধান হইতে পার না। আত্মশ্লাঘা করিলেই লোক প্রধান হয় না। দুরাত্মন্! আমি এই ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি, তুমি নিজবল প্রদর্শন কর। কর্ম্মের দ্বারা নিজ পরিচয় প্রদান কর; আত্মশ্লাঘা করা তোমার উচিত হইতেছে না। যাহার পৌরুষ আছে, তাহাকেই বীর বলা যায়। তুমি ধন্বী, রথোপরি অবস্থান করিতেছ; সর্ব্ব-

প্রকার অস্ত্রশস্ত্রও তোমার নিকট রহিয়াছে ; অতএব শর দ্বারা পার, অস্ত্র দ্বারা পার, নিজ পরাক্রম প্রদর্শন কর। তাহার পরে বায়ু যেমন কালপক্ক তাল ফলকে পাতিত করে, আমি তেমনি শাণিত শর দ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব। আজ আমার কাঞ্চনভূষিত সায়ক সকল তোমার গাত্রের ব্রণমুখ হইতে বিনিঃসৃত শোণিত পান করিবে। এ বালক, এই বলিয়া আমায় অবজ্ঞা করিও না, বালকই হই, আর বৃদ্ধই হই, জানিবে যুদ্ধে আমি তোমার অন্তক। বালক বিষ্ণু তিন পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অতিকায় লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত মহার্থসম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং এক উৎকৃষ্ট বাণ গ্রহণ করিল। তৎকালে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও মহাত্মা গুহ্যকগণ ঐ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় কুপিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক যেন আকাশকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি পরিত্যাগ করিল। শত্রুঘাতী লক্ষ্মণ আপতিত আশীবিষসদৃশ ঐ শর অর্দ্ধচন্দ্রশর দ্বারা ছেদন করিলেন। ছিন্নদেহ সর্পের ন্যায় সেই ছিন্ন বাণ দর্শন করিয়া নিশাচর অতিকায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ গ্রহণ এবং ঐ পঞ্চবাণ লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভরতানুজ রিপুঘাতী লক্ষ্মণ নিকটে না আসিতে আসিতেই শাণিত শরগণ দ্বারা ঐ পঞ্চ বাণ ছেদন করিয়া এক প্রজ্বলিত শাণিত শর গ্রহণ করিলেন। শর গ্রহণ পূর্ব্বক, ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজনা করিয়া বেগে আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেন। আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে পর, আনতপর্ব্ব বাণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠের ললাট বিদ্ধ করিল। ভীষণ রাক্ষসের ললাটদেশে মগ্ন ও শোণিতে সিক্ত হইয়া ঐ বাণ অচলবিলনিমগ্ন ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষসও লক্ষ্মণের বাণে প্রপীড়িত হইয়া, রুদ্রবাণাহত ঘোর ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিল।

এবং ক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, সাধু লক্ষ্মণ! তুমি যে বাণক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে জানিলাম, তুমি আমার সমযোগ্য শত্রু।

মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিকায় রাক্ষস মহাভুজদ্বয় অবনমন করত রথপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিল, এবং এক, তিন, পাঁচ বা সাত বাণ গ্রহণ করিয়া সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্রের শরাসননির্ম্মুক্ত কালান্তকোপম সুবর্ণপুঙ্খ সূর্য্যসঙ্কাশ বাণ সকল আকাশতল প্রদীপিত করিল।

অনন্তর রাঘবানুজ বহু শাণিত শর দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসনিক্ষিপ্ত ঐ বাণসমূহ ছেদন করিলেন। যুদ্ধস্থলে ঐ সমস্ত বাণ ছিন্ন হইল দেখিয়া দেবশত্রু রাবণনন্দন কম্পিত হইল এবং এক শাণিত শর গ্রহণ করিল। গ্রহণ করিয়া সন্ধান পূর্ব্বক ঐ বাণ সম্মুখাপাতী সৌমিত্রির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। সৌমিত্রি যুদ্ধস্থলে অতিকায় কর্ত্তৃক আহত হইয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ মদ ধারা, সেইরূপ সবেগে রুধির ধারা স্রাব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই বিভু আত্মাকে বেদনাশূন্য করিয়া এক তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। অমনি ঐ বাণ এবং ধনুও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাতেজা অতিকায়ও রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভুজঙ্গপ্রতিম সুবর্ণপুঙ্খ ঐ বাণ শরাশনে যোজনা করিল। অন্তক যমন দণ্ড, লক্ষ্মণ তেমনি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত পূর্ব্বোক্ত বাণ অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচরও আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রৌদ্র বাণ ক্ষেপণ করিল। আকাশতলে তেজঃপ্রদীপ্তাগ্র ঐ উভয় বাণ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে অভিঘাত করিতে লাগিল; পরে পরস্পর দগ্ধ, শিখাশূন্য ও ভস্মসাৎ হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর প্রকাশ পাইল না। অনন্তর

অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া দুষ্টদেবতাক ঐষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বীর্য্যবান্ সৌমিত্রি ঐন্দ্রাস্ত্রে উহা ছেদন করিলেন। ঐষিকাস্ত্র ছিন্ন হইল দেখিয়া কুমার রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া যাম্যাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি বাণ ত্যাগ করিল। লক্ষ্মণ বায়ব্যাস্ত্রে ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন, এবং মেঘ যেমন ধারা বর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে; ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের উপর সেইরূপ শরধারা বর্ষণ করিলেন। ঐ সকল শর রাবণনন্দনের বজ্রমণ্ডিত বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া সহসা ভূমিতলে পতিত হইল। শত্রুহন্তা মহাযশা লক্ষ্মণ বাণসমূহকে ব্যর্থ দর্শন করিয়া এককালে সহস্র বাণ বর্ষণ করিলেন। কিন্তু কবচরক্ষিত দেহ অতিকায় বাণবর্ষণে অভিবৃষ্ট হইয়াও ব্যথিত হইল না। যখন নরোত্তম লক্ষ্মণ যুদ্ধে তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না। তখন পবনদেব তাঁহার কর্ণে আসিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে ইহার কবচ কিছুতেই ছিন্ন হইবে না; অতএব আপনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই কবচ ছেদন করুন; অন্যথা পারিবেন না। কবচধারী এই বলবান্ অন্য অস্ত্রের অবধ্য।

ইন্দ্রসমানবীর্য্য সৌমিত্রি পবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। সুমিত্রানন্দন শাণিত শ্রেষ্ঠ বাণের অগ্রভাগে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিবামাত্র দশ দিক্, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, আকাশ ও পৃথিবী শব্দিত হইয়া উঠিল। বাণে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া লক্ষ্মণ ঐ বজ্রকল্প, যমদূত সদৃশ বাণ যুদ্ধে ইন্দ্রারিপুত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায় দেখিল, ঐ লক্ষ্মণবিসৃষ্ট সুবর্ণ ও বজ্রবিচিত্রিত-পুঙ্খ বায়ুবেগ বাণ প্রবুদ্ধবেগে আগমন করিতেছে। দেখিয়া অতিকায় উহার উপর সহসা অনেক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; বাণ উহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালান্তকল্প বাণে

শত শত শক্তি, ঋষ্টি, কুঠার শূল ও শর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু বাণ সমস্ত অদ্‌ভুতাকার অস্ত্র শস্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সহসা অতিকায়ের কিরীটভূষিত মস্তক হরণ করিল। তাহার শিরস্ত্রাণ সহিত মস্তক লক্ষ্মণের বাণে ছিন্ন হইয়া, হিমাচলের শৃঙ্গের ন্যায়, সহসা ভূতলে পতিত হইল। তাহার উষ্ণীশ ও আভরণভূষিত মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল, দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট সমস্ত নিশাচরই নিরতি ব্যথিত হইল। বারম্বার প্রহারে সকলেই শ্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার অতিকায়ের মস্তক ছিন্ন হইল দেখিয়া, সকলেই কাতর ও বিষন্নবদন হইয়া বিবিধ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেনাপতি নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ আর কেহ কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ভয়ে ধাবমান হইয়া নগরাভিমুখেপ্রস্থান করিল।

এদিকে আনন্দে বানরগণের বদন প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিধন হওয়ায় তাহারা লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল।

—০৪০—

বিংশতি সর্গ।

লক্ষ্মণ অতিকায়কে সংহার করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং কহিলেন, পরমক্রোধনস্বভাব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত এবং কুম্ভকর্ণ,ইহারা মহাবলবান্, বীর ও শত্রুসৈন্যের জেতা; সতত যুদ্ধের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত, কখনও কোথাও পরাজিত হয় নাই; কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এক এক করিয়া ইহাদিগের সকলকেই সংহার করিল। এতদ্ভিন্ন সে অন্যান্য মহাকায়, নানাশস্ত্রবিশারদ, মহাবল, মহাশূর বিস্তর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছে। আমার পুত্র বিখ্যাতবলপৌরুষ ইন্দ্রজিৎ সেই বললব্ধ বাণ দ্বারা দুই ভ্রাতাকে বন্ধন করিয়াছিল, সমস্ত মহাবল সুর কি অসুর, গন্ধর্ব্ব কি যক্ষ, কি পন্নগ, কেহই সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু

জানিনা, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কি স্ব স্ব প্রভাবে, না ইন্দ্রজাল বলেই সেই শরবন্ধন হইতে মুক্তি পাইল! আমার আজ্ঞানুসারে যে সমস্ত বীর রাক্ষস যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়াছিল, সুমহাবল বানরগণ তাহাদিগের সকলকেও সংহার করিয়াছে! অতএব বীর সুগ্রীব ও বিভীষণ এবং সৈন্যসহকৃত রাম লক্ষ্মণকে শাসন করে, আমি আর এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। অহো, রামের বল অতি অদ্ভুত! তাঁহার অস্ত্রেরও বল আশ্চর্য্যজনক! তাঁহার বিক্রমের স্পর্শমাত্র পাইয়া রাক্ষসগণ নিহত হইল। অতএব বোধ হয় বীর রাম সাক্ষাৎ অনাময় নারায়ণ; তাহা না হইলে তাঁহার ভয়ে লঙ্কার দ্বার ও গোপুর সকল বদ্ধ রাখিতে হইবে কেন! যাহা হউক, সমুদায় সেনানিবেশকে অতি সাবধান হইয়া নগরী রক্ষা করিতে হইবে। সীতা যথায় অবস্থিতি করিতেছে; সেই অশোকবনেরও সম্যক রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণ! নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশ কালে সকলকারই বিলক্ষণ অনুসন্ধান লইবে; বিশেষ সেনানিবেশ স্থলে বার বার এইরূপ করিবে। সর্ব্বত্র সৈন্য বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিবে। প্রদোষ কালেই হউক, অর্দ্ধ রাত্রি সময়েই হউক, আর প্রত্যূষ কালেই হউক, বানরদিগের গমনাগমন লক্ষ্য করিবে। কখনও বানরদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য করিবে না। শত্রু সৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়াছে, কি লঙ্কার দিকে আগমন করিতেছে, কি যেস্থানে ছিল সেই স্থানেই রহিয়াছে, এই সকল অতি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিবে।

লঙ্কাধিপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল রাক্ষসগণ যথোক্ত সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসনাথ রাবণও রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত শোকশল্য বহন করত নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, পুত্রের মৃত্যু বিষয় চিন্তা

করিতে করিতে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

—(০)—

ত্রিসপ্ততি তম সর্গ।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বেগে আগমন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় ও দেবান্তকাদি নিহত হইয়াছে। তাহারা নিহত হইয়াছে, সহসা এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে মোহ প্রাপ্ত হইলেন, পরে ঘোর ভ্রাতৃবধ ও পুত্রবধ ভাবনা করিয়া দীর্ঘ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তখন রাজাকে কাতর ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া, রাজকুমার মহারথ ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, পিতঃ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি এরূপ কাতর হইবেন না। হে রাক্ষসাধিপতে! এরূপ কেহই নাই যে সমরে ইন্দ্রজিতের বাণ দ্বারা আহত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে। এখনই দেখিবেন, আমার বিচিত্র বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত ও বিদ্ধ হইয়া রাম লক্ষ্মণ দেহ বিকিরণ পূর্ব্বক ভূমিতলে শয়ন করিয়াছে। হে ইন্দ্রশত্রো! নিজ সহজ বল ও ব্রহ্মদত্ত বরের বল অনুসারে আমি এই নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি এখনই অমোঘ শরসমূহ দ্বারা রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধপিপাসা চিরকালের জন্য শান্ত করিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্যগণ, অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য বলির যজ্ঞ স্থলে বিষ্ণুর প্রচণ্ড বিক্রমের ন্যায় আমার অপ্রমেয় পরাক্রম দর্শন করিবেন।

মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই কথা কহিয়া রাজার অনুমতি লইয়া, দেবধনু ও দেব খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ বায়ুবেগ রথে আরোহণ করিল। অরিন্দম মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্ররথসদৃশ এইপ্রকার রথে আরোহণ করিয়া, বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করিলে, উৎকৃষ্ট ধনুর্হস্ত সহস্র সহস্র মহাবল রাক্ষস সহর্ষ চিত্তে তাহার অনুগামী হইল। ভীমবিক্রম

নিশাচরগণ প্রাস, মুদ্গর, শূল, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডি, যষ্টি, শতঘ্নী ও পরিঘাদি ধারণ করিয়া কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বৃশ্চিকে, কেহ মার্জ্জারে, কেহ গর্দ্দভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ ভুজঙ্গে, কেহ বরাহে, কেহ ভল্লুকে, কেহ সিংহে, কেহ পর্ব্বতাকার জম্বুকে, কেহ কাকে, কেহ হংসে, কেহ কেহ বা ময়ূরে আরোহণ পূর্ব্বক, যাত্রা করিল। বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ সহস্র সহস্র পরিপূরিত শঙ্খের শব্দ ও ভেরীর শব্দের সহিত যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিল। শশিসমবর্ণ শঙ্খ ও ছত্র দ্বারা শত্রুসূদন ইন্দ্রজিৎ পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইল। সর্ব্বধনুদ্ধারিশ্রেষ্ঠ সেই বীরের পার্শ্বে সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন সুবর্ণবিভূষিত চামর সকল বীজিত হইতে থাকিল। তৎকালে সূর্য্যসমকান্তি ইন্দ্রজিতের দ্বারা লঙ্কা নগরী, ভাস্বরকান্তি ভাস্কর দ্বারা আকাশতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ জয়সাধন হোমভূমি নিকুম্ভিলা স্থানে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী সেনা স্থাপন করিল। তদনন্তর অগ্নিসমপ্রভ প্রতাপশালী রাক্ষসরাজপুত্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথা বিধানে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। গন্ধমাল্য সংকৃত লাজ দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া অগ্নিতে হব্য সামগ্রী সমর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্র সকল ঐ যজ্ঞের শরপত্র, রক্তবস্ত্র সকল বিভীতক সমিধ, এবং কার্ষ্ণায়স নির্ম্মিত শস্ত্র সকল স্রুব হইল। ইন্দ্রজিৎ ঐ স্থানে অগ্নিস্থাপন করিয়া তোমরাস্ত্ররূপ শরপত্র দ্বারা সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড ছেদন করিল। এবং জীবিত থাকিতে থাকিতেই মুণ্ড ও কলেবর সহিত ঐ স্থানে আহুতি দান করিল। অমনি হুতাশন নির্ধূম স্থূল শিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিত হইয়া বিজয়সূচক সমুদায় চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। হুতভুক্ কাঞ্চন সমবর্ণ ধারণ করত দক্ষিণাবর্ত্তে স্বয়ং উত্থিত হইয়া ঐ হব্য গ্রহণ করিলেন। তখন অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্ম মন্ত্রে স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত

করিল; ধনু, রথ এবং কবচও মন্ত্রপূত করিয়া লইল। এইরূপে অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত ও অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে পর সূর্য্যগ্রহ চন্দ্র ও নক্ষত্র মণ্ডল সহিত নভস্থল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। অচিন্ত্য-বীর্য্য পাবকসমতেজা মহেন্দ্রসম প্রভাব ইন্দ্রজিৎ এইরূপে যজ্ঞ সমাপন করিয়া ধনু, রথ, অসি, অশ্ব ও শূল লইয়া আকাশে অন্তর্দ্ধান করিল। অনন্তর রথাশ্বসমাকীর্ণ ধ্বজপতাকা শোভিত রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সিংহনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিল। তাহারা যুদ্ধ স্থলে তোমর, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিবিধ খরবেগ সুভূষিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, তোমরা বানরদিগকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধ কর। তখন তাহারা সকলে জয়াকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভীষণ বানরাদিগকে শরবৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নালীক, নারাচ, গদা ও মুষল সমূহ দ্বারা বানরদিগকে যুদ্ধ স্থলে ছেদন করিতে লাগিল। বৃক্ষযোধী বানরগণও আহত হইয়া রাবণ-নন্দনের উপর বেগে বৃক্ষ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাতেজা মহাবল রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক, এক এক বাণে নয়, পাঁচ ও সাত সাত বানরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সুদুর্জ্জয় বীর সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্য-সংকাশ বাণগণ দ্বারা যুদ্ধে বানরদিগকে মন্থন করিতে থাকিল। বানরগণ বিদ্ধকলেবর ও শরপীড়িত হইয়া সুরগণ দ্বারা মহাসুর-দিগের ন্যায়, যেন মথিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র-জিৎ প্রজ্বলিত বাণ রূপ কিরণজালে যুদ্ধভূমিতে যেন জ্বলিতে ছিল, বানরশ্রেষ্ঠগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা সকলেই বিদ্ধদেহ, বিচেতন, ব্যথিত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রামের

জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শাখামৃগ সকল সমরে জীবন ত্যাগ করিতে থাকিল। পরাবৃত্ত হইয়াও তাহারা শিলাধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিল। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিয়া রাবণনন্দনের উপর বৃক্ষ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও শিলা-সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মহাতেজা সমরজয়ী রাবণনন্দন বাণপ্রতিরোধক ঐ মহাবৃক্ষ ও শিলাবর্ষণ সমস্ত নিবারণ করিল; অগ্নিসংকাশ আশীবিষসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা নিখিল বানরসেনা বিদ্ধ করিতে লাগিল; অষ্টাদশ তীক্ষ্ণ শরে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া দরস্থিত নলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিল। এইরূপ মর্ম্মবিদারণ সাত বাণে মৈন্দ, পঞ্চ বাণে গজ, দশ বাণে জাম্ববান্, ত্রিংশৎ বাণে নীল, এবং বরপ্রাপ্ত বাণগণ দ্বারা সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে বিদ্ধ করিয়া নির্জ্জীব করিয়া ফেলিল। কালাগ্নির ন্যায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরদিগকেও বহুশরে বিদ্ধ করিল। এইরূপে সুনিক্ষিপ্ত সূর্য্য-সংকাশ শীঘ্রগতি শরনিকর দ্বারা মহারণে বানরবাহিনীকে নিষ্পন্দিত করিতে লাগিল; এবং শরজাল পীড়িতা বানরবাহিনীকে ব্যাকুলিতা ও রুধিরসিক্তা দেখিয়া মহানন্দে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। অনন্তর মহাতেজা বলবান্ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার দারুণ বাণ বর্ষণ ও অস্ত্রবর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বানরদিগকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। নীল জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, রাক্ষসরাজকুমার তেমনি, অদৃশ্য হইয়া, বানরবাহিনীর মস্তকোপরি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত, পরক্ষণেই আবার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। অদ্রি-সংকাশ বানরগণ, ইন্দ্রজিতের বাণ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও মায়ায় মোহিত হইয়া, বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রাহত মহাপর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। রণস্থলে তাহারা কেবল শাণিতাগ্র শরসমূহ দর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু মায়া-প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রশত্রু রাক্ষস ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না।

অনন্তর সেই মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সূর্য্যসমপ্রভ শাণিতাগ্র বাণগণ দ্বারা দশ দিক্ আচ্ছাদন ও প্রধান প্রধান বানরদিগকে বিদারণ করিতে আরম্ভ করিল। সে বানরসৈন্যমধ্যে অতি প্রদীপ্ত অনলসন্নিভ শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ঐ সমস্ত শূলাদি হইতে সস্ফুলিঙ্গ বহ্নি নির্গত হইতে থাকিল। বানরযূথপতিসকল ইন্দ্রজিতের পাবকসঙ্কাশ বাণ সমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রস্ফুটিত কিংশুকবৃক্ষের শোভা ধারণ করিল। তাহারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠের বাণে নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া ভীমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট উপস্থিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ইন্দ্রজিৎকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিবামাত্র, নয়নে আহত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ প্রাস, শূল ও শাণিত বাণসমূহ দ্বারা বানরশার্দ্দূল হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, হরিলোমা, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানল, জ্যোতির্ম্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে বিদ্ধ করিল।

রাবণনন্দন এইরূপে গদা ও সুবর্ণবর্ম বাণসমূহ দ্বারা বানরদিগকে পেষণ ও বিদ্ধ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের উপর সূর্য্যকিরণসঙ্কাশ শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। পরমাদ্ভুতশ্রীক রামচন্দ্র বাণবর্ষণে অভিবৃষ্ট হইয়া, জলধারার ন্যায় অনায়াসে উহা সহ্য করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বানরসৈন্য নাশ করিয়া আমাদিগেরও উপর অজস্র ব্রহ্মমন্ত্রপূত অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছে। ভীমকায় মহাবল ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছে, এবং অদৃশ্যভাবে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং ইহাকে দেখিতে না পাইলে কি করিয়া বিনাশ করা যাইবে। আর যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা,

এই অস্ত্র সেই অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর ; অতএব হে ধ্যান-সম্পন্ন ! তুমি ব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে আমার সহিত এই বাণপতন সহ্য কর। এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাণবৃষ্টি করিয়া, দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে ; প্রধান প্রধান বীর নিপতিত হওয়ায় সুগ্রীবের সেনার আর সে শোভা নাই। এক্ষণে যদি আমরা হর্ষরোষশূন্য হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বিচেতনের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ইন্দ্রজিৎ সুতরাং জয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলাম ভাবিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে তৎকালে অতীব ব্যথিত ও চেতন শূন্য হইলেন। ইন্দ্রজিৎও তাঁহাদিগকে তদবস্থ করিয়া আনন্দে যুদ্ধস্থলে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে যুদ্ধস্থলে বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে বিচেতন করিয়া ইন্দ্রজিৎ বেগে রাবণপালিতা নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল ; রাক্ষসগণ স্তব করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎ পিতাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিল।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রণস্থলে রাম ও লক্ষ্মণ বিচেতন হইলে পর সমস্ত বানরসৈন্যও বিমোহিত হইল ; সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ, এবং জাম্ববানেরও চেতনা রহিল না। এই প্রকার সকলকেই বিচেতন দর্শন করিয়া বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ বিভীষণ কালোচিত উৎকৃষ্ট বাক্যে বানরবীরদিগকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই ; রাম লক্ষ্মণ বিচেতনপ্রায় হইয়াছেন বলিয়া, বিষণ্ণ হইবার কোন কারণই নাই ; ব্রহ্মমন্ত্রের মান রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জন্যই

তাঁহারা ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে অভিভূতপ্রায় হইয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে অমোঘবীর্য্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন; যুদ্ধ স্থলে সেই অস্ত্রের মান রক্ষা করিবার জন্যই, প্রভু রাম ও লক্ষ্মণ ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন, অতএব বিষাদের হেতু কি?

তখন বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের মান রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এই কথা বলিয়া বিভীষণকে কহিলেন, অস্ত্রানভিজ্ঞ বলবান্ এই বানরসৈন্য মধ্যে যাহারা এখনও প্রাণ ধারণ করিতেছে, আসুন, তাহাদিগের অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া হনুমান্ ও বিভীষণ উভয়ে একত্রে উল্কা হস্তে লইয়া সেই রাত্রিকালে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভাস্বরশরজালনিপাতিত পর্ব্বতাকার বানরবীরগণে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, কাহারও মস্তক, কাহারও হস্ত, কাহারও উরু, কাহারও পাদ, কাহারও অঙ্গুলি, কাহারও বা গ্রীবা ভগ্ন হইয়াছে। সকলেরই গাত্র হইতে অজস্র রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে। তাঁহারা দেখিলেন, সুষেণ, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্ সুষে-, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ বানর, সকলেই রণে নিহত হইয়াছে। সায়ংকাল মধ্যে সপ্তষষ্টি কোটি বলবান বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে।

সাগর সমান বানরসৈন্য সমস্ত রণমথিত হইয়াছে দর্শন করিয়া হনুমান ও বিভীষণ জাম্ববানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিনন্দন জাম্ববান্ একে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত; তাহাতে আবার শত শরে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া যেন নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় হইয়াছেন। দর্শন করত নিকটে গমন করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আর্য্য! তীক্ষ্ণ শত বাণে বিদ্ধ হইয়া এখনও ত আপনার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই?

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ অতিকষ্টে বাক্যনিষ্পত্তি করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর্য্য রাক্ষসরাজ! আমি কেবল কথায় তোমাকে চিনিতে পারিতেছি, কিন্তু নিশিত

শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া চক্ষে তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। যাহা হউক, হে সুব্রত! যাঁহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সৎপুত্রবতী ও ভগবান্ বায়ু সৎপুত্রবান্ হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কি জীবিত আছে?

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, আপনি প্রভু রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আর্য্য! আপনি হনুমানের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, রাজা সুগ্রীব, অঙ্গদ, বা রাম লক্ষ্মণের প্রতি সেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন না।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ কহিলেন, হে রাক্ষসশার্দ্দূল! আমি যে পবননন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বীর যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে বানরসৈন্য মরিলেও মরে নাই; আর এই হনুমানের যদি জীবন ত্যাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মরিয়াছি। ভ্রাত! বীর্য্যে অনলের সদৃশ পবনতুল্য পবননন্দন যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলেই আমরা জীবনের আশা করিতে পারি। তখন পবননন্দন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, আমি হনুমান প্রণাম করিতেছি। হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের বোধ হইল, যেন তিনি তৎকালে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা জাম্ববান্ হনুমান্‌কে কহিলেন, এস, বানরশ্রেষ্ঠ, বানরদিগকে পরিত্রাণ কর। তোমার ন্যায় পরাক্রম আর কাহারও নাই; তুমিই বানরদিগের পরম সখা। তোমারই পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অন্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুমি ঋক্ষ ও বানরবাহিনীর হর্ষোৎপাদন কর; রামলক্ষ্মণও বিচেতন হইয়াছেন; তুমি তাঁহাদিগের প্রাণোদ্ধার কর। উপর্য্যুপরি সাগর পার হইয়া, অতি দূর পথ

অতিক্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ হিমাচলে গমন করিবে। হে অরিনিসূদন! তাহার পর অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাস পর্ব্বত দর্শন করিবে। বীর! সেই দুই পর্ব্বতের শিখরের মধ্যস্থলে সদ্ধৌষধিসমান্বিত সমুজ্জ্বল ওষধি পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! দেখিবে, ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগে চারিপ্রকার ওষধি জন্মিয়াছে; এই চারি ওষধি স্ব স্ব প্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া আছে। উহাদিগের নাম মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, এবং সন্ধানকরণী। হনুমন্! এই ওষধিচতুষ্টয় লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর। হে পবননন্দন। বানরদিগকে প্রাণ দান করিয়া আশ্বস্ত কর।

বায়ুবেগে সাগর যেমন স্ফীত হয়, জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ তেমনি বলবৃদ্ধি করিয়া স্ফীত হইলেন। তিনি যখন পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া পর্ব্বতকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকেও আর এক পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বানরের পাদপীড়িত হইয়া ঐ পর্ব্বত নিমগ্ন হইতে থাকিল, নিরতি নিপীড়িত হইয়া, আর যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিল না। বানরের বেগ হেতু উহার প্রস্তর সকল ভূমিতে পতিত ও পরস্পর সংঘট্টিত হইয়া জ্বলিত হইল। হনুমান্ পীড়ন করাতে উহার শৃঙ্গ সকলও বিশীর্ণ হইল। পবননন্দনের নিপীড়নে বৃক্ষ ও শিলাপট্ট ভগ্ন হইয়া, পর্ব্বত ঘূরিতে লাগিল; সুতরাং তদুপরি অবস্থিতি করা বানরদিগের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। লঙ্কার মহাদ্বার সকলও ঘূর্ণিত হইতে থাকিল; এবং গৃহগোপুর সকল ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল; সমস্ত লঙ্কা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল; বোধ হইল যেন লঙ্কা রাত্রিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। অচলসঙ্কাশ পবননন্দন এইরূপে অচলকে নিপীড়ন করিয়া সাগরসহিতা পৃথিবীকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। তিনি পাদদ্বয়ে পর্ব্বত চাপিয়া, বড়বার ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক, রাক্ষসদিগের ত্রাসোৎপাদন করত

ভীমস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। মারুতি শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষস সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ভয়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারিল না। অনন্তর ভীমপরাক্রম শত্রুনিসূদন পবননন্দন রামকে নমস্কার করিয়া, রামের জন্য অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। ভুজঙ্গাকার লাঙ্গূল উত্তোলন, পৃষ্ঠদেশ আনত, কর্ণযুগল আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখাকৃতি মুখ ব্যাদান করিয়া প্রচণ্ডবেগ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে লম্ফ প্রদান করিলেন। বেগে তিনি বৃক্ষষণ্ড, শৈল, শিলা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন; ক্ষীণবেগ ঐ সকল বানর বাহু এবং উরুর বেগে আকৃষ্ট হইয়া সাগরজলে পতিত হইল। গরুড়সবানবীর্য্য বায়ুনন্দন ভুজঙ্গভোগসদৃশ বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক যেন দশদিক্ আকর্ষণ করিয়া পর্ব্বতরাজ হিমাচলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বিষ্ণুহস্তনিক্ষিপ্ত চক্রের ন্যায় তিনি ভীষণ বেগে গমন করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে দর্শন করিলেন, সাগরের তরঙ্গমালা ঘূর্ণিত হইতেছে; এবং ঐ ঘূর্ণিত জলবেগে সমুদায় জলচর প্রাণীও ঘূর্ণমান হইতেছে। স্বীয় পিতার সমান বেগশালী হনুমান্ এইরূপে কত শত পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তড়াগ, উৎকৃষ্ট নগর ও সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। পিতৃতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন বীর হনুমান সূর্য্যের পথ অবলম্বন করিয়া অতিবেগে অক্লেশে যাইতে থাকিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, বায়ুর ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জাম্ববানের বাক্য মনোমধ্যে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়া ভীমবিক্রম মহাকপি হনুমান অবশেষে হিমালয় দর্শন করিলেন। তিনি নানা প্রস্রবণ সমন্বিত, বহুকন্দরভূয়িষ্ঠ, শ্বেতাভ্রচয়সঙ্কাশ চারুদর্শন শিখর এবং বিবিধ বৃক্ষগণে পরি-

শোভিত নগরাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যুন্নত সুন্দর হেমশৃঙ্গ পরিমণ্ডিত নগরাজে উপস্থিত হইয়া, মারুতি সুরোত্তম-বৃন্দপরিশোভিত বিবিধ পুণ্যাশ্রম দর্শন করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের স্থান, ভগবান বজ্রনাভের স্থান, ইন্দ্রালয়, যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উমাপতি ত্রিপুর সংহার জন্য শরক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রুদ্রশর মোক্ষ স্থান, নৃসিংহদেবের স্থান, ব্রহ্মা ক্র দেবতার স্থান, এবং রুদ্রকিঙ্করগণের সমুজ্জ্বল স্থান, দেখিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নির আলয়, কুবেরালয়, সূর্য্যসমপ্রভ সূর্য্যনিবেশ স্থান, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্থান, পিনাকাস্ত্রের স্থান এবং ভূমণ্ডলের নাভি স্থান দর্শন করিলেন। বিঘ্ননাশন নন্দিকেশ্বর এবং দেবগণপরিবৃত মহাননকেও দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, দুরধিগম্যা উমা কন্যকাগণে পরিবৃত হইয়া দর্শকের ত্রাসোৎপাদন করিতেছেন। অত্যুন্নত কৈলাস এবং মহাদেব যে স্থানে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, হিমালয়ের সেই শিলাপট্টও দর্শন করিলেন। অনন্তর পবননন্দন জাম্ববান যে সর্ব্বৌষধি পর্ব্বতের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুজ্জ্বল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বত প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধিসমূহে জ্বলিতেছিল। অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত ঐ পর্ব্বত দর্শন করিয়া বায়ুপুত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া ওষধির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মহাকপি মারুতি উক্তরূপে সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করিয়া দিব্যৌষধি-সমুৎপাদক পর্ব্বতে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ পর্ব্বতে যে যে ওষধি ছিল, হনুমান অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, জানিয়া তৎসমস্তই অদর্শন হইল। মহাত্মা হনুমান ওষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, নগেন্দ্র! তুমি মনে করিয়াছ কি? রামের প্রতি তুমি

অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ না? দেখ, তুমি এখনই আমার বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে। এই বলিয়া মহাবল মারুতি নাগ, কাঞ্চন, সহস্র প্রকার ধাতু ও শিলাপট্ট সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিলেন; পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং সানুসকল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া হনুমান্ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সুর ও অসুরেন্দ্রগণ সহিত ত্রিলোক বিত্রাসিত করিয়া গরুড়ের সমান প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে লাগিলেন, বিবিধ খেচরেরা তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। সূর্য্যসঙ্কাশ মহাকপি সূর্য্যসমপ্রভ পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত সূর্য্যের পথে উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের সন্নিকটে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। বিষ্ণু যেমন হস্তধৃত সহস্রধার চক্রদ্বারা শোভিত হন, পর্ব্বতপ্রতিম পবননন্দন ঐ শৈল ধারণ করিয়া সেইরূপ নিরতি শোভিত হইলেন।

অনন্তর বানরেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কার বানর সকল প্রতিশব্দ করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই মহাত্মা হনুমান্ পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত বানরসৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন; এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মাননীয় বানরদিগকে প্রণাম করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন।

মহৌষধির গন্ধ প্রাপ্ত হইবামাত্র রাম লক্ষ্মণ বেদনাশূন্য হইয়া উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন; বানরবীরগণও উৎথিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই সকলেই যাতনা ও বেদনা শূন্য হইয়া উঠিল; যে সকল বানরবীর নিহত হইয়াছিল, দিব্যৌষধির গন্ধ পাইয়া, তাহারা যেন স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াই গাত্রোত্থান করিল। যে অবধি লঙ্কায় বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, বানরগণ নিহত রাক্ষসের সংখ্যা করিতে না

শোভিত নগরাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যুন্নত সুন্দর হেমশৃঙ্গ পরিমণ্ডিত নগরাজে উপস্থিত হইয়া, মারুতি সুরোত্তম-বৃন্দপরিশোভিত বিবিধ পুণ্যাশ্রম দর্শন করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের স্থান, ভগবান বজ্রতনাভের স্থান, ইন্দ্রালয়, যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উমাপতি ত্রিপুর সংহার জন্য শরক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রুদ্রশর মোক্ষ স্থান, নৃসিংহদেবের স্থান, ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার স্থান, এবং রুদ্রকিঙ্করগণের সমুজ্জ্বল স্থান, দেখিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নির আলয় কুবেরালয়, সূর্য্যসমপ্রভ সূর্য্যনিবেশ স্থান; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্থান, পিনাকাস্ত্রের স্থান এবং ভূমণ্ডলের নাভি স্থান দর্শন করিলেন। বিঘ্ননাশন নন্দিকেশ্বর এবং দেবগণপরিবৃত ষড়াননকেও দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, দুরধিগম্যা উমা কন্যকাগণে পরিবৃত হইয়া দর্শকের জ্ঞানোৎপাদন করিতেছেন। অত্যুন্নত কৈলাস এবং মহাদেব যে স্থানে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, হিমালয়ের সেই শিলাপট্টও দর্শন করিলেন। অনন্তর পবননন্দন, জাম্ববান যে সর্ব্বৌষধি পর্ব্বতের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুজ্জ্বল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বত প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধিসমূহে জ্বলিতেছিল। অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত ঐ পর্ব্বত দর্শন করিয়া বায়ুপুত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া ওষধির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মহাকপি মারুতি উক্তরূপে সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করিয়া দিব্যৌষধি-সমুৎপাদক পর্ব্বতে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ পর্ব্বতে যে যে ওষধি ছিল, হনুমান অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, জানিয়া তৎসমস্তই অদর্শন হইল। মহাত্মা হনুমান ওষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, নগেন্দ্র! তুমি মনে করিয়াছ কি? রামের প্রতি তুমি

অনুকম্পাপ্রদর্শন করিতেছ না? দেখ, তুমি এখনই আমার বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে। এই বলিয়া মহাবল মারুতি নাগ, কাঞ্চন, সহস্র প্রকার ধাতু ও শিলাপট্ট সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিলেন; পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং সানুসকল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া হনুমান্ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সুর ও অসুরেন্দ্রগণ সহিত ত্রিলোক বিত্রাসিত করিয়া গরুড়ের সমান প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে লাগিলেন, বিবিধ খেচরেরা তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। সূর্য্যসঙ্কাশ মহাকপি সূর্য্যসমপ্রভ পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত সূর্য্যের পথে উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের সন্নিকটে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। বিষ্ণু যেমন হস্তধৃত সহস্রধার চক্রদ্বারা শোভিত হন, পর্ব্বতপ্রতিম পবননন্দন ঐ শৈল ধারণ করিয়া সেইরূপ নিরতি শোভিত হইলেন।

অনন্তর বানরেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কার বানর সকল প্রতিশব্দ করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই মহাত্মা হনুমান্ পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত বানরসৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন; এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মাননীয় বানরদিগকে প্রণাম করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন।

মহৌষধির গন্ধ প্রাপ্ত হইবামাত্র রাম লক্ষ্মণ বেদনাশূন্য হইয়া উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন; বানরবীরগণও উত্থিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই সকলেই যাতনা ও বেদনা শূন্য হইয়া উঠিল; যে সকল বানরবীর নিহত হইয়াছিল, দিব্যৌষধির গন্ধ পাইয়া, তাহারা যেন স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াই গাত্রোত্থান করিল। যে অবধি লঙ্কায় বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, বানরগণ নিহত রাক্ষসের সংখ্যা করিতে না

পারে, এই অভিপ্রায়ে নিহত হইবামাত্র রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞা ক্রমে সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং মৃত রাক্ষসদিগের মধ্যে আর কেহই প্রাণ পাইল না।

অনন্তর প্রচণ্ডবেগ বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই ওষধি পর্ব্বতকে পুনর্ব্বার হিমাচলেই রাখিয়া অবিলম্বেই রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

—(০)—

পঞ্চ সপ্তত সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব শেষ কর্ত্তব্য বিজ্ঞাপন করিয়া, হনুমান্‌কে কহিলেন ; কুম্ভকর্ণ এবং রাজকুমার সকল নিহত হইয়াছে ; অতএব রাবণ এক্ষণে যুদ্ধে বিশ্রাম দান করিবে, কিন্তু তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া, আমাদিগের উচিত হয় না। অতএব, যে সকল লঘুবিক্রম মহাবল বানরবীর আছে, তাহারা প্রদীপ্ত উল্কা হস্তে লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করুক।

বানররাজের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বানরবীরগণ সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষ সময়ে উল্কা হস্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। উল্কাহস্ত বানরগণ চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলে, দ্বাররক্ষক বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ সহসা পলায়ন করিল। বানরেরা আনন্দিত চিত্তে গোপুর, বিবিধ রথ্যা ও পথ এবং প্রাসাদসকলে অগ্নিপ্রদান করিল। তখন হুতাশন রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ করিতে থাকিলেন। পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সকল ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অগরু, সুগন্ধি চন্দন, মৌক্তিক, মণি, স্নিগ্ধবর্ণ বজ্র, প্রবাল, সুশোভন ক্ষৌম কৌশেয়, মেষলোমনির্ম্মিত ও অন্যান্য বিবিধ ঊর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র, সুবর্ণময় গৃহসামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র-নির্ম্মিত অশ্বসজ্জা, গজের গলবন্ধন পট্ট, সুরচিত রথালঙ্কার, যোধগণের তনুত্রাণ, হস্ত্যশ্বের দেহাবরণী, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, ও শক্তি সকল দগ্ধ হইতে থাকিল। হুতাশন

বিবিধ কম্বল, চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগমদাদি অগুরু দ্রব্য, এবং মণি-মুক্তা বিচিত্রিত নানাবিধ প্রাসাদ, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র গৃহ সকল ও সুবর্ণচিত্রিতবর্ম্মধারী মাল্যালঙ্কারবিভূষিত সুশোভনপরিচ্ছদপরিহিত গৃহগৃধ্নু রাক্ষসগণের আবাস সকল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কোন কোন রাক্ষসের চক্ষু সীধুপানে ঘূর্ণিত হইতেছিল; শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাহারা স্খলিত গতিতে পলায়ন করিতে লাগিল; প্রেয়সী সকল তাহাদিগের বস্ত্রপ্রান্ত ধারণ করিয়া চলিল; কোন কোন রাক্ষস গদা, শূল ও অসি হস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ছিল; কেহ কেহ ভোজন করিতে ছিল, কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে ছিল; কেহ কেহ বা প্রিয়ার সহিত শয্যায় শয়ান ছিল; কেহ কেহ বা ভীত হইয়া পুত্রদিগকে লইয়া সত্বর পলায়ন করিতেছিল; হুতাশন লঙ্কাবাসী এই প্রকার রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেন। ঐ সকল গৃহ সুদৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন, অনেক কক্ষাদি নিবন্ধন দুষ্প্রবেশ্য, সুবর্ণময় চন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শোভিত, প্রশস্তশিরোগৃহসমন্বিত, সুবর্ণবিচিত্রিত গবাক্ষ দ্বারা সমলঙ্কৃত, বিবিধ সৌধহর্ম্ম্যসহকৃত; ও মণি-বিদ্রুম দ্বারা বিচিত্রিত; এবং এত উচ্চ যে বোধ হয় যেন দিবাকরকে স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধে উৎথিত হইয়াছে। পর্ব্বতাকার ঐ সমস্ত গৃহের মধ্যে ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর সমবর্ণ ভূষণ সকলের নিয়ত নিস্বন হইতেছিল। হুতভুক্ এতাদৃশ গৃহ সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তোরণ সকল অনলে পরিব্যাপ্ত হইয়া; গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎপরিমণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল। গৃহ সকল ও সর্ব্বতঃ পাবকপরিবেষ্টিত হইয়া দাবাগ্নি প্রদীপ্ত গিরিশিখরের আভা ধারণ করিল। দিব্যাঙ্গনা সকল প্রাসাদশিখরে সুষুপ্ত ছিল; দহ্যমান হইয়া সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা হা শব্দে চীৎকার করিতে থাকিল। ভবন সকল পাবকপরিব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রবজ্রাহত মহাগিরির শৃঙ্গের

ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। দূর হইতে দহ্যমান গৃহ সকলকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন হিমাচলের শিখর সকল সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে। রাত্রিকালে হর্ম্ম্যাগ্র সমস্ত অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হইয়া দহ্যমান হইতে থাকিলে বোধ হইল যেন লঙ্কাময় কিংশুক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অগ্নি হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, হস্তিপকেরা হস্তী, এবং অশ্বপালেরা অশ্ব সকল ছাড়িয়া দিল, তাহাতে লঙ্কা যুগান্তকালীন ভ্রান্তগ্রাহ মহাসাগরের ন্যায় হইয়া উঠিল। কোথাও ভীত হস্তী বন্ধনমুক্ত অশ্বকে দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইল, কোথাও ভীত হস্তীকে দর্শন করিয়া ভীত অশ্ব তদভিমুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দহ্যমান লঙ্কার ছায়া সাগরজলে পতিত হইল, বোধ হইল যেন লবণোদধি লোহিত জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকারে বানরগণ কর্ত্তৃক দাহ্যমান হইয়া লঙ্কা নগরী মুহূর্ত্তকাল মধ্যে, ভয়ঙ্কর যুগান্ত সময়ে প্রদীপিতা বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া উঠিল। ধূমে পরিব্যাপ্ত এবং অনলে দহ্যমান নারীকুলের চীৎকার ধ্বনি শত যোজন হইতে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। কতক রাক্ষস দগ্ধ শরীরে লঙ্কার বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বানরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল। বানরগণের সিংহনাদ এবং রাক্ষসগণের চীৎকারে দশদিক্, সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

এদিকে মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বিশল্য হইয়া, অসংভ্রান্তচিত্তে দুই জনে দুই দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণের ভয়াবহ তুমুল শব্দ হইতে থাকিল। শরাসনবিস্ফারণ সময়ে রামচন্দ্র, যুগান্ত সময়ে বেদময় শরাসন আকর্ষণকারী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রামের জ্যাশব্দ, বানরগণের চীৎকার অতিক্রম করিয়া কর্ণগোচর হইতে থাকিল। বানরযূথের সিংহনাদ, রাক্ষসগণের চীৎকার, আর রামের জ্যা-

শব্দ, এই তিন শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল। রামের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরসমূহদ্বারা আহত হইয়া লঙ্কানগরীর কৈলাসশৃঙ্গাকার সিংহদ্বার সকল বিশীর্ণ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। প্রতি গৃহে ও প্রতিপ্রাসাদে রামের শরসমস্ত দর্শন করিয়া রাক্ষসেন্দ্রগণ ভীষণ উদ্যোগ আরম্ভ করিল। তাহারা উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে থাকিলে, তাহাদিগের পক্ষে রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাত্মা সুগ্রীব বানরবীরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! তোমরা লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিবে। দ্বারাবরোধী গুল্মের মধ্যে যে কোন বানর পলায়ন করিবে, রাজাজ্ঞালঙ্ঘনদোষনিবন্ধন তোমরা তাহাকে বধ করিবে।

সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারাবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিলে পর, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধভরে জৃম্ভা ত্যাগ করিলেন; জৃম্ভাশব্দে দশদিক ব্যাপ্ত হইল। রুদ্রের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বগাত্রে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ প্রকাশ পাইল। এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বহুরাক্ষসসমভিব্যাহারে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, এবং কম্পন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পুত্র-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিল। রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষস-দিগের সকলকেই আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ! সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখনই যুদ্ধ যাত্রা কর।

রাক্ষসাধিপতির আজ্ঞামাত্র এই সকল রাক্ষস ভাস্বর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল। তৎকালে তারাপতির প্রভা, তারাগণের আভা, এবং কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়ের আভরণপ্রভা একত্রে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিল। চন্দ্রের আভা, ভূষণের আভা এবং জ্বলিতগৃহরাজীর আভায় বানর ও রাক্ষসসৈন্য সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। চঞ্চল তরঙ্গাকুল সাগরসলিলে অঙ্গ-

প্রজ্বলিত গৃহসকলের আভা পতিত হইল; তাহাতে সাগরের অতি অপূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল। ক্রমে সুমহৎ রাক্ষসসৈন্য বানরগণের দৃষ্টিগোচর হইল, সৈন্য মধ্যে ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতেছিল; উৎকৃষ্ট অসি ও পরশ্বধ সকল প্রকাশ পাইতেছিল, ভীষণ অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিকগণের ইয়ত্তা ছিল না; তন্মধ্যে অসংখ্য গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও কার্ম্মুক সকল জ্বলিতেছিল; সৈনিকেরা সকলেই ঘোর বিক্রম ও পৌরুষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং প্রাসসকল জ্বলিতেছিল। যোদ্ধৃগণের ভুজদণ্ডসকল সুবর্ণপ্রভায় পরিব্যাপ্ত, সৈন্যমধ্যে পরশ্বধ ও মহাশস্ত্র সকল ঘূর্ণিত হইতেছিল; শরাসনে বাণ যোজনা করা ছিল; সৈনিকদিগের গন্ধ, মাল্য ও আসবগন্ধে বায়ু আমোদিত করিয়াছিল এবং অসংখ্য শূর যোদ্ধা সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট ছিল। এই প্রকার ভীষণ সৈন্য মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতেছিল।

এতাদৃশ মহতী রাক্ষসীসেনা আগমন করিতেছে দেখিয়া, বানরসৈন্যও উচ্চৈঃশব্দ করিয়া, অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখন, সেই বিপুল রাক্ষসসৈন্য অনলাভিমুখে শলভ সঙ্ঘের ন্যায়, বেগে শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। যোদ্ধৃগণ হস্তে পরশু ঘূর্ণিত করাতে রাক্ষসসৈন্যের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন বানরগণ যুদ্ধেচ্ছায় যেন মত্ত হইয়া, রাক্ষসদিগকে আক্রমণ এবং শৈল ও মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসেরাও নিশিতশরসমূহ দ্বারা বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। বানরেরা দন্তাঘাতে কত রাক্ষসের কর্ণ ছেদন; মুষ্ট্যাঘাতে কত রাক্ষসের মস্তক ভগ্ন এবং শিলা প্রহারে কত শত রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিয়া দিল; রাক্ষসেরাও তেমনি নিশিত শরজাল দ্বারা কত বানরবীর সংহার করিল। বানরেরাও আবার কত শত রাক্ষস বীরের প্রাণ হরণ করিল। একজন আর এক জনকে বিনাশ এবং সে অমনি তাহাকেও বিনাশ করিল। একজন অপরকে নিপাতিত, সে অমনি

তাহাকে নিপাতিত করিল, একজন আর একজনের উপর গালি বর্ষণ, সেও অমনি তাহার উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; এক জন অপরকে দন্তাঘাত, সেও অমনি তাহাকে দন্তাঘাতকরিল। কেহ বলিতে লাগিল যুদ্ধ দেও, আর এক জন বলিল, দিতেছে। অপর একজন বলিল দিতেছি। পরস্পর বলিতে লাগিল, আর কেন জ্বালাতন করিস, দাঁড়া। কাহারও অস্ত্র ব্যর্থ হইল, কাহারও কবচ ও অস্ত্র খসিয়া পড়িল, কেহ মহাপ্রাস উদ্যত করিল; কেহ মুষ্টি, কেহ শূল, কেহ বা কুন্ত লইয়া প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এক এক রাক্ষস রণে সাত সাত, দশ দশ বানরকে সংহার করিল; এক এক বানরও সাত সাত, দশ দশ রাক্ষসের প্রাণ হরণ করিল। শেষে বানর সৈন্য রাক্ষস সৈন্যকে নিবারণ করিল।

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

বীর জনের ক্ষয় কারক এইপ্রকার তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে রণে রণোৎসুক অঙ্গদ ও কম্পন বীরের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। দর্শনমাত্র কম্পন অঙ্গদকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত বেগে ধাবমান হইয়া গদাদ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। আহত হইয়া অঙ্গদ ঘূর্ণিত হইতে থাকিলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তেজস্বী অঙ্গদ এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; কম্পন শৃঙ্গ প্রহারে কাতর হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

রণে কম্পন নিহত হইল, দর্শন করিয়া, শোণিতাক্ষ নির্ভীক চিত্তে রথারোহণে সত্বর অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল; এবং অঙ্গদের উপর শরীরবিদারণ কালাগ্নিসদৃশ বহু শাণিত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, কর্ণি, শল্য ও বিপাট প্রভৃতি বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী বলবান বালিপুত্র সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া বেগে শোণিতাক্ষের ভীষণ ধনু,

রথ ও বাণ সকল ভগ্ন করিলেন। তৎক্ষণমাত্র শোণিতাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অসি চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দিগ্ বিদগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। কপিকুঞ্জর অঙ্গদ অতি সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার অসি ধারণ করিয়া হস্ত দ্বারা অসি ভগ্ন করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; এবং নিশাচরের স্কন্ধ দেশে ঐ অসি প্রহার করিয়া, যজ্ঞোপবীতাকারে উহার দেহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ খড়্গ ধারণ করিয়া, বালিনন্দন রণস্থিরে অন্যান্য শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর বলবান্ যুপাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজঙ্ঘের সমভিব্যাহারে রথারোহণে মহাবল বালিপুত্রের প্রতি ধাবিত হইল। ইতি মধ্যে কনকাঙ্গদধারী বীর শোণিতাক্ষও মুগ্ধ হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গদকেই আক্রমণ করিল। শোণিতাক্ষও প্রজঙ্ঘের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বিশাখদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানর অঙ্গদের পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল, তাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব অনুরূপ যোদ্ধা পরীক্ষণ করিতে থাকিল।

অনন্তর মহাকায় রাক্ষসেরা, অতি সাবধান হইয়া, মহারোষে গদাহস্তে বানরদিগকে আক্রমণ করিল। তখন তিন বানরের সহিত তিন রাক্ষসের পরস্পর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বানরেরা বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ বাণসমূহ দ্বারা ঐ সকল বৃক্ষ প্রতিনিক্ষেপ করিল। বানরেরা রথ, অশ্ব, বৃক্ষ ও শৈল সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; মহাবল যুপাক্ষ শরসঙ্ঘ দ্বারা সমস্ত ছেদন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বৃক্ষসকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল, বীর্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ মধ্য পথে গদা দ্বারা ঐ সমস্ত বৃক্ষ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রজঙ্ঘ শত্রুগণবিদারণ প্রকাণ্ড খড়্গ লইয়া বেগে বালিনন্দনের প্রতি ধাবিত

হইল। যেমন নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, অমনি মহাবল বানরেন্দ্র বালিতনয় এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে আঘাত; এবং তাহার খড়্গসহিত বাহুতে মুষ্টাঘাত করিলেন। বালিপুত্রের আঘাতে খড়্গ ভূমিতলে পতিত হইল। মুষলসন্নিভ খড়্গ ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া মহাবল মহাতেজা প্রজঙ্ঘ বজ্রতুল্য মুষ্টিবন্ধন, এবং বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের ললাটে ঐ মুষ্টি প্রহার করিল; অঙ্গদ মুহূর্ত্তকাল ঘূর্ণিত হইলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রতাপশালী তেজস্বী বালিতনয় এক মুষ্টির আঘাতে প্রজঙ্ঘের দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

তখন পিতৃব্যকে রণনিহত দর্শন করিয়া, যূপাক্ষ অশ্রুপূর্ণলোচনে সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাহার বাণ আর ছিলনা; সুতরাং খড়্গ গ্রহণ করিল। যূপাক্ষকে আগমন করিতে দেখিয়া, দ্বিবিদ ক্রোধভরে সত্বর অগ্রসর হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করত তাহাকে ধারণ করিল। ভ্রাতাকে ধারণ করিল, দর্শন করিয়া, মহাবল মহাতেজা শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। আহত হইয়া মহাবল দ্বিবিদ ঘূর্ণিত হইল। এই সময় শোণিতাক্ষ পুনর্ব্বার প্রহার করিবার জন্য গদা উত্তোলন করিল, কিন্তু দ্বিবিদ তাহা কাড়িয়া লইল। ইত্যবসরে মৈন্দ দ্বিবিদের নিকট উপস্থিত হইল; এই সময় দ্বিবিদ নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদারণ করিল। অনন্তর বলবান্ শোণিতাক্ষ এবং যূপাক্ষ বানর দ্বিবিদ ও মৈন্দের সহিত ঘোরতর রূপে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর আকর্ষণ ও উত্থান করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ মৈন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক যূপাক্ষকে ভূমিতলে চাপিয়া নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বেই যূপাক্ষ নিহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিল।

প্রধান প্রধান বীর সকল নিহত হওয়াতে কাতর হইয়া রাক্ষসীসেনা, কুম্ভকর্ণতনয়ের নিকট ধাবমান হইল। সেনা সেনা দৌড়িয়া আসিতেছে দর্শন করিয়া কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বাস দান